নাটকের ব্যক্তিগণ।

গঙ্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ... কলিকাতাবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—জমিদার।

দীনতারিণী „ ... ঐ স্ত্রী।

নির্ম্মলেন্দু „ ... ঐ পুত্র। **Flight Lieutenant.**

লাবণ্যপ্রভা ... ঐ কন্যা।

সার জে, জে, মুখার্জ্জি ... কলিকাতাবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তি।

লেডী মুখার্জ্জি ... ঐ স্ত্রী।

জীবন তরঙ্গ মুখার্জ্জি ... ঐ পুত্র।

রেণুকা মুখার্জ্জি ... ঐ কন্যা।

লালবিহারী মণ্ডল (নমঃ শূদ্র) ... **Flight Lieutenant** নির্ম্মলেন্দুর সহকর্ম্মী পল্লীগ্রামবাসী।

কমলা পালিত ... দরিদ্র কায়স্থ কন্যা—গঙ্গেশের বাড়ীর কর্ম্মচারী।

কমলার অন্ধ পিতা, বাতরোগ গস্থা মাতা।

গঙ্গেশের গুরুদেব, পরেশ হালদার (নমঃ শূদ্র—দেশ সেবক) কমলার শিক্ষয়িত্রী কাজল লতা দেবী, শশাঙ্কশেখর (বর), বরযাত্রগণ, পুরোহিত, নাপিত, সৈনিক, অফিসার, আচার্য্য, নয়নতারা (লাবণ্যর **clerk**) অন্যান্য পুরুষ স্ত্রী বালক বালিকা প্রভৃতি।

উৎসর্গ

যাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় জীবনের বহু দুর্দ্দিনে বহুবার পেইচি, যিনি এই পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন, এই শ্রদ্ধাঞ্জলি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ আমার সেই পরম শুভাকাঙ্ক্ষিনী শ্রীমতী চারুলতা ঘোষকে নিবেদন করতে পেরে বড় আনন্দ আর তৃপ্তি লাভ করলাম।

দীপনন্দা
৩০নং মহানির্ব্বান রোড, বালিগঞ্জ।
২৫শে আশ্বিন, ১৩৫২

গ্রন্থকার

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(কাশ্মীর সেনা নিবাসের একটি অংশ—Flight Lieutenant নির্ম্মলেন্দু ও লালবিহারী ও অন্যান্য চারিজন বাঙ্গালী অফিসার কেবল ডিনারের পর ধূমপান করছেন—বাবর্চিগণ টেবিল পরিষ্কার করছে।)

লালবিহারী। This patriotism বা দেশাত্মবোধ সকল সাহিত্যের জয়গান, এটা strictly moral point of view থেকে একটা most mean and beastly impulse চমকে উঠলেন সবাই যে! হয়?

নির্ম্মলেন্দু। নিশ্চয়। A veritable bomb-shell। একেবারে thousand পাউণ্ডার ছেড়েচ মশাই on the noblest of our sentiments.

লালবিহারী। বটেই। একটা লাইনের ওপারের মানুষগুলোর শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই চোখ টাটাতে থাকবে, তাদের জুতোর তলায় রেখে ঘঁষতে পারলেই পরম সুখ শান্তি আর কান্তি আর একটু বেয়াড়া কছমের হ'য়ে তোমার চক্রান্তে ditto না দিল যদি, তালে তাকে সাবড়ে দিতে পারলেই তুফা আরামছে নিদ্রা আর অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা—এই না

modern nationalism? এটা মানুষের আদর্শ? Noblest of sentiments?'

নির্ম্মলেন্দু। ওটা প্রকৃত দেশাত্মবোধ নয়—ওর পরগাছা বা গাদ।

লালবিহারী। Certainly not. বর্ত্তমান যুগে ঐটাই nationalism. পবিত্র nationalism হচ্ছেন দস্যুবৃত্তি, আর internationalism হচ্ছেন সেয়ানা দস্যুদের মধ্যে অবস্থা অনুযায়ী একটা সাময়িক বোঝাপাড়া মাত্র। আচ্ছা প্রভুপাদগণ plebiscite টা খুব বুঝেচেন। [illegible]কার কথা! এখন সারা জগৎজুড়ে দুটো ideologyর clash [illegible]তালে সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা cool atmosphere করে, plebiscite নেন দিকি। সে সাহস আছে? All [illegible]kum! সক্রেটিস্ বলতেন—I am not an Athenian nor a [illegible] but a citizen of the world —Plutarch.

[illegible] অফিসার। যতটা বুঝি আমাদের Indian National [illegible]ndamentals কিন্তু perfectly noble and benevo[illegible]

গীত।

[illegible] [illegible]াদের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, কীর্তিময়,
[illegible] শান্তি, শক্তি, মৈত্রী,—ভিত্তি তাহার চতুষ্টয়।
This is clearly defined by the leaders.
হিমাচল হতে কন্যাকুমারী—স্বভাবের গড়া একই দেশ,
যত দেশ তত জাতি জগতে—জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ।
জাতির অর্থ।
[illegible]দায় কি প্রদেশগত স্বার্থ যত হবে বিলীন
জীবন, মন, যৌবন, ধন, সকলই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধীন।

যাহা ভারতের জলে বা স্থলে ধরণী গর্ভে সঞ্চিত—
ভারতবাসীর সমানাধিকার, হবে না'ক কেহ বঞ্চিত।
গণতন্ত্রের রূপ।

ইঙ্গিতে তার ভ্রষ্ট জগত করিবে আত্মসমর্পন
অহিংসায় আর সত্য ধর্ম্মে করি কূটনীতি বিসর্জ্জন।
ভারতীয় গণতন্ত্রের জগত বরেণ্য আদর্শ।

নির্ম্মলেন্দু। Very fine. অবশ্য আজ কাশ্মীরে যা হচ্ছে তাতে India's hands were forced. No way out.

(হঠাৎ দূরে তোপের শব্দ ও একটা shell আগুন ছিট্‌কে তাঁবুর সামনেই ফাটল)

Here you are! Whole night চলবে—

ঐ চারিজন। To be back to our own camp—চলি। জয়হিন্দ্!

নির্ম্মলেন্দু ও লালবিহারী। জয়হিন্দ্! (Telephone বাজতেই নির্ম্মলেন্দু ধরলেন)

নির্ম্মলেন্দু। Hallo! Yes. Private number please! Yes. X 11 P L T. Yes. No. We pursue them just up to the boundary. Not an inch. No. Yes. জয়হিন্দ!" (Telephone রেখে দিলেন)। শুনলে? পাকিস্থানের মধ্যে এক ইঞ্চিও প্রবেশ নিষেধ! এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে এই যে Indian Union প্রকৃতই শক্তিশালী আর সভ্য—আর এর উদ্দেশ্য পাশ্চাত্যে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়া।

লালবিহারী। সেটা ভুলে যাও brother. That is not what western deplomacy is. আর দেশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়ার যা

নমুনা—মহাত্মাজীর হত্যাকাণ্ড—অর্থাৎ এঁরা চান ফেঁদে নিতে এই সুযোগে একটা উচ্চবর্ণ হিন্দুরাজ। ভেবেছেন যবন সৃষ্টির কারখানা লোপাট, সে ভাঁড়াটারও নাভিশ্বাস সুরু হয়েছে—এইবার ২।৪টে বেয়াড়া খাপছাড়া কারবার হলেই বস্ সত্যযুগ।

নির্মলেন্দু। উচ্চবর্ণ হিন্দুরাজ! আচ্ছা, দুহাজার বছরের এই ব্যবহারের পর এখনও আশা ছোটলোক ব্যাটারা প্রাণ দিয়ে এই জিনিষটা গড়ে তুলবে? আহা রাজা রামমোহন, স্বামীজী, নেতাজী মহাত্মাজীর কি রকম ভক্ত এঁরা! জন্ম আর মৃত্যু বার্ষিকীতে কি রকম গরম ক'রে তুলে এঁদের Press আর Platform। কিন্তু যেই কথা ওঠে [illegible] [illegible] এঁদের আদর্শ— [illegible] ওরা Freaks of Nature। উচ্চবর্ণ হিন্দুরাজ! It's a pious hope. [illegible] বড় ভণ্ড জাতের একতা, [illegible] [illegible] [illegible]— অসম্ভব। Either do or die

লালবিহারী। এই ভূস্বর্গ কাশ্মীর। এ ত ছিল একদিন ষোল আনা হিন্দুর দেশ। [illegible] একেশ্বর বাদ আর সামাজিক সাম্য versus [illegible] senseless [illegible]। Most unequal fight। ফলে [illegible] [illegible]। আর সর্বত্র এই কাণ্ড! আজ ষোল আনা বা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। তবু এঁদের [illegible] [illegible]। Consumptives এর নিয়মই এই hopeful up to the last.

নির্মলেন্দু। (শব্দ) ঐ আবার! এর একমাত্র প্রতিকার—মান্ধাতার আমলের বাঁচা পাঁচমিশির নড়বড়ে এ বাড়ীখানা, যা হরদম টুকটাক ভেঙ্গে পড়ছে, আর কেউ মামার বাড়ী কেউ শ্বশুর বাড়ী কেউ বা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—এটাকে ভূমিসাৎ ক'রে modern fashion এ একেবারে cement দিয়ে গেঁথে তোলা। তার এবার সে চারতলা

খবরি খবরি বিশগণ্ডা air tight কামরা না। একেবারে একখানা ছুনিয়া জোড়া একতলা হল ঘর। দেখবে তালে পিলপিল করে নতুন পুরোনো প্রাণী কেবল ঢুকতেই থাকবে আর তিন দিনে এর চেহারাই পাল্টে দেবে। ("জয়হিন্দ" করে Sentryর প্রবেশ)। Sentry—কাপ্তান সাহাবকা চিট্টি

("জয়হিন্দ" করে প্রস্থান)।

নির্মলেন্দু (চিঠি পড়ে হাসতে হাসতে মণ্ডলকে চিঠিটা দিয়ে) কি হে গানটা "এস এস বঁধু এসো আধ আঁচরে বোসো" না? তবে—

গীত।

ব'ঝা স্থ ঝ বধ এসো কোথায় বসাব বোলো
নয়নে সাজায়ে পুষ্প দেখি—বল হে—
তোমার ও শিরের চাঁদ falling flat on the ধাপ
নাচিছে তা চড়ে ঢেঁকি।

Really— বাবা আর খেলে দেবে পার তাজ নেই in the midst of Kashmir operations তুলো বরফ কিনা বিয়ের ঢেউ।

লালবিহারী। আরে পাকা কথা না। 20 thousand cash down. On the top of this অপুত্রক শ্বশুর আবার লাখ টাকার মত গন্ধ ছাড়ছেন— আর কি চাই দাদা?

নির্মলেন্দু। কি চাই শুনবে? (হাতের ঘড়ি দেখিয়া) ৯-৩০ একটু শুক্রাগার করতে হ'ল অগত্যা। চাই একটা দুর্দ্ধর্ষ ভারতীয় জাতি গড়ে তোলা—অচিরাৎ! জ্ঞান মণ্ডল আজ কাল একটা ঢেউ উঠেছে bachelor থাকার? I hate it as an act of high treason. হিন্দু যুবকের বর্তমান অবস্থায় বে না করা এই negative aspect of life টাই হচ্ছে positive রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

লাল বিহারী। ঠিক—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।"

নির্ম্মলেন্দু। হাঁ, তারপর? "পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন" কিনা generation to generation নি খরচায় একটা ইত্যাদির ব্যবস্থা। পিণ্ড! যেন হেঁদুর পিণ্ডি দেবার লোকের একান্তই অভাব! যদি বলতেন—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা দেশরক্ষা প্রয়োজন" তা'লে পাল্‌টে যেত আজ হেঁদুর চেহারা। (বদ্ধ মুষ্টি) শোন মণ্ডল! এই দুদ্ধর্ষ জাত গড়তে হলে যা ভার্য্যা চাই, আড়ায় হবে তা ৬ ফুট আর বলে এক এক খানি ভীম ভবানী। শোন, ববং গুরখা Pattern চল, কিন্তু length without breadth শ্রীমতীরা একেবারেই অচল। তাঁদেব স্থান এখন Show case. সে ললিত লবঙ্গ লতার যুগ শেষ হয়েছে মণ্ডল! on the 15th August 1947. জাত অজাত কুমারী বিধবা কিছু বাছাবাছি আর চলবে না। ওঃ। একদিকে most intensive cultivation of all available plots আর এ দিকে millions of acres of finest productivity lying fallow for thousands of years! তার ওপরও constant raids and voluntary slips

লালবিহারী। Really এ স্বাধীন ভারতে আর চলবে না life এর light side এর এ রকম অবাধ culture. সাহিত্যে রঙ্গমঞ্চে, মাঠে, হাটে, ঘাটে, সর্ব্বত্র পীন পয়োধরা, নিবিড়নিতম্বা, ঘন-জঘনা আর আকুল বিপুল কুন্তলার চোরা চাউনির আপসানি আর লীলায়িত অঙ্গ সুবিন্যস্ত উজান তরঙ্গায়িত কেশপাশধারী চারুকলা-পোড়া খেগো দের কাতরানি। এ মাল দিয়ে U. S. S. R বা দুদ্ধর্ষ কোন জাত কোন দিনই গড়ে ওঠেনি। এটা মনে রাখতে হবে।

(Telephone বেজে উঠল)

লালবিহারী। Hallo! Yes Large Concentration in Poonch area? yes. Early morning. জয় হিন্দ! (Telephone

রেখে) Baner go look sharp Hasten to aerodrome please. (এটা ওটা গুছাতে গুছাতে দুজনে) ভারত মোদের রাষ্ট্র-গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিময়—সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী-ভিত্তি তাহার চতুষ্টয়। হিমাচল হতে কন্যা কুমারী—স্বভাবের গড়া একই দেশ।

নির্ম্মল। আর কি নেবে? These will do যত দেশ তত জাতি জগতে—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলিকাতা গঙ্গেশবাবুর বাড়ী—car থেকে নেমে গঙ্গেশ ও স্ত্রী দীনতারিনী ওপরের ঘরে উঠে গেলেন)।

গঙ্গেশ। কুল্‌জী দেখলে ত! আঃ! হাজার touch এর খাঁটি সোণা। বস্‌ তারপর অর্থ। হতে পারে আমার আছে অনেক, তাই বলে আরও থাকতে ত দোষ নেই। হিটলার যুদ্ধ বাধিয়েছিল কোন অভাবে? এখনও বড় বড় জাত গুলো সেই চুল্‌কানিই ভাঙ্গাতে গিয়ে নিজেরাই কি রকম চুল্‌কে মরচে। ওটাকে ক্রমশ septic করে তুলবে, তারপর ফোঁড়া ফুড়ি, কাটাকাটি করে, আবার ঠাণ্ডা হবে। এইটেই, যা চাকার মত ঘুরচে ও চারযুগই ঘুরবে।

দীনতারিনী। একে বলে মেছো হাটার গুল নামান—কি বদ অভ্যেস তোমার।

গঙ্গেশ। মোটেই না। নিজের কাছেও মানুষকে কৈফিয়ত দিতে হয়। ভাব কুরুক্ষেত্রটা হ'ল কেন? ২।৪ বিঘে জমি ছাড়লে কি দুর্য্যোধন গাছ তলায় দাঁড়াত!

দীনতারিনী। বলি কোন কাজের কথা আছে?

গঙ্গেশ। আছে বৈকি গো। এখনই তোমার বিদুষী কন্যাটী এসে

গণেশ। দেখি, দেখি, আরে। (লাবণ্য কেড়ে নিল, কমলা লাবণ্যর দিকেই হাতটা বাড়িয়েছিল)

কমলা। ঐ দিদি নিয়ে নিল—জোর যার মুল্লুক তার।

গণেশ। তুই ও ফটো পেলি কোথায় বল্ ত ?

কমলা। এই ঘরে, ঐ টেবিলের ওপর। কবে বলব ?

দীনতারিনী। যেদিন খোকার কাছে পাঠাবার কথা হয়েছিল—পাঠালেনা। তার পর আব তুলেছিলে ফটো ?

লাবণ্য। কমলি ! এতদিন দেখাস নি যে বড়। কৈফিয়ত চাই। আমিই না তোকে এই ফস্থর ফস্থরেব গোয়েন্দা গিরিতে লাগিয়েছিলাম।

কমলা। বা রে ! যা তা দেখিয়ে বেকুপ বানব নাকি ? আজ ঐখান থেকে আড়ি পেতে শুনেই এক ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে নিয়ে আসচি।

দীনতারিনী। কি মুখখানি ! যেন তুলি দিয়ে আঁকা, কেমন জোড়া ভুরু। কিন্তু হবে না। এর মধ্যেই ধুয়ো তুলেচে—যুদ্ধে যাওয়া খুনে গোঁয়াব ছেলে তার হাতে মেয়ে দেওয়া—

লাবণ্য। এই তাদের আদর্শ ! হরি বোল হরি ! আর এই চেহারা ! নম্বর ওয়ান Lilliputan ! দাদার চাই একটি জাঁদরেল কছমের বৌ। শুধু জোড়া ভুরুর কম্ম নয়। (কমলাকে দেখিয়ে) এই ছুঁড়িটার মত স্বাস্থ্য আর আড়া, তার ওপর এই রাক্কুসীর মত তুলি আঁকা মুখ আর জোড়া ভুরু, তালেই হত সোণায় সোহাগা।

কমলা। কালই এ আপদ বালাই কামিয়ে ফেলব।

লাবণ্য। তা'লে আরও ঘন হ'য়ে বেরুবে সোণার চাঁদ ! তার চেয়ে স্নোমা দিয়ে উপড়ে উপড়ে ফেলিস। পারবি ?

কমলা। দেখুন ত মা।

দীনতারিনী। বলেচে ঠিকই—শূদ্দুরের ঘরে এসে জন্মালি মা! এখন ও তোকে ঠাট্টা করচে।

লাবণ্য। তাই না কি?

কমলা। বাবা, মকরধ্বজের cash memo টা?

গঙ্গেশ। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের শারদীয়া পূজার পাতে।

কমলা। চলি—এ বেলার হিসাবে এখনও হাত পড়েনি। (প্রস্থান)

গঙ্গেশ। হঁরে-(লাবণ্যকে) তুই যা করতে গিইছিলি তার কি হল?

লাবণ্য। শুনলাম 1st class 1st হইচি আর Oriental Philosophy র paper এ খাম খেয়ালী কি সব লিখে এসেচি তাই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে—কথা উঠেচে Ph. D, র। সে যা হয় হবে। এখন সমস্যা—অতঃপর করব কি?

দীনতারিনী। কাজ? বাড়ীতেই লেগে আছে বার মাসে তের পার্ব্বন। আজ্ইত সত্যনারায়ণ।

লাবণ্য। আহা সত্যনারায়ণের কথা আর Arabian Nights এর গল্প যেন মামাত পিসতুত দুটী ভাই।

গঙ্গেশ। কি বলিস যে তুই—হিন্দুর মহা শাস্ত্র সমুদ্র এক জন্মে কেউ তরতে পেরেচে?

লাবণ্য। প্রকৃত তত্ত্বকথার ধার দিয়েও বড় একটা কেউ যান না এঁরা। ভাল মানুষ বকিয়ে, তাকে উল্লুক বানিয়ে, তার ইহপরকালের দফা রফা ক'রে বেড়াচ্চের এই শাস্তোরের প্রকাণ্ড gang টা। সত্যি বাবা, ভাবনা হয়েচে বড়, সমস্ত জীবনটাই ত পড়ে। উৎসর্গ করব ব্যর্থ এ জীবন স্বাধীন ভারতের অযোগ্য এই হিন্দু সমাজ ভেঙ্গে, গড়ে তুলতে তাকে যোগ্য করে। সমাজই জাতির ভিত্তি আর দেশ ও জাতি এক ও অভিন্ন।

গঙ্গেশ। বড্ড বড় বড় কথা বলচিস যে রে!

দীনতারিনী। কত হাতি গেল তল ছুঁচো বলেন কত জল! ঐ যে পাশ করেচে কিনা, আর রক্ষে নেই! ধরা কে শরা দেখেচেন। আজ কালের মধ্যেই হচ্চে তোর ব্যবস্থা।

গঙ্গেশ। অপার আনন্দ ময় জীবন হবে তোর। তুচ্ছ এ দেশ, জাত, সমাজ! তুচ্ছ এ সংসার। সকল চিন্তাই ভেসে যাবে। চাই সৎগুরু আর দীক্ষা।

লাবণ্য। কি? দীক্ষা? কোন সে পাষণ্ড বুঝে আসে যেন দীক্ষা দিতে। মনুষ্য সমাজ তুচ্ছ! ও সব বুজরুকি আমার কাছে চলবেনা। সারা দুনিয়া জুড়ে হাহাকার, দেশ জুড়ে অভাব, অনাহার অকাল মরণ, অশিক্ষা অত্যাচার আর বেপরোয়া লুট। আর জ্যান্ত মানুষ আমি, উন্মাদ হইনি এখনও—নাক টিপে বসে থাকব সব ছেড়ে ছুড়ে সাধু হয়ে!

গঙ্গেশ। সে বড় ভাগ্যের কথা।

লাবণ্য। বেশ সাধুই হলাম—যেমন পড়িছিলাম, তুচ্ছ করে এ জীবন তেমনি পাহাড় নড়বে তবু লাবণ্য নড়বে না—বসলাম ধ্যানে। তার পর?

গঙ্গেশ। বাপরে! সেকি আমরা বলব!

লাবণ্য। বেশ হল ঈশ্বর দর্শন। আহা কি সে অপরূপ রূপ। উঠলাম না হয় কুম্ভকে পাকা সাড়ে তের হাত খাড়াই। তার পর নির্লিপ্ত সর্ব্বত্যাগী যোগী আমি, যাব ত নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায়! যেতে দেবে? তখন আর ত কিছুতেই মন বসবেনা!

দীনতারিনী। তা কেন? থাকবি, কত লোকের সম্মান পাবি।

লাবণ্য। ঠিক ত! তা কেন? সম্মান পাব। দর্শন দিতে হবে,

কি বল? বড বড ধূর্ত্ত ভণ্ড Propagandist ছুটিয়ে দেব, চারদিকে। তারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে থাকবে। অমনি হুড়-হুড় করে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জলের মত, ছুটবে গবেটের পাল, লাখে লাখ—কোটি কোটি দীনহীনকে বঞ্চিত করে তাদের শাকভাত গাডী গাডী ধনদৌলত আর 1st class উপভোগ্য দ্রব্য সম্ভার নিয়ে—নির্লিপ্ত কিনা আমি, আমার সেবায়! বিনিময়ে তার, একটু ঢংকরে মুচকি হেসে, ২।৪টে সেই কথা—অতি পুরোনো যা শুনে শুনে লোকের কান পচে গেছে তারই বকমারি অভিনয় করতে থাকব। যোগী যে আমি! তত্ত্ব জ্ঞানের দপ্তর মত বাণ ছেকেছে প্রাণে আমার। ভক্ত আমার যারা আসবে তারা কি পাবে? ঐ যে দর্শন। যার সেই ঢংদার দর্শনের আজগুবি ব্যাখ্যা করতে করতে তারা বাড়ী ফিরবে। কি বল তাই করব আমি? তালে সোনাদের বেশ জব হয়।

গণেশ। কি বুদ্ধি বেটি রে। তোর লাবণ্য।

লাবণ্য। সত্যি বাবা মিথ্যের প্রাণে সহ্য হয় না, ছুঁচ ফুটায়। যেদিন ঐ আপন রাষ্ট্র সাহস করে আজীবন দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাবাসে অনুশোচনার দণ্ড দেবে সেই সাধু আমায়, আর ভক্তদের আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে heavy punitive tax, সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণ কামনায় যেদিন ঐ সাবুটাকে অগ্রাহ্য করে পরস্পরের জন্য প্রাণভরা দরদে অধীর হয়ে উঠবে পরস্পরের প্রাণ, সেই দিন বুঝব আমরা মুক্ত, স্বাধীন। ইংরেজ গেল আর জাত স্বাধীন হল, তা নয়। হিন্দুর প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মকার্য্যই nation building এর বিরোধী জেনেও, প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করবার সাধু সঙ্কল্পটীর তাৎপর্য্য—ব্যাটারা যাতে কখনও মানুষ না হয়। ও দিকে ৫টা ছেলে একত্রে লাঠি ভেঁজে স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করতে গেলে তার ব্যবস্থা ছিল ঠাণ্ডা গারদ! বর্ত্তমান দেশী সরকার

বোঝেন সব। ছেলে সাজার জন্য থাবা বাড়াচ্চেন আর গোটাচ্চেন ভরসা হচ্ছেনা। দীক্ষাফিক্ষা ও সব চলবেনা আমার তা বলেদিচ্চি। Silly soulless; self complacent hypocrisy! Thy days are numbered. (প্রস্থান)

গঙ্গেশ। বলিছিলাম না, ওকে কলেজে দিওনা! ওদের বাড়ীর মীনা তাদের বাড়ীর রেখা, হেনা দুটো পাশ করলে তিনটে করলে, এই ভ্যান ভ্যানাতে লাগলে ২৪ ঘণ্টা, এখন ঠ্যাপা সামলাও! মীনা, রেখা, হেনার গড্ডালিকা প্রবাহ মারাত্মক ব্যাপার নয়; এ একটা অঘটন ঘটাবেই, নয় নিজে মরবে।

দীনতারিনী। তাইত গো।

গঙ্গেশ। তবে বলতে নেই একটু যেন সুবাহার [illegible] দেব করচে। সেই যাবনিক চুলো—সেই ইংরেজী [illegible] তাতিয়ে তুলেছিল এতটা সেটাত হটে গিয়া এখন ক্রমশই [illegible] হচ্ছে, সত্যি—সনাতনীর গা দিয়ে আমাদের আবার গজাচ্চে কচি কচি শেকড়!

(For Cinema show only)

(বেলা ৮টা।)

(হাওড়া ষ্টেশন থেকে motor cycle এ আসচেন নির্মলেন্দু কলকাতার বাড়ীতে। Sir J. J, Mukherjee ও তার স্ত্রী Car এ যাচ্ছেন হাওড়া ষ্টেসনে, হাঁকাচ্ছেন কন্যা রেণুকা। Bridge এর কাছে ধাকা। হঠাৎ ভীষণ জোরে brake কসতে গিয়ে গাড়ীটা শব্দ করে টলে থামল কিন্তু wrong line এ নির্মলেন্দু আসছিল এমন ভাবে যে সে ছিটকে পড়ল, cycle damaged হল। চক্ষের নিমেষে আর্তনাদ করে সকলের আগেই লাফিয়ে পড়ল রেণুকা ও ছুটে গিয়ে নির্মলেন্দুকে তুলতে চেষ্টা করল।

ঁহারাও নামলেন। লোকের ভিড় জমে গেল। পুলিস ছুটল। একটী লোক ইতিমধ্যে ambulance এর জন্য telephone করলেন।)

অনেকে। মার শালাদের।

কয়েকজন। না না ঐ ভদ্রলোকই wrong line এ হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলেন।

রেণুকা। (অত্যন্ত কাতর ভাবে) Shoot me please, Kill me Kill me gentle men (পুলিশ J. J. Mukherjee কে সেলাম করল। Ambu'ance car এসে গেল। নির্ম্মলেন্দুকে উঠান হল। রেণুকা ও পুলিস সঙ্গে গেল। পিছনে Sir Mukherjee car এ করে চল্লেন Medical College এ।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা গঙ্গেশের বাড়ী রাস্তার ধারে নীচের ঘর।)

লাবণ্য। কমলি! কমল! এই কমলা—

(ছুটতে ছুটতে কমলার প্রবেশ)

কমলা। আজ্ঞে দিদিমনি। মাইরি, কি মিষ্টি ডাক তোমার। কতখানি মধু প্রাণে থাকলে কথায় এতখানি চুঁইয়ে আসে বল?

লাবণ্য। You Fool! এক ছিটেও না থাকলে, বইয়ে দেওয়া যায় এর বিশগুণ জিভের ডগায়। এর নাম সংসার! যা কাজ থাকে ত সেরে আয় আগে।

কমলা। No, No, Everything finished, It is now 2 O'clock you see. কি ভুল হল!

লাবণ্য। না। এ আবার কিরে বাবা!

(পাঁজি পুঁথি কুশাসন বগলে গুরু সিতি কণ্ঠের ধীরে ধীরে প্রবেশ ও কটমট চাহিয়া দুজনের মুখের দিকে, শেষটা লাবণ্যকে)

গুরু। তোরই নাম লাবণ্য! বাসর ঘরেই বিধবা হইছিলি, যাক আর ভয় নাই, মাভৈ! তান্ত্রিক ক্রিয়া করে, ওঁ হ্রীং এর বেড়া জালের মধ্যে বেঁধে ফেলে তোর ঐ ভ্রূ যুগলের মাঝ খানটায় যেই বসব জেঁকে' অমনি নেশা জমে যাবে, তখন ছিলিমের পর ছিলিম চড়িয়ে যাবি—আহাহা! চর্ম্ম চক্ষে দুনিয়া হয়ে যাবে হাওয়া, মাথাটা খাবে চক্কর, আর মগজের ভেতর বাজতে থাকবে অনাহুত ধ্বনির একটানা সুর—তারপর নুপুর নিক্কণ, বংশী ধ্বনি-শেষটা দপ্ করে জলে উঠবে নবঘনশ্যাম দ্বিভুজ মুরলী ধারী। বুঝলি পাগলি! ডাক তোর মাকে আর বাবাকে—দিন ঠিক করে যাই দীক্ষার। এত সিঁড়ি ভাঙ্গা আমার কম্ম নয়।

(লাবণ্য ও কমলার পদধূলি গ্রহণ)

লাবণ্য। দেখুন, হাজার বছর ধরে এই নবঘনের কারবার চালিয়ে, জাতটাকে কি দাঁড় করিয়েছেন তা ত নিশ্চয়, মনে মনে অন্ততঃ, বোঝেন। এখনও এ সব ছেড়েছুড়ে যাতে এই অভাগা জাতের কল্যান হয়, অন্ততঃ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শেখে, সাধারণ জ্ঞানটা ফিরে পায়, তাই করুন না দয়াকরে।

গুরু। এর মানে? বামুনের, কুলীন বামুনের মেয়ে হয়ে কি বলতে চাস তুই?

লাবণ্য। বামুন কোথায় দেখছেন? বামুনের মেয়েত নই। আমার বাবা মা ত বামুন নন। আপনিও নন।

গুরু। নই? বামুন নই? তালে এটা (উপবীত) কি? গরুর দড়া?

লাবণ্য। ছি ও কথা বলবেন না। কিন্তু সিতিকণ্ঠ বাবু! দর্শন যাদের মজ্জাগত, জগৎবরেণ্য সেই আর্য্য মনীষীগণকে অত হেয় করতে চাইবেন না। হিঁদুর মেয়ে, বড় ব্যথা লাগে। ঐ যে চারটে বর্ণ ওরা চার রকম অবস্থা মোটামুটি আদর্শের অভিব্যক্তি মাত্র। যেন চারটে কামরা, যার ভেতর

দিয়ে মানুষের চঞ্চল মন হরদম চলা ফেরা করে। আমারই এই কথাগুলো শুনে আপনার মনও ঐ গুলোর মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে আসচে। ঐ যে সুতো দেখালেন না, ওটা 1st class এর একটা certificate এর মত কিছু নয় বরং ওটা ছিঁড়ে ফেলে সাধারণের মধ্যে ভিড়ে যান। তার পর ব্যবহারে যদি বড় হন ভক্তি পাবেন নিশ্চয়। সুতো দেখাতে হবেনা।

গুরু। বলিস কি? কি বল্লি যবনি। পাপিষ্ঠা। ধর্ম্মভ্রষ্টা। অসচ্চরিত্রা, উচ্ছৃঙ্খলা বিনি। ধ্বংস হলি তবে। গজেশ! গজেশ! (কমলার দ্রুত প্রস্থান) আর রক্ষা নেই। সাড়ে সতর লক্ষ মারণ মন্ত্র জপ করে ত্রিরাত্রের মধ্যে শেষ করে ফেলবে তোবে এই সিতিকণ্ঠ তান্ত্রিক।

(কমলার সঙ্গে দ্রুত গজেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

এই? টুকরো ক'রে ছিঁড়লাম এই ব্রহ্ম সুতো স্বামীঘাতিনি। তোর মাথার ওপর—

গজেশ ও দীনতারিণী। রক্ষা করুন। বালক। বালক ও। শান্ত হান প্রভু।

গুরু। ৭ জন্ম উপর্য্যপরি বিধবা হবি ঐ বাসর ঘরেই—যেটা ঘটেওছিল এবার ঐ ব্রহ্মশাপেরই ফলে। বস্।

(গুরুর গমনোদ্যোগ)

গজেশ। (করজোড়ে) কি করলেন প্রভু? অজ্ঞান তিমিরান্ধ [illegible] শলাকয়া—

গুরু। শলাকয়া! এ দুর্ব্বাসার ক্রোধ শান্ত হবার নয়। মৃত্যু ধ্রুব-ধ্রুব-ধ্রুব!

দীনতারিণী। [illegible] ক্ষমা করুন। (গুরুর প্রস্থান সঙ্গে সঙ্গে গজেশ ও দীনতারিণী)

[illegible]। [illegible] তোমরা। [illegible] দিয়েচে।

[illegible] আবার কি উল্টো উৎপত্তি করে বসলে দিদিমনি?

লাবণ্য। চুপকর! হাজার বছর মুখ বুঁজে আছি—এই আমি। সর্ব্বস্ব হারাতে বসিচি—তবু চক্ষুলজ্জা! এ কি কাল মোহ! একেবারে নিশ্চিহ্ন হবার আগে একবার মুখ ছুটাবই, একবার ক্ষেপে উঠে তোল পাড় কচ্চে তুলবই। যাক্ একটা গান গাই শোন, কেমন একটা idea develope করিচি, দেখ—

কমলা। যোগ্য শ্রোতা বটে আমি—গাও শুনি।

গীত।

বাঁশি! কেন গাইবি না আর গান?
তোর কোন দরদীর দেওয়া ব্যথায়
এমন অভিমান?
অযুত ছন্দে বিশ্ব সারা গান গেয়ে ধায় আত্মহারা,
আকাশ বাতাশ গানে ভরা
গানেই প্রাণের অভিযান।
বাঁশী বলে ওগো দুটী প্রাণের গোপন গাথাই
প্রাণ যে গানের;
সঙ্গীহীনের ভুবনে তাই
গানের অবসান।
কেন গাইব বল গান?

লাবণ্য। চোখ মুছচিস্ যে? এত পানসে রাক্ষুসি তোর চোখ? বুঝিচি।

কমলা। আমিও বুঝিচি বাঁশী মশায়ের জবাবের অর্থ।

কমলার গীত।

"বাঁশী বলে ওগো দুটীপ্রাণের গোপন গাথাই

প্রাণ যে গানের

সঙ্গীহীনের ভুবনে তাই

গানের অবসান।" এর মানে ?

লাবণ্য। আরে মোলো—এটা হচ্ছে একটা দার্শনিক মতবাদ—অদ্বৈত তত্ত্ব, বাঁশীটা হচ্ছে ঘোরতর দ্বৈতবাদী। কমলী রে! কি মূর্খ রে তুই!

(হঠাৎ একটা ambulance car এসে থামল।)

কিরে। (লাবণ্য ও কমলার বাহিরে গমন, ডাক্তার নামলেন ভেতর থেকে)

ডাক্তার। এই ত বাড়ী। ৪৭ নং ?

লাবণ্য। হাঁ মশায়। আমারই দাদা যে-একি ?

ডাক্তার। তেমন serious কিছু নয়—motor accident বটে কিন্তু এত চমৎকার health unconscious পর্য্যন্ত হননি। জোর করে বাড়ী এলেন, নয়ত আমরা ছাড়তাম না। এই ত বাড়ী telephone টা পর্য্যন্ত করতে দেননি। যাক কোথায় বিছানা করা হবে ? এখনও দিন কনের ত বটেই। ওঁর motor cycle টা smashed ; কিন্তু শুনলাম cycle থেকেই এক লাফ! ভীষণ ছেলে।

লাবণ্য। এক তলায় ভেতরের দিকে ভাল একটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে- আপনারা নিয়ে আসুন—

(কমলা ছুটে গিয়ে ঘরে বিছানা ঠিক করে দিল ও পরে Stretcher এ শায়িত নির্ম্মলেন্দুকে ভিতরে খাটের উপর শুইয়ে রাখা হল।)

ডাক্তার। Fan টা আস্তে চলুক—ঘরে হৈ চৈ না হয়; আপনাদের Surgeon কে ২।১টা call দেবেন—Nursing—দাদাত আপনার—আপনারাই দেখাশুনা করবেন। দেখুন এই ৫০০৲টাকা—আপনি ভগ্নিত ?

লাবণ্য। হ্যাঁ Sir. ভগ্নি, আর ছেলে মানুষও নই আপনার যা বলবার আমায় বলতে পারেন।

ডাক্তার। Some Muhkerjee, highly cultured তাঁদেরই motor—ভদ্রলোক নিজে কলেজে এসে ৫০০৲ টাকা incidental expenses ব'লে দিয়েগেলেন; কোন খরচ হয় নি সেই টাকাটা। তাঁরা এখনই এখানে আসবেন দেখতে।

(হঠাৎ গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

গঙ্গেশ। একি! খোকা?

লাবণ্য। হেঁ। হৈ চৈ কোরোনা, ভালই আছে, তবু শোন, নিজের motor cycle এ আসছিল বাড়ী, সকাল ৮টায় মেল থেকে নেমে। যেমনি একটু wrong line এ গেছে, অমনি ধাক্কা একজনের car এর সঙ্গে।

দীনতারিণী। হেঁ! একেবারে হাতে হাতে! তবু বিশ্বাস করেনা লোকে! ব্রহ্মশাঁপ! এখনও যে দিনরাত হচ্চে! মুখে আগুন ইংরিজী লেখাপড়ার! এ কি করলিরে হতভাগি! কি করলি আমার!

ডাক্তার। বেশী অস্থির হবেন না-আহা বাপ মার প্রাণ! কিন্তু ভয় নেই আর।

গঙ্গেশ। আর ভয় নেই! হায়রে! সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম! বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ! তার ওপর ব্রাহ্মণ! সর্ব্বনাশ! তার ওপর গুরুদেব! জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া-সেই গুরুর অভিশাপ! আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া!

ডাক্তার। ব্রহ্মশাঁপ কি বলচেন? আমি একটু interested, আমি Dr. Ghosh, যদিও কায়স্থ শূদ্র, তবু ও সব বিষয়ে-শূদ্রের অনধিকার হলেও-একটু আধটু গবেষণা করি। (টুপি তুলে) এই দেখুন চৈতন্ত! আগে ইংরাজী আমলে যা একটু বাধ বাধ ঠেকত এখন হিন্দু রাজত্ব

আমরাই সব। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু হিন্দু রূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।" বুঝলেন কিনা ? শূদ্রকের যুগও এখন নেই।

দীনতারিণী। দেখ একবার। শূদ্দুরের ছেলের জ্ঞানটা একবার দেখ।

লাবণ্য। ও। ব্রহ্মশাপ হ'ল আমার ওপর আজ বেলা সাড়ে তিনটেয়, যার ফ'লে গেল সেটা তার ৭৮ ঘণ্টা আগেই, বেলা আটটায়। Retrospective effect। আবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হ'ল এই পাপীয়সীর ওপর, কিন্তু পড়ল গিয়ে ঘ্যাঁচ করে দাদার ঘাড়ে, যে বেচারী এর বিন্দু বিসর্গও জানত না। Nonsense! উজবুক আমরা, মানুষ নই। যাও, যাও রোগীর ঘর ছেড়ে তোমরা।

ডাক্তার। একটা কথা। সূক্ষ্ম, গূঢ়, আধ্যাত্মিক জগতের অতীন্দ্রিয় রহস্য। এই ব্রহ্মশাপটা, এটা আত্মার transcendental জ্যোতির সামনে একটা Umbra ফেলল ঐ বেলা তিনটেয়, কিন্তু penumbraর zone, ঐ শাপের intensity বা তীব্রতা বা গুরুত্ব অনুসারে ৭৮ ঘণ্টা এদিকের আর ওদিকের গ্রাস করতে বাধ্য। যেমনি করেছে অমনি actual victim এর sub-conscious region act ক'রে তাকে wrong line এ আছড়ে ফেলেছে। তার পর transfer of subject। এর অর্থ অভিশপ্তের কাছে তার এই ভ্রাতার জীবন নিজের অপেক্ষা প্রিয়তর। তাই জন্যই এই কাণ্ডটা ঘটে বসল। এর Grand নজির আছে—বাবা আদম। বহু ব্যাপার আছে এতে—vehicle, medium ইত্যাদি।

(নির্ম্মলেন্দু ইসারায় লাবণ্যকে ডাকল)

লাবণ্য। (ডাক্তারকে ১০০৲ দিয়ে) এইটা ধরুন। না গ্রহন করলে রোগী বড় ব্যথা পা'বে প্রাণে।

ডাক্তার। (গ্রহণ ক'রে) জয় হিন্দ! দুর্গা দুর্গতি নাশিনী মাগো।

(প্রস্থান)

দীনতারিণী। দেখলি ত! নিজের চোখেই দেখলি ত! কত বড় ডাক্তার একজন।

গঙ্গেশ। ওকে বলে কোন লাভ নেই। যাক্, ফস করে ১০০৲ ওকে দিয়ে বসলি?

লাবণ্য। দাদাই বলচে—না দিলে, ছিনে জোঁক হ'য়ে যেত।

গঙ্গেশ। এখনও টাকা হাতে তোর—কি ব্যাপার?

লাবণ্য। যাদের car তারা যেমন ধনী তেমনি শিক্ষিত আর উদার। নিজেরাই ambulance ক'রে college এ পৌঁছেচে; incidental খরচা বলে ওরই হাতে ৫০০৲ দিয়েছিল। খরচ কিছুই হয়নি। উনি শিখিয়ে দিতেই ১০০৲ ওকে দিলাম। ঘর থেকে পুরিয়ে তাদের দিয়ে দেব। লোকটা ত উপকার করেচে। তারা এখনই আসবে দেখতে।

দীনতারিণী। এলে হয় একবার ছাই পেতে কাটিবো!

গঙ্গেশ। একটা case file করে দেখেন। Hush money দিয়েছিল ঐ ৫০০৲। ফেরত দেব ভেবেচ? বাকী ৪০০৲ যাবে ব্রাহ্মণ ভোজনে, সত্যনারায়ণের আর মার বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পুজায়। বলি খোকাকে যে আজ ফিরে পেয়েচি, সেটা কার দয়ায়?

নির্ম্মলেন্দু। (মাকে হনারায় ভেবে) ওদের টাকা নেবে কেন? পূজো সওয়া পাঁচ আনা।

দীনতারিণী। ওগো খোকা তোমার সব টাকাই ৫০০৲ ফেরত দিতে বলচে।

গঙ্গেশ। তাই তাই তাই হবে। টাকা নিলে মামলা কাহিল হয়ে পড়বে।

(বড় একখানি গাড়ী এসে থামল—নামলেন সাব জে, জে, মুখার্জ্জি, লেডি মুখার্জ্জি ও কন্যা রেণুকা)

গঙ্গেশ। (অগ্রসর হয়ে দেখতে গেলেন) কে?

মুখার্জ্জি। (কার্ড প্রদান ও সকলে করজোড়ে) মানুষ যদি অপরাধের দণ্ড নাও দেয়, ঈশ্বর যেন দেন। (ভিতরে প্রবেশ ও কমলা ব্যতীত দীন-তারিণী লাবণ্য প্রভৃতির আগমন ঐ বাইরের ঘরে)

(কমলা রোগীর ঘরে দূরে একটা মোড়ার উপর ব'সে থাকল)

গঙ্গেশ। (কার্ড পাঠ ক'রে) বিলক্ষণ! কি বলছেন সার! কত বড় একটা লোক আপনি! J. J. Mukherjee. Kt. O. B. E! বহুভাগ্য আমাদের ব'লতে হবে যে আপনাদের পায়ের ধূলো প'ড়ল এই দীন হীনের কুটীরে।

লেডী মুখার্জ্জি। কি বলছেন? আমরা কলেজ থেকে আসচি। ছেলে ভাল আছে ত?

দীনতারিণী। কৈ আর! ঐ ঘরে আছে। একটু পরে দেখবেন খন।

লাবণ্য। না না অনেক ভাল।

রেণুকা। Steering wheel shall I never touch in my life!

মুখার্জ্জি। In mother tongue, please.

গঙ্গেশ। মেয়ে?

মুখার্জ্জি। হাঁ সার; এইত drive করছিল। কাশ্মীর Banihal pass দিয়ে দার্জ্জিলিংএ কি সুন্দর drive করেচে—আর আজ কি ঘটল! What is inevitable is unavoidable. এইবার ও Diocesan থেকে BA English অনার্স 1st class Ist হ'য়ে বেরিয়েচে। আর না, এবার নিজেই দেখে শুনে বে করুক তবে হিন্দু হওয়া চাই। বড় বড় ছেলে মেয়েকে আজকাল আমরা অবাধে মেলা মেশা করতে দিচ্ছি অথচ বে'র বেলায় we choke up all avenues with profusion of quotations

from old fossils of Sastrakars, Nonsense! ফলে যে-ই করচেনা, কেউ Suicide করচে। এই সব।

গঙ্গেশ। চমৎকার মেয়েটী! বর আমরা এনে দেব।

মুখার্জ্জি। Oh Could I got a boy like yours! আমার সার: একটীমাত্র ছেলে, এখন বিলেতে Chartered accountant হয়েচে এখন Indiaর পথে। আর এই মেয়েটী। ছেলে এসে নিজেদের Colliery দেখবে।উইল করা হয়েচে আমার—Boy to be worth 50 and this girl 20 lakhs আর সামান্য যা আলাদা রেখেছি তার 5 lakhs for Charity আর মাত্র 1 lakh এ এই বুড়ো বুড়ী মুসৌরীতে retired life কাটিয়ে দেব। দার্জ্জিলিং বড্ড moist damp ওঁর suit করে না। আচ্ছা if you don't mind একটী বার ছেলেটীকে দেখে যাই।

লাবণ্য। আসুন, আসুন।

রেণুকা। (করজোড়ে) আচ্ছা আমি যদি বলি আপনি মিস্ লাবণ্য প্রভা M. A. Ist class Ist in Philosophy and perhaps Ph D. also, a jewel of the university? Father! She is so well-known to everybody!

মুখার্জ্জি। Is it? I am so glad to see you, আপনি Lft Banerjee র sister?

লাবণ্য। আজ্ঞে হঁ তাই। (রেণুকার গলা জড়িয়ে ধরে) বেশ মেয়েটি তুমি ভাই।

রেণুকা। যা করিচি নিজের হাতে আজ sister, revolverটা থাকলে I would surely shoot me to death, ভুলতে পারব না জীবনে আর। It has made my life miserable for all time to come.

লাবণ্য। না না ওসব বলোনা—। আসুন আপনারা দেখবেন আসুন। (সকলের নির্ম্মলেন্দুর ঘরে প্রবেশ)

নির্ম্মলেন্দু। (হাত তুলে নমস্কার করলেন)।

মুখার্জ্জি। May God save you my boy! ওঃ। আমাদের অনুতাপের শেষ নেই।

লেডী মুখার্জ্জি। চাঁদের মত ছেলে! কার ভাগ্যে জুটবে কে জানে! তা'লে আসি বাবা। (বাহিরের ঘরে আগমন)

নির্ম্মলেন্দু। (হাত তুলে নমস্কার)

লাবণ্য। আপনাদের ৫০০৲ টাকার কিছুই খরচ হয়নি—এই যে।

মুখার্জ্জি। I see. বেশ, ওটা তালে হিন্দু সমাজ সংগঠন সমিতির হাতে তুলে দেবে তুমি মা। আচ্ছা চলি আজ। বাঁড়ুয্যে সায়েব—আপনাকেও বলচি—চলি আজ। এবার যেতে হবে—আমাদের বাড়ী—ছেলে ভাল হোক।

লেডী মুখার্জ্জি। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে—ভারি পছন্দ আমাদের। আচ্ছা—নমস্কার।

রেণুকা। (নীরবে নমস্কার করল—সকলের প্রস্থান)।

গঙ্গেশ। টাকাটা নিলে না—নেবে কি? টাকার কুমীর ও!

লাবণ্য। বাবাই হাসালে। টাকা থাকলে আর নিতে নেই? কি বল বাবা?

গঙ্গেশ। এখন disturb করবিনে—মস্ত বড় problem! এর কিনারা করতেই হবে। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

গুরুর খোলার বাড়ী—গঙ্গেশের car ২।৩ বার horn দিয়ে থামল বাড়ীর সম্মুখে—গঙ্গেশ ও দীনতারিণী নামচেন ; ওদিকে নামাবলী গায়ে শ্বেত চন্দনের নক্‌সা করা দেহে গুরুও এসে হাজির। সকলে বাড়ীর ভেতর গেলেন —উভয়ের প্রণাম করার পর, গঙ্গেশ গুরুকে ১০১৲ দিলেন—গুরু সহাস্যে গুণতে লাগলেন।

গুরু। (গণন শেষ ক'রে) বড্ড ব্যস্ত বাগীশ তুমি হে বাপু। দুদিন পরেই না হয় দিতে—পালিয়ে ত যাচ্ছিলে না। তোমরা হচ্চ আমার বেগুনের ক্ষেত, মূলোর ত নও।

গঙ্গেশ। আহা আমি যে হতে চাই—টোমাটোর ক্ষেত প্রভু! রামবেগুনের!

গুরু। তাই বটে! বেঁচে থাক—(নিজের পায়ের ধূলো নিজেই নিয়ে গঙ্গেশের মাথায় দেওয়া) বেঁচে থাক। এই যে নিজের পায়ে হাত ঠেকিয়ে তোমার মাথা ছুঁলাম—এটা একটু দৃষ্টিকটু হল বটে কিন্তু এইটাই আসল জিনিস। অনেকের একজন, যার ওপর আমি অসন্তুষ্ট, সে আমার পদরজ নিল তা'তে সে ঐ রাস্তার রজই পেল—এ জিনিষ পেল না—নিজে হাতে করে দেওয়া—বুঝতেই পাচ্চ। আহাহা। ছেলের জন্য দেড়লক্ষ সঙ্কট-ত্রাণ যোগ শেষ! আর দরকার হবে না—একটু উঠে বসচেত? নিশ্চয়। মা জননীর হাতে কাগজ-জড়ান ওটা আবার কি?

দীনতারিণী। এ সামান্য একখানা বেনারসী কস্তাপেড়ে—মার জন্যে এনিচি।

গুরু। তোমার মার জন্য এনেচ—ওর সঙ্গে আমার আর কি সম্বন্ধ;

তাঁকেই ডেকে দিই। আচ্ছা দেখি দেখি। (খুলে দেখান) বাঃ বাঃ, শুনচ গো। নাঃ ডেকেই আনি। (গমন)

গঙ্গেশ। কত খসূল হিসেব করেচ! এই নগদ ১০১৲ আর ওখানা একরকম নতুনই ধর—এ বাজারে অন্ততঃ১৭৫৲ (২৩।২৪ বৎসর বয়স্কা ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীর সঙ্গে গুরুর আগমন ও গঙ্গেশ এবং দীনতারিণীর প্রণাম) ।ঐ যে আসচেন—দেখ! দেখ!

গুরু। আরে ঘোমটা খোল—এ দুটী তোমারই সন্তান। (একটু ঘোমটা সরান)

দীনতারিণী। বাঃ বেশ মুখ খানি ত!

গুরু। ঠিক ঠিক ধরেচ। ক্রিয়াটা হটাৎ হয়ে গেল। ভবিতব্য কে ঠেকাবে বল। নিজে বিপত্নীক হয়ে, আমার শালার জন্যই চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিলাম—এঁর সঙ্গে তার কথা প্রায় পেকে উঠতেই বস্ টপ্ করে আহা শালাটী মারা গেল। নিয়তি কেন বাধ্যতে? ব্যবহার চমৎকার। তবে সন্তানাদি হবে বলে মনে হচ্ছেনা—এ জন্যও ত শ্রীশ্রীরস রাসেশ্বরী স্তব আব কন্দর্প ভৈরব যোগ প্রত্যহ করে যাচ্চি। এখানেও সেই নিয়তি! যাক যাও এই বেনারসী খান পরে এস—ওঁরাই দিলেন —দেখে ওঁরা নয়ন সার্থক করুন।

(দীনতারিণী কাপড় হাতে দিয়ে প্রাণাম করলে গুরুপত্নী ভেতরে গেলেন)

গঙ্গেশ। ও ১০১ সকল রকম শান্তির জন্য। আর দেখেচেন ত মেয়েটা কি রকম উদ্দাম পাগল! ওর জিভটা যদি একটু সংযত করে দিতেন, কোন ক্রিয়া করে।

গুরু। গণনা করে দেখলাম—ও জিব বেঁধে দিতে গেলে প্রাণটাই যাবে ওর। নিজের হাতে তাত পারবনা—বরং এক কাজ কর, মন্ত্রপূত পাদোদক আছে আমার—জানতে না পারে পানীয় জলের সঙ্গে এক ফোঁটা

করে দেবে। আর এখানে কোথায় পাবে সে জিনিস। মালীকে বলে দিও খড়দার বাগান থেকে তোমার শাদা কেঁচো নিয়ে আসবে আগামী মঙ্গলবার অমাবস্যায়। তারই রস এক বিন্দু জিভে দিলেই ঠিক হত— অপার্য্যমানে ঠোঁটে, ঘুমন্ত অবস্থায়—তাতেও কাজ হবে। ভেষজার্থে নিরামিষঃ!

গঙ্গেশ। সর্ব্বনাশ উলটো উৎপত্তি হবে টের পেলে।

(গুরুপত্নী বারান্দা দিয়ে আসচেন)

গুরু। আচ্ছা, থাক্ থাক্ ওতে কাজ নেই। ঐ যে উনি আসচেন। কথায় বলে, রাধার শোভা গয়না—না গয়নার শোভা রাধা। ওখানা যে একখানা কাপড়ের মতন কাপড় তা ধরা পড়ল এতক্ষণে। আচ্ছা যাও আর আসতে হবে না। (ফিরে যাওয়া)

গঙ্গেশ। তাতে কি আসুন না। আচ্ছা প্রণাম।

দীনতারিণী। চলচল, আর না। তালে প্রাণাম করে নিই।

(উভয়ের প্রণাম ও প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(কলিকাতা, গঙ্গেশের বাড়ী সন্ধ্যাগতে)

(লাবণ্য ও কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য। ডাকছিলাম—আস্‌ছিলিনে যে বড? দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ পানে চা ত।

কমলা। কি লাভ বল?

লাবণ্য। (আলিঙ্গন পূর্ব্বক) কেন বোনটী আমার, এ উদাসীন দুনিয়ায় কিসের কান্না, কার ওপর অভিমান ক'রে বল?

কমল। হাসিই বা কিসের?

লাবণ্য। কিসের। হিন্দু সমাজকে যোগ্য করে তোলার স্বাধীন ভ্রাবতের।

কমল। হটাৎ এ কথা এল কোত্থেকে? যাক, যোগ্য করে তুলচ তুমি নাকি দিদিমনি? কি করে?

লাবণ্য। গান গেয়ে গেয়ে।

কমল। থাক থাক অত কষ্ট কোরোনা। ববং সেদিনের মত একটা কাঁদুনে গান গাও ত শুনি। গাইবে ত গাও, নয় থাক।

লাবণ্য গান কি কাঁদুনে হয় নাকি লো! কেউ পুত্র শোকে কাঁদচে তুই মনের আনন্দে পাশা কাটালি, কেউ পুত্র মুখে পুড়োব দিনে হেসে খেলো, তোর বুকটা চড়াৎ করে উঠল, খাসা বব একখানি একটা খুঁদী বউনিয়ে ঘরে ফিরচে তুই হেসে করে নিজের অমন নাকটা খেঁতো করে পাগলি—কেন? বলনা। জানিস? আমি হচ্চি দর্শনে এম, এ নানতত্ত্ব ঘেঁটে কাস্তাক্ষি করে বেইচি। শোন গান বলচি।

(নিম্মলেন্দুর প্রবেশ)

নিম্মলেন্দু হবে নাকি, এক আধ খান?

কমল তাই ত সব কাজই যে এখনও পড়ে।

(দ্রুত প্রস্থান একবার ফিরে চেয়ে। হঠাৎ বেণুকার প্রবেশ)

বেণুক এই যে! I am so lucky! Good evening to our sister, Really I am so glad to find him so magnificently well! Good evening, (নির্ম্মলেন্দুকে)

(নির্ম্মলেন্দু বেণুকার দিকে ফিরতেই)

বেণুক। দেখি দেখি একটা গান বাজাই with your permission sister.

লাবণ্য। বেশত—বাজাও না!

(নির্ম্মলেন্দু ঘরের মধ্যে যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে)

গীত

(একটু সাহেবিয়ানা টান)

আজি কি শুভ লগনে দূর ও গগনে
ইন্দ্রধনু হাসে।
অজানায় অচেনায় ভরা এ দুনিয়ায়
কারে এত ভালবাসে ?

(নির্ম্মলেন্দু যেন একটু offended হয়ে বেরিয়ে গেল। —তাতে ব্যথা পেয়ে—রেণুকা)

রেণুকা। No good. Better try in English,

গীত

(সুরটী একটু pathetic)

ওর ultra violet rays
Instil at glance an awful craze
So gaze and gaze to win and gaze,
They do recede, recede recede
If you proceed to give a chase.
It is a shadow, so not speak
But yet intoxicates the meek.
So were it but a man to feed the fad oh !
And not a shadow shadow—baffling maze. !

It's a heavenly fluid jerked out of the bottle of a human heart in a shock.

লাবণ্য। I quite realise my sister.

(নির্ম্মলেন্দু বিরক্ত ভাবে ঐ ঘরের ভিতরে ও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল)

নির্ম্মলেন্দু। দেখুন দৈবক্রমে খানিকটা ঘনিষ্টতা হয়ে পড়েচে আপনাদের সঙ্গে—ভবিষ্যতে আহ্বান করলে আসতে ভুলবেন না।

রেণুকা। I follow and wo'nt come uncalled for henceforth, Good bye to you gentleman and to you my dear sister, না ডাকলে বিনা আহ্বানে কি আসতে আছে! I go (প্রস্থান)

নির্ম্মলেন্দু। একটু rude হ'ল বোধহয় কিন্তু অত্যন্ত বাড়াবাড়ি যেটা আমার অসহ্য।

লাবণ্য! আমরা হচ্চি brute isolationists আভিজাত্যের গহ্বরে বাসকরি; বাইরের হাওয়ায় আমাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে; আর ওরা তেড়ে গিয়ে পরকে আপন করে নেয়। ওকি ভাবতে পেরেচে ওর Mr ইন্দ্রধনু একটা অবাস্তব পদার্থ! উঃ! শেষটা অপমানিত হয়ে চলে গেল!

নির্ম্মলেন্দু। ইন্দ্রধনু! আমি?

লাবণ্য। Yes sir,—আপনি। সুশ্রী হয়ে জন্মাবার বিপদও কম নয় বাবা! যে অনিন্দ্য সুন্দর যুবককে ছিটকে ফেলেদিইছিল এক ধাক্কায় সেই forceয়েই যুবক মশায় ইন্দ্রধনু হয়ে ওর হৃদয় আকাশ জুড়ে বসেচেন। ও মরেচে।

(হাঁপাতে হাঁপাতে পাশের ঘর থেকে দীনতারিণী ডাকলেন)

দীনতারিণী। ওরে ছুটে আয় তোরা দস্যি রামটহলকে মেরে ফেল্লে।

লাবণ্য। এ আবার কি? (ভাইবোনের দ্রুত প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

গঙ্গেশের বাড়ীরই অন্য একটা ঘর

(কমলা মাথায় সামান্য একটু আঁচলদিয়ে মুখনীচু করে চেপে বিমুখ হয়ে বসে আছে একটা বাক্সের ওপর)

নির্ম্মলেন্দু। ব্যাপার কি মা ?

দীনতারিণী। দস্যি পশ্চিমে চাকরটার আমার কি খোয়ার করেচে !

রামটহল। দাদাবাবু ও ডাইনী হায়। আদমি খা ডালেগা। মেরা গরদান এয়সা দাবায় দিয়া কি মেরা দম্ নিকাল গেয়া।

নির্ম্মলেন্দু। আচ্ছা হাম ঠিক করেগা। কি ব্যাপার বলত মা। ঠাণ্ডা হয়ে বল।

দীনতারিণী। আরে আজ দুপুর থেকে হটাৎ সুর ধরেচে—বাকস নিয়ে এমনই বেরিয়ে যাব, চাকরি করবনা। আমি ত অবাক। অচল সংসার ! ৫০৲ টাকা মাইনে ! কি জানিস ? বহু টাকা নাড়ে চাড়ে—কখন হিসেব নেওয়া হয়না—অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু খোকার কড়া মেজাজ ও মেরে উঠেচে তাই হিসেবের ভয়। কিছু না হয় ত হাজার টাকা ঐ বাক্সয় আছে।

নির্ম্মলেন্দু। বাক্স দেখতে চাও ?

দীনতারিণী। তাই-ত রে চাবি চাইলাম দিলনা, বল্লে কেটে ফেল্লেও চাবি দেবেনা। কাজেই ঐ উজবুকটাকে বল্লাম ভাঙ্ বাক্স—আর কোথায় যাবি, যেমন চাড় দিয়ে ডালা খোলা, অমনি বাঘের মত এসে ওর টুঁটি চেপে ধরেচে। মেরেই ফেলেছিল আর কি !

নির্ম্মলেন্দু। তালে বাক্স বন্ধ নয়। আচ্ছা আমি ঠিক করচি।

লাবণ্য। মামলা আমার হাতে দিয়ে তোমরা সব স'রে পড় দিকি ; খুব মিহি syringe দিয়ে সব pump করে নেব, দেখ খুন।

যা ভেবেচ তা নয়। এত দিনের, এত গুণের, এমন কচি বয়েসের, এমন বিশ্বাসী, অতি বুদ্ধিমতী, ভদ্র ঘরের মেয়ে, একদিকে যার অন্ধ বাবা, পঙ্গু মা, অচল অবস্থা, সে এতখানি বিশ্বাস আর ভালবাসার মধ্যে, ক্রমশঃ বহুটাকা চুরি করে, ঐ বাক্সর ভেতর জমিয়ে রেখে, সরে পড়চে, তাও গিন্নি ঠাকরুণের অনুমতি নিয়ে, যখন জানে, অনুমতি পাওয়া অসম্ভব—এ কথা জন্মে শোনেনা। কমল উঠে দাঁড়াও ত বোন, বাক্স আমি দেখব, আর ফেরত দেব, যদি নিতান্তই থাকতে না চাও। বুঝলে? তোমরা যাও মা।

দীনতারিণী। বাব! নিজের চোখে না দেখে। অত ভালবাসায় আর কাজ নেই।

নির্ম্মলেন্দু। দেখ লাবণ্য—একটা কথা ভেবেদেখ—মেয়ে ছেলে হয়ে একটা পুরুষের টুঁটি চেপে ধরেছিল; অত সহজ ভেবনা— জানি মেয়ে চোর অতি সাংঘাতিক!

লাবণ্য। কিন্তু টাকা ওতে নেই এটা ঠিক—জোর থাকতে পারে খুব সখের জিনিস। না না তাও না। বাপমার অচল অবস্থা, বুদ্ধিমতী মেয়ে ও। এমন বাড়ী অমিল।

নির্ম্মলেন্দু। অত গবেষনায় কাজ কি!

দীনতারিণী। ঐ গ্যাখ। সোজা কথা ঘোরাল করে তুলবে। উঠল ও তোর কথায়?

নির্ম্মলেন্দু। বুঝে গ্যাখনা আমি রইচি তবু ও কি রকম জেদ করে চেপে বসে আছে। আমার সঙ্গে ও লড়বে?

রামটহল। হঁা দাদা বাবু, ও লড়েগা জরুর।

লাবণ্য। রামটহল! হট্ যাও এহাঁছে—তুরন্ত! ফরন্ হট্ যাও।

(প্রস্থান)

নির্ম্মলেন্দু। এই উঠে দাঁড়া। একমিনিট সময় দিলাম। তারপর ছুড়ে ফেলেদেব ঐ রাস্তায়। এ আর রামটহল পাস্‌নি। ওঠ্, ওঠ্, ওঠ্ বলচি, ওঠ্!

(বাক্সর ওপর থেকে মুর্চ্ছিতা কমলা চ'লে প'ড়ে গেল—লাবণ্য পাশে গিয়ে বসল)

দীনতারিণী। ছাখ আবার ঢং ছাখ! কি জাঁহাবাজ মেয়ে মানুষ বাবা।

(নির্ম্মলেন্দু বাক্স দেখচে)

নির্ম্মলেন্দু। কৈ মা। শুধু যে ন্যাকড়া চোকড়া—পবণের কাপড জামাও নেই। এই যে একটা শিশি! (শুকিয়া) petrol! petrol কেন?

দীনতারিণী। জানিসনে গরম পোযাক কাচতে লাগে। গরম পোযাকই বা কত টাকার করেছে কে জানে। সর্ব্বনাশ!

নির্ম্মলেন্দু। এই একটা কি পেইচি। কি রকম কাগজ ন্যাকড়া জড়িয়েছে দেখ—এর ভেতরই বমাল আছে বাবা। (শেষে নিজেরই Photo দেখে) নাও তোমরা যা হয় করো—আমার দ্বারায় আর হবে না। Good god, what a fool I am! ওর চোখে মুখে জল দেবে লাবণ্য!

লাবণ্য। খুব বিদ্যে দেখিয়েচ যাও। Military man কিনা। রেণুকার অনিচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার এক ধাক্কায় Rain bow হয়ে উঠেছিলে তুমি, আর তোমার অনিচ্ছাকৃত এই নিষ্ঠুরতার ধাক্কার dynamic forceয়ে Moon হয়ে উঠলেন হয়ত, ইনি।

নির্ম্মলেন্দু। আচ্ছা রেহাই পাওয়া প্রায় অসম্ভব জেনেও, "এখনই বাক্স নিয়ে চলে যাব" ব'লে মার অনুমতি নেবার এই যে ঘটা—এটা কি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ইচ্ছে করে ধরা দেওয়া নয়?

লাবণ্য। Dont stoop so low to a theory which is out and out absurd. ছি ছি। মূর্চ্ছাটাও ভাণ বলতে চাও? আহা এরই নাম বোধ হয় ভাগ্য। হতভাগ্যের অতি উচ্চ আদর্শেরও কদর্থ করে লোকে। সে জানত শেষটা অনুমতি পাবেই। তার ঘাড়ে যে সন্দেহের ও ভূত চাপবে সে ভাবতেই পারেনি। খাঁটি সোণার ঐ ত মরণ! (মাতাকে) জান মা, এতে মানহানির মামলা হয়। যাক, যাবে তুমি এখান থেকে? বাবার কাণে তুলবে যদি, তোমার ছেলে মেয়েব দিব্যি রইল।

দীনতারিণী। সাট সাট—যাচ্ছি আমি।

(দীনতারিণী ও নির্ম্মলেন্দু প্রস্থান ও লাবণ্য তা লক্ষ্য করে)

লাবণ্য। ফিরে আয় বোন, লোকালয় ছেড়ে তোকে নিয়ে জঙ্গলে যাই। (নির্ম্মলেন্দু একটা ট্রেতে বরফ এনে দিল) (মাথায় বরফ ঘসতে ঘসতে) আয় বোন ফিরে আয়। (জ্ঞানালাভের পর কমলাব ক্রন্দন ও নির্ম্মলেন্দুব পলায়ন)

কমলা। এ মুখ আব দেখাব কি কবে দিদি?

(মাথাধবে উঠিযে বসান)

লাবণ্য। যদি সৌখীন ব্যাটা চাকব একটা, আমার Photo নিয়ে ধবা পড়ত আজ। সমাজের কথা কি তোব মত ভাবত? মরদ যে। তোমায কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু শোন ভাই মিলন যেখানে অসম্ভব, সেখানে তাকে মনেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা কবে সাত্ত্বিক নিষ্ঠায় জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়।

কমলা। (এবাব মুখ পানে চেয়ে) তাই ই চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবতাকে এমন করে হাতের মধ্যে পেয়ে, ও সাত্ত্বিক ধর্ম্ম আমার সাধ্য নয়, তাই সরে পড়ছিলাম—যদি চোখ ছাড়া কয়ে, পটে মন ক্ষান্ত হয়; না হত যদি, তারও দাওয়াই সঙ্গে নিইছিলাম। একেবারেই অসম্ভব

বলে ২৪ ঘণ্টা মনের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরিচি। উঃ! মনের মত এমন শত্রু মানুষের আর হয় না।

লাবণ্য। ফস্ ক'রে অদ্বৈতের মায়া বাদটা প্রচার করে ফেল্লি দেখচি। ছাখ, একেবারে অসম্ভব ভাবিসনি নিশ্চয়; বুঝে ছাখ; কারণ ভাববার কারণও নেই। নির্জ্জলা অসম্ভবে মন ভেজেনা পাগলি। চল তোকে বাড়ীই রেখে আসি। ৮টা হ'ল। (ঘড়ি বাজল) ভাইবোনে আমরা তোমাদের চলাচলির ব্যবস্থা করব। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" ব'লে আমাকে "মামেকং শরণং ব্রজ" ক'রে গ্যাট হ'য়ে বসে থাক। চল—ফটো টা নিয়ে—শোন, জগতে যাই ইচ্ছা করব, তাই পারব করতে বা ঘটাতে তা কি সত্য?

কমল। না।

লাবণ্য। চ চ আর না। (অন্য একজন ভৃত্যের সঙ্গে উভয়ের প্রস্থান)

(বড় রাস্তা ধরে গিয়ে একটু গলির মধ্যে খোলার বাড়ী। কমলা ভিতরে গেলে লাবণ্য ফিরল।)

—০—

সপ্তম দৃশ্য।

(গঙ্গেশের বাড়ী—ফিরে এসে ঐ একতলা ঘরে লাবণ্যের প্রবেশ)

লাবণ্য। (ভৃত্যকে) যা দাদাবাবুকে ডেকে দিগে যা।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) দুনিয়ার কাঙ্গাল! সুন্দর ঐ বস্তুটী ভাল লাগতে বাধ্য তোমার চোখে। কারণ তুমিও মানুষ। এই নির্ভেজাল ভাল লাগাটা মানুষের অন্তরস্থ সৌন্দর্য্য বোধের ফল। কিন্তু ওটা পাবার জন্য যদি

আহার নিদ্রা ত্যাগ কর, অন্যের ক্ষতি না করেও, কর নিজেরই ক্ষতি, মরতে চাও যদি একটা ব্যর্থ অভিমানে, তা'লে কাঙ্গাল ! তুমি উন্মাদ।

(অন্য ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। দাদাবাবু চা খেয়ে আসছেন-এখনই। (প্রস্থান)

লাবণ্য। বিধবা আমি,-রাস্তায় সুন্দর, তেমনি কোন যুবককে দেখে মনে হয় যদি বেশত ! স্বামী থাকলে এতদিনে এমনিই দেখাত। বল ভণ্ড, কে কোথায় আছ এটা কি অস্বাভাবিক ? কিন্তু কমলা ! সে কি কাঙ্গাল ? সে কি উন্মাদ ? পরম স্বাস্থ্যবতী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, অতুলনীয় শক্তি, সামর্থ্য, সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী, যৌবনের পূর্ণতায় সদাই যেন টলমল করচে সদা হাস্যময়ী—আচারে, ব্যবহারে, উচ্চতম আদর্শের প্রতীক—সে যদি ভালবেসে থাকে এই এক নির্ম্মলেন্দুকে, আর একটা অত্যাগ আকাঙ্খায় 'আহার নিদ্রা ত্যাগই করে থাকে—অথচ অবাধ্য মনের ধৃষ্টতায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে চেয়ে থাকে নিজেরই মৃত্যু, তাহলে puro admiration এর গণ্ডী লঙ্ঘনের দণ্ড তাকে দেওয়া যায় কি ? (বামটহলের প্রবেশ) কি দেখতে এসেছিস রে। যাও বোলা দেও দাদাবাবুকে আভি, তুরন্ত। (প্রস্থান) লঙ্ঘন আবার কি ! যে গণ্ডী পদাঘাতে চূর্ণ করবার অধিকার রাখে সে। পায়ে ধরে, প্রাণ ভরে, দিয়েচে তাকে সে অধিকার, জগতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ—মানুষের সহজ, মুক্ত, যুক্তি, ন্যায় ও বিচার বুদ্ধি। যার যা পাওনা, দিন কাল যা পড়েচে—তা দিতে হবেই তাকে। সমাজ দেবেনা ? সাধু সাবধান। (নির্ম্মলেন্দুর প্রবেশ)

বল অতঃপর তোমার opinion টা কি দাঁড়াল ? Speak to the point নিজের মতটা।

নির্ম্মলেন্দু। তাই ত ভাবছিলাম—স্পষ্ট একটা স্পর্দ্ধার ভাব দেখতে পাচ্চি বলতে চাই।

লাবণ্য। স্পর্দ্ধা! Idoal টা তোমার কি ছিল বরাবর? অজাত, স্বজাত, কুমারী, বিধবা and so on.

নির্ম্মলেন্দু। সে আদর্শটা ছিল আমাব। ওর পক্ষে স্পর্দ্ধা কিনা?

লাবণ্য। সে মহাবাণী প্রচার করে উদারতার চাক হরদম পিটেচে কে? প্রশ্রয়টা দিলে কে? সে উদারতা তা'লে কি ভণ্ডামি ভেবে নেওয়া উচিত ছিল? ও যে সেটা জানত, সর্ব্বদা শুনত। তবু হে সুন্দর! মনুষ্য হৃদয়েব অতি সহজ, স্বাভাবিক বৃত্তির অদম্য অভিব্যক্তিটাকেও এমন কঠোর ভাবে স্পর্দ্ধাহীন কবে তুলেছিল সে, যে চুপে চুপে সরেপড়ছিল মাত্র একখানা Pho'o নিয়ে—তাতেও না হলে স্পর্দ্ধাহীন সে জালা জুড়াত petrol এর আগুনে। স্পর্দ্ধা তোমাব না তার? যে করতে পারে না, অথচ বলতে চায় স্পর্দ্ধা যে তারই।

নির্ম্মলেন্দু। দেখ যেটা বলি সেইটাই সত্য বলে মানি, নিশ্চয়।

লাবণ্য। যেটা তুমি মান না সেটা অন্ততঃ তোমার কাছে নেই। দেখ—অকথ্য পেটের একটা কুড়ুনে মেয়ে মিস্ শকুন্তলা হয়েছিল Her Majesty ভারত তখন স্বাধীন ছিল। অমন সাত্বিক আবহাওয়া গায়েস্তা রাখতে পারেনি তাকে; তবু সেটা অস্বাভাবিক ব'লে, স্পর্দ্ধা বলে, গণ্য হয় নি—বরং পবিত্রতা স্বয়ং take up করেছিলেন সে causeটা। আর সমাজের সে নোংড়া কাণ্ডই হয়েছিল আখ্যানভাগ জগতের শ্রেষ্ঠতম নাটকের। কারণ ভারত তখন স্বাধীন ছিল, সত্যের অমর্য্যদা করবার স্পর্দ্ধা ছিলনা এ প্রাণহীন ভণ্ডামির। শিখাধারী পরাশরের কেলেঙ্কারীর output হয়েছিল জগত বরেণ্য পণ্ডিত! আজ হাতী হাতী ছেলে মেয়ে পুষব, সর্ব্বত্র অবাধ মিলনের প্রশ্রয় দেব, আর ভাবব খুকুমনিরা আড় কোলে দুদু খাবে জাতের বাধায় থম্‌কে দাঁড়াবে "ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং" বলে একটা কাল্পনিকের পূজো করে. মনের মানুষটার জন্য আশে পাশে না চেয়ে, চেয়ে থাকবে

আকাশ পানে হাঁ করে ? ভণ্ড জাতিদ্রোহী কূপমণ্ডুক ! সবই তুচ্ছ, যত সাচ্চা তোমাদের অধীনতার নাগপাশে বাঁধা নড়বড়ে প্রাণহীন এই সমাজের কাটাম খানা ! ঐ এদিকে গড়ে উঠচে middle west এ Federation of Islamic states আর পূবে চোদ্দ আনাই ঐ ইসলাম বাদীর East Asia Federation ! কি 1st class sandwich হয়েই দাঁড়াচ্ছ—একবার ভেবে দেখ !

নির্ম্মলেন্দু। তবে দে বোন একটা পথের নির্দ্দেশ আমাকে আর তাকে।

লাবণ্য। কি শুনবে তুমি তার কথা ! তার জন্যত সর্ব্বচিন্তাপহারক মৃত্যু-পথ ভিন্ন অন্য পথ নেই—তুমি হিন্দুর ঘরের পুরুষ ! তোমার কিসের ভাবনা বল। (ক্রন্দন)

নির্ম্মলেন্দু। Thou art ideal spirit incarnate of independent India ঘোর অমানিশাচ্ছন্ন হিন্দুদুনিয়ার অরুণ—কিরণচ্ছটা লাবণ্য ! মন্ত্রশিষ্য আমি তোর ভগ্নি। সর্ব্বনাশা গতানুগতিকতার সে দুর্জ্জয় মোহ আজ শেষ। এই মোহই জাতির রন্ধ্রগত শনি। চল তবে ওদের চলাচলির একটা ব্যবস্থা করে আসি আগে।

লাবণ্য। যাচ্চি টাকা নিয়ে আসি। আপাততঃ দুশো, কি বল।

নির্ম্মলেন্দু। হঁ তাই। (লাবণ্যর উপরে গমন)

গীত।

সম্প্রদায় কি ব্যক্তিগত স্বার্থ যত হবে বিলীন
জীবন মন, যৌবন, ধন, সকলই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাধীন।
ভারত মোদের রাষ্ট্র—গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিময় ;
সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী—ভিত্তি তাহার চতুষ্টয়।

(উপর থেকে লাবণ্য স্যুটকেশ হাতে)

চল। (উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

(কমলাদের খোলার বাড়ী। ঐ গলি পথে রাত ১০টায় গোপনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ হাতে নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য। কমলার গান শুনচে)

কমলার গান।

পরাণ জুড়াতে চায়, বলে "দেখ দেখ দেখ তায়"
তবে নয়ন জড়িয়ে কেন আসে গো ?
যদি দেখা চোখে চোখে চলা পথের আঁকে বাঁকে,
সেই সে পরাণ কেন কাঁপে গো ?
আকাশের চাঁদ ধরা, সে ধরা যে মিছে ধরা ;
তাই লোকে তোলে হাত সে চাঁদের পানে গো।
এ'ত নয় মিছে কথা কি জীবন্ত ব্যাকুলতা,
তাই ক্ষণে ক্ষণে মরি বাঁচি—বাঁচনেই কি ফল গো ?
মরণও নিবিড় কালো, সেথা নেই এ চাঁদের আলো
ফেলে যেতে কতবার, চরণ চলেনা গো।

(হঠাৎ লাবণ্য সামনে হাজির)

লাবণ্য। চরণ চলেনা গো ! ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। পাকামি করবি যদি।

কমলা। (চমকিত) ও মা ! একা নাকি ?

লাবণ্য। ছাখ না বাইরে কে দাঁড়িয়ে ? সব শুনলাম আগা গোড়া ! যাই তোর বাবা মার কাছে কথা কইগে। দাদা তোকে কি বলবে শোন ! এস দাদা ! (নির্ম্মলেন্দুর প্রবেশ লাবণ্যের প্রস্থান)

নির্ম্মলেন্দু ! কমল, তোমার যত ছেলেমানুষী কাণ্ড। ওরকম হয়। এ বয়সটাই উচ্ছ্বাসের বয়স ! কিন্তু ওটা প্রায়ই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কি বলচি পরে বুঝবে। যাক। আপাততঃ আমরা তোমাদের সংসারের,

তোমার বাপমার চিকিৎসার আর তোমার শিক্ষার ভার নিচ্ছি। তবে মনে রেখো এই যে আকর্ষণ এটা তোমাকেই কেন্দ্র করে। চলি। লাবণ্য!

লাবণ্য। এই যে এই ঘরে।

(নির্ম্মলেন্দুর প্রস্থান, কমলার শয্যা গ্রহণ)

নির্ম্মলেন্দু। কাকাবাবু!

কমলার পিতা। এসেছেন? আমাদের ভাগ্য বিধাতা এসেছেন? আমি অন্ধ। চোখ ছিল যখন, চোখ ফাটিয়ে প্রাণভরে দেখে নিইচি—শিব, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ। চেহারা গুলো হুবহু মনে আছে। দেবতা না দেখে যদি তোমাদের দেখে রাখতাম! হা রে মিথ্যা দেবতা, মাথা খুঁড়ে মলেও তোরা সাড়া দিসনে! থাকলে ত দিবি!

নির্ম্মলেন্দু। কেন কাকা বাবু? দেবতাই ত বন্ধুবেশী মানুষকে পাঠান।

পিতা। আমি খোকা নই। ও ছেঁদো কথা আমায় শুনিও না আর। ঢের শুনেচি—অন্ধ হ'য়ে ভেবে ভেবে চুল পাকিইচি। মানুষ নিজেই আসে। বাবা! যার একটা একটা ক'রে ৭টা ছেলে যমের দুয়ারে যায়—বুক ভেঙ্গে ফেলে মুগুর মেরে, ছিঁড়ে ফেলে চুল মুড়ো মুড়ো করে, তখন আর কোন উপকারের জন্য ঠাকুর আমার কোন মানুষকে পাঠান? যদি জিভটাও খসে পড়ে তবু ব'লব দেবতা ত নেইই নেই, সেই ঘুঘু—সেই দয়াময় সৃষ্টি কর্ত্তাটাও বাজে। তাঁর জন্ম যত মাথা পাগলার আত্মপ্রবঞ্চনা আর ফন্দিবাজের পর প্রবঞ্চনার মধ্যে। একদিন এসো বুঝিয়ে দেবো।

নির্ম্মলেন্দু। কর্ম্মফল ত মানবেন?

পিতা। না, এই বুক ঠুকে বলছি মানব না। মানুষের প্রথম বিচ্যুতির সময় কি তিনি ম'রে ছিলেন? স্বাধীনতা Liberty of thought and action দিইছিলেন কেন—সব জান্তা হ'য়ে? লীলা?

মজা দেখবার জন্যে ? কাছে সরে আয় মানুষ আমার—একবার গায়ে হাত বুলিয়ে নিই। (নির্ম্মলেন্দুর কাছে যাওয়া)

নির্ম্মলেন্দু। এই যে কাকাবাবু।

পিতা। (হাত বুলাতে বুলাতে) আঃ ! আঃ কি তৃপ্তিরে ! Man has created God after himself and not the reverse proposition.

লাবণ্য। অতি প্রাচীন আর্য্য ভারত ভিন্ন সক্রেটিশের বহু আগে থেকে এ পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা is banned in the world !

পিতা। বা রে মেয়ে ! বাবারে ! কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালবে যে এ ঋণ শোধ হবে কি করে ?

লাবণ্য। যে দিন একটা অভুক্ত কাঙ্গালকে নিজের বাড়া ভাত এগিয়ে দিয়ে উপবাসের আনন্দ ভোগ করবেন সেই আনন্দের অমৃত স্রোতে ভেসে যাবে তখনই হাজার হাজার টাকার ঋণ আপনার কাকাবাবু !

পিতা। তাই নাকি ? আহাহা ! এই যে মানুষে কথা কচ্ছে ! জয় হোক রে মানুষ—জয় হোক তোর ! (ক্রন্দন)

লা। কিন্তু বাবা। এ হাতীকে আর পড়ান কেন ? ১৭রয় পড়েচে বাবা !

পিতা। বড়লোকের মেয়ে ২০, মধ্যবিত্তের ১৬ আর কাঙ্গালের ১২র সমান যে বাবা !

লাবণ্য। সে ভার আমাদের। শোন কমলি ! কমলি !

(কমলার আগমন)

কল্যাণ চাস্ ত স্বাস্থ্য ঠিক রাখবি। চল দাদা !

উভয়ে। চলি তবে। (উভয়ের প্রস্থান)

—o—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গেশের বাটী।

(নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য)

লাবণ্য। What a big void! উঃ! উদাসীন থাকার মত সুখ আর কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে আপন করতে যাওয়ার মত দুঃখ আর কিছুতে নেই।

নির্ম্মলেন্দু। রাতে আমার অসুখের সময় যখনই জেগিচি, দেখিছি ঠিক জেগে ব'সে আছে। আবার face is the index of the mind—কখনও আমার সে মুখপানে চাইত না—অথচ প্রাণের সবটা যেন shooting করে ছবি তুলে নিত। দিন রাত shooting চলচেই। কিন্তু কি আশ্চার্য্য! সেই প্রাণান্তকর উন্মাদনার মধ্যে কি একটা বিরাট দার্শনিক নির্লিপ্ততার pose throughout maintain করে গেছে।

লাবণ্য। মুখ পানে চাইত না! মরি মরি! তার চোখ দুটো এমন sharp shooter হ'য়ে উঠেছিল যে অচোখোচাখির অতি সূক্ষ্ম মুহূর্ত্তগুলোর একটাও ফসকাত না। সর্ব্বদা তোমার আপাদ মস্তক গিলে খেত; আর নিতান্ত অদর্শনের সময়, চোখ বুঁজে সেইটেই জাওর কাটত। মনের কথা কি ক'রে বুঝত! রাজনৈতিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সর্ব্বক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে ঐ আন্তরিক ভালবাসা যাতে ভেদজ্ঞান ধুয়ে মুছে যায়—তোমার খিদেয় আমার নাড়ী জলে ওঠে—বুঝলে? (ভৃত্যের প্রবেশ)

নির্ম্মলেন্দু। Exactly. (লালবিহারীর প্রবেশ)

ভৃত্য। দাদাবাবু একজন সায়েব তোমায় খুজচে।

নির্ম্মলেন্দু। Hallo! come in, come in please.

লালবিহারী। Yes, জয়হিন্দ! very glad to find you so well.

নির্ম্মলেন্দু। What's the matter?

লালবিহারী। কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাচ্ছি—in the district of Nadia—তার মধ্যে 1st item ছিল তোমায় দেখা। তার পর—তোমার—

নির্ম্মলেন্দু। বুঝিচি, কি দুর্ভাগ্য তোমার—কাল এলে বৌভাতের খাওয়াটা ফসকাত না।

লালবিহারী। Really? Accidentএর পর "Getting better" একটা wire পেলাম। তার পর সব চুপচাপ—অনেক ভেবে শেষটা এই দেখ Banerjee—(সোনার Necklace বাহির করা)

(লাবণ্য অবাক)

নির্ম্মলেন্দু। (লাফিয়ে উঠে সেটা নিজের গলায় পরিয়ে আবার মণ্ডলের গলায় পরিয়ে দেওয়া) বস্ finished! (লাবণ্যর চাপা হাসি)

লালবিহারী। একজন মহিলার সামনে কি করচ?

নির্ম্মলেন্দু। তাই ত বেজায় মহিলা। ওটা লাবণ্য, ছোট বোন আমার।

লাবণ্য। জয়হিন্দ! যান দিকি এবার bath roomএ—পোষাক ছেড়ে স্নান করে সুস্থ হয়ে বসুন। দেখি—(Necklace দেখা) 475/-

লালবিহারী। জানেন না বোধ হয় আমরা কি চিজ্? চাঁড়াল! অবশ্য Bath room মেথরে ধোয় তাই বলে চণ্ডাল সেটা ব্যবহার করতে পারে না। আমার ত একটা sense আছে। Military Camp সে আলাদা কথা।

নির্ম্মলেন্দু। কি জানি বাবা! We shall better arrange with Peliti. ২।৪ দিন ছাড়চিনে তাই বলে—

লালবিহারী। সামান্য লেখাপড়া করে সরকারী চাকরিতে আছি তাই সায়েব সেজে কুলীন বামুণের বাড়ী ঘরের ভিতর চেয়ারে বসিচি আজ—কিন্তু আমাদেরই একজন লাঙ্গল ঠ্যালা চাষা জাতভাই হত যদি? তবু কলকাতা ত লক্ষী ছেলে, পল্লীগ্রামের সে মুর্ত্তি যদি দেখতেন!

লাবণ্য। তাই দেখতে চাই—নিজের চোখে একবার। গ্রামে গিয়ে একটা Meetingএর ব্যবস্থা করবেন ত। যাব।

লালবিহারী। Meeting? public meeting?

নির্ম্মলেন্দু। জান না তুমি মণ্ডল লাবণ্য M. A. Philosophy 1st Class 1st. Ph. D এই লাবণ্য।

লালবিহারী। Is it? Heartily congratulate you miss Banerjee.

নির্ম্মলেন্দু। শোন মণ্ডল! বন্ধু তুমি আমার—এই লাবণ্য-সম্বন্ধে জাঁক করে বলবার মত অনেককিছু থাকতেও চেপে যেতাম deliberately বড্ড খেলো হয়ে যাবার ভয়ে একটা নিদারুণ সত্য—বোনটি আমার বাল-বিধবা।

লালবিহারী। (একবার লাবণ্যর পানে চেয়ে) What! তোমাদের ভাত খেলে মণ্ডলেরও জাত যায়—উঃ! শোন, আমি যাই Banerjee good bye.

লাবণ্য। (ছুটে এসে) আমি যেতে দেব না—থাকতে হবে। Peleti ও চলবেনা। আমি manage করব। সুস্থ হয়ে আসুন—সমাজ দেবতার একটা স্তোত্র গাই।

লালবিহারী। সুস্থ যথন হবার হব। গানই শুনি।

লাবণ্যর গীত

প্রিয়তম হে! মিনতি মম তবস্থানে :—

ওহে অন্ধ, বধির, চির ভ্রান্ত! করগো চরণ তব শান্ত—

মুক্ত, উদার, ধীর ধ্যানে।

যুগ যুগ ধরি অবিরাম গতি, চলেছ প্রমত্ত উদ্ধত মতি,

দলেছ ন্যায় ও শাশ্বত ধর্ম্মে, মজেছ তুচ্ছ স্বার্থের কর্ম্মে,

হৃষ্ট, অকুণ্ঠিত প্রাণে।

তব কোটি অনাদৃত স্বজন নিল সাম্যের সত্যের শরণ,—

আত্মঘাতি! তব বহু আহ্বানে এসেচে মৃত্যু, তা জগত জানে,

আর ফিরাবে বল কোন ভানে?

এখনও বন্দ অভিনব বালতপনে, ত্রিংশ কোটি একীভূত তব ভবনে,

সাম্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদে দীক্ষা লয়ে চল, আত্মপ্রসাদে,

জগত জয়-অভিযানে।

লালবিহারী। ওঃ! The whole history in a nutshell with a piteous appeal for circumspection—কিন্তু কাকুতি মিনতির কাজ এ নয়—চাই এখানে রাশিয়ার মত বিপ্লব।

লাবণ্য। বলতে পারেন—অপনারা সৈনিক পুরুষ। কিন্তু যুদ্ধেও strategyর দরকার যে। সে দেশে ছিল পরিষ্কার দুটি দল—অত্যাচারী আর অত্যাচারিত—both fully awakened. এ দেশে পরিস্থিতি অদ্ভুত! অত্যাচারিতেরই শতকরা ৮০ জন, যাদের স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে একটা আধ্যাত্মিক antidoteএর injection চলে এসেচে—তারা সে অসাড় অবস্থটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—সুতরাং তারাই জাতির এ মুক্তি-সংগ্রামে পক্ষ নেবে অত্যাচারী blockএর যাদের মাত্র শত করা পাঁচজন বোধ হয় উদারধর্ম্মী এবং প্রকৃত দেশভক্ত। এ অবস্থায় এই

পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাকীর দোরে দোরে কাকুকি মিনতি ভিন্ন আর উপায় কি ?

লালবিহারী। Really, wheels within wheels (গাড়ী করে গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ—কালীঘাটের প্রচুর প্রসাদ সহ)

Banerjee ! Banerjee ! বাবা মা ত'?

নির্ম্মলেন্দু। yes বাবা, মা ! এই সেই মণ্ডল, আমায় কাশ্মীর সহকর্ম্মী। আর মণ্ডল। my father and mother (দূর থেকে uniform পরা মণ্ডল নতজানু হয়ে ভূমিস্পর্শ করে প্রণাম করার পর।

লালবিহারী। শ্রীচরণ স্পর্শ করবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মাইনি ত—আমরা জাতে চাঁড়াল। ঘুরিয়ে বলি নমঃশূদ্র—সেটা খুড়িয়ে বড় হওয়া—আর বড় জাত যখন সোয়াগ করে নমঃশূদ্র বলেন সেটা চাঁডাল বেটাদেব হাতে রাখা মাত্র। মোটের ওপর ভারি ছোটজাত আমরা মা।
(প্রসাদ হস্তে গঙ্গেশ ও দীনতারিণী ইতিমধ্যে একবার চম্‌কে উঠেছিলেন)

লাবণ্য। দেখো—একেবারে আঁৎকে উঠলে যে চাঁড়াল শুনে ! উনি আবার সেটা লক্ষ্য করেও ফেল্লেন—মাগো কোথায় যাই !

দীনতারিণী ! তুই ভয়ানক মুখফোড়-আঁৎকে আবার উটলাম কখন ?

লাবণ্য। ঠিক আমরা সবাই সেটা দেখে ফেল্লাম যখন।

গঙ্গেশ। বাঃ ! একেবারে কন্দর্প !

লাবণ্য। কোথায় তুমি শ্রীমান কন্দর্পকে দেখলে যে একেবারে হুবহু মিলে গেছে বুঝলে ? এ গুলো সাহিত্যের আবর্জ্জনা—ঐগুলো পেটে পচে microbe হয়ে মনের কাঠামোটাতে এমন একটা বিষাক্ত idoocy নিয়ে আসে যে এ যুগে সবাই তাকে একটা misfit বলে ঠেলে রাখে।

দীনতারিণী। ও তুই যাই বল—এমন ছেলে আমাদের বামুনের ঘরে ক'টাবে? এ যেন গোবরে পদ্মফুল।

লালবিহারী। (খুব হাসিয়া) ঠিক ত মা।

লাবণ্য। নাও আরও ঘোবাল করে তুল্লে!

দীনতারিণী। ঘোরাল এখনও করিনি, এইবার করব। দেখ বাবা!—এ ত এখন। ঘরের ছেলে আমাদের। জানত ওর সব ভাগ্যের কথা—যাতে জীবনে একটু শান্তি পায়, তাই গুরুদেব এলেন ওকে দীক্ষা দিতে। ইংরাজী মিংরিজী ব'লে এমন নাজেহাল করল তাঁকে, যে,সে ব্রাহ্মণ একেবারে আগুন। মুখে আনতে নেই—কানে আঙ্গুল দিতে হয়—পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিয়ে গেলেন। মাগো ১০১৲ নগদ আর বেনারসী একখান দিয়ে শেষটা ক্ষান্ত করি।

গজেশ। তার পর বলো—সেটা ওর জিভটা একটু খাটো করতে বল্লাম—সত্যি কথা হলে আর ওর মুখে বাধবে না—এতটা কি ভাল? তাতে একটী পয়সাও নিলেন না। মন্ত্রপূত পাদোদক দিলেন খাবার জলে মিশিয়ে দিতে এক ফোঁটা কবে তাও ত হয়ে গেল ক'দিন!—ছাইও হয় নি।

নির্ম্মলেন্দু। সে কি! হেঁ মা!

লাবণ্য। ঠিকই হয়েচে—হোমিওপ্যাথিকএর মত কাজ করেচে—ঠিক সারবে কি না তাই প্রথম চোটে Aggravation হয়েচে—এই তক্কে একদিন সিবিল সার্জ্জেনের সঙ্গে মুলাকাত করে আসব।

দীনতারিণী। ঐ দেখ! ওরই কল্যাণে মার খাস ভাণ্ডারে এই দিয়ে আসচি ১০১৲ও বড় পুরুত ৫১৲।

লাবণ্য। সে ১০১৲ তাহলে এতক্ষণ Bank of Kailash এ fixed deposit হয়ে গেছে। আজ শিবধামে খুব আনন্দ! মনটেক বুনো সিদ্ধি এতক্ষণে ঘোঁটা হয়েগেল।

দীনতারিণী ! যাক্ ! খেতে কি দিলি ছেলেকে ! শুধুই বগর বগর !

লাবণ্য । কি দেব ? কন্দর্প ঠাকুরের এখনও স্নান অঙ্গরাগ কিছুই হোলো না—ওদিকে ভোগে হয়ত মাছি বসছে । যান না (মণ্ডলকে) আহ্নিক টাহ্নিক সেরে আগুন !

গঙ্গেশ । কমলার অভাব এখন খুব বুঝচি—ঐ মেডোটাকে বল set টা বার কোরে চেয়ার টেবিল দিয়ে দিক ছেলে খেতে বসুক—(দীনতারিণীকে) তুমি প্রাণ ভরে প্রসাদ দেবে ।

(লালবিহারীর bath room এ গমন)

চেঁচামেচি করিসনে—খোকাব বন্ধু, আজই যাবে নাকি ?

লাবণ্য । ধব ৭ দিন অন্ততঃ, তবে খাবেন হোটেলে । তুমি আমাকে তার পা ধোয়া জল খাইযেচ ?

নির্ম্মলেন্দু । গোটাকতক penicillin নিযে নিস্ । বস্ ।

(লালবিহারীব নির্গমন পাঞ্জাবী গাযে)

লাবণ্য । চলুন—(অন্য ঘরে গমন)—(টেবিলে প্রসাদ ও চা)

লালাবিহারী । Banerjee, আমি কিন্তু তোমাদের এ প্রসাদ মাথায় ছোঁয়াব মাত্র । তাই সব তুলে নিয়ে এক কুঁচি রাখ—চাঁড়ালকে ছুঁইয়ে এতটা জিনিষ নষ্ট করবে কেন ? চা টুকু অবশ্য খাব । আমার সঙ্গে Cup ও আছে । ঢেলে দিতে হবে ।

দীনতারিণী । কেন বাবা ? প্রসাদে ত অভক্তি করতে নেই ।

লালাবিহারী । তা নয় মা—অভক্তি মোটেই নয়—ভয় । দেশে একবার আমারই কল্যাণে অনেক কাণ্ড আর ধূমধাম করে রক্ষাকালীর পূজো করা হইছিল শেষটা সেই প্রসাদ খেয়ে আমার একটা ভাই কলেরায় মারাই গেল—আমি কোনও ক্রমে রক্ষা পেলাম । সেই থেকে

নির্ম্মলেন্দু। এবার খেলে আর রক্ষা পেতে হবে না—কালীঘাট Ward এ খুব লেগেচে আজকাল।

দীনতারিণী। বকিস্‌নে—কোথাকার কোন পাড়াগেয়ে রক্ষেকালীতে আর এ ৫২ পীঠের এক পীঠ এ কালীতে অনেক তফাৎ। আবার হয়ত পূজোর কোন খুঁতই হয়েছিল! মনে মনে কেউ জাঁক করেছিল! মস্তর ভুল হয়েছিল!

নির্ম্মলেন্দু। যাক্ তুমি খেওনা ভাই—আমি খাব—আজই মা টাকাটা পেয়েচেন সগু সগু!

লাবণ্য। খাব আমিও—শত্রু ভাবে উদ্ধারটা চট্ করে হবে। একেবারে direct কৈলাশে যাচ্চি এবার।

গঙ্গেশ। না না ও কারও খেয়ে কাজ নেই—কমলাদের বাড়ী গাদা খানেক পাঠিয়ে দাও—আর তোমার রামটহলকে ডাক—

(মাইজী বলে সঙ্গে সঙ্গে রামটহলের প্রবেশ)

দীনতারিণী। খাবি নাকি রে রামটহল? প্রসাদ!

(অনেক প্রসাদ সামনে রেখে দেওয়া) কলেরা হচ্চে ব'ল—বুঝে খা।

রামটহলের গীত

মৌৎ সে ডরনেসে মৌৎ না ছোড়ে;
ঠিক দিন পর হাজির হোবেগা।
কালীমাইকে নাম লেবে যো
বৈকুণ্ঠমে উস্কো ঢোবে গা।

(আনন্দে প্রসাদ নিয়ে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলাদের খোলার বাড়ী।

(বেলা প্রায় ২টা—বালিশ সতরঞ্চ ঘাড়ে ও ঝাঁটা হাতে
৩।৪ জন উড়িয়া কুলীর প্রবেশ।

প্রথম। (কমলাকে দেখিয়া) এ দিদিমনি! কৌ ঘবে বর বরযাত্রী বসিবে? খরকিব আর টকিয়া রাখিব—সতরঞ্জি পারিবি।

কমলা। কি বলচিস্ তোরা?

২য়। আজ তোমার বাঘর। বহুতু লোক আসিবে, বর আসিব।

কমলা। আ মর, আমার বিয়ে কিরে ভূত? কার বাড়ী যেতে কার বাড়ী এসে মরিচিস রে?

৩য়। দিদিমনি ঠট্টা করছন্তি—লাজ পাউছন্তি। (খোঁড়াতে খোঁড়াতে কমলার মাতার প্রবেশ)

মাতা। এই মরেচে! এখানে কার বিয়ে লেগেচে রে মুখপোড়া? ঐ বাড়ী। আয় চলে আয। (কমলাব মাতার সঙ্গে উড়িয়া কুলীদের প্রস্থান)

কমলা। এর মানে? (মাতার আগমন) খেতে দেবে কি না?

মাতা। বলিচি ত রাত হলে পূজো পাঠিয়ে তবে খেতে দেব। এখন যত পারিস খা না ছানা আর চিনি।

কমলা' ওরা যে বলছিল—দিদিমণি তোমার বিয়ে।

মাতা। তাই হোক। ওদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। যা পারিস নিয়ে খেগে যা।

(কমলা ঘরের সন্মুখে একটা মোড়ায় বসেছিল—হটাৎ প্রবীনা বলিষ্ঠা সরকার গিন্নী কয়েকটী সধবা স্ত্রীলোক ও তাঁর নাতিনীর সঙ্গে প্রবেশ, সকলের পিছনে কমলার মাতা।)

সবকার গিন্নি। এই যে আসামী হাজির।

কমলা। (উঠে দাঁড়িয়ে) হঠাৎ দলবেঁধে এমন অসময়ে যে মাসীমা?

সরকার গিন্নি। (আচলের আড়ালে হলুদের বাটি) একেবারে আকাশ থেকে পড়লি যে লো। আজ যে খুকুমণির বে। আমরা পাঁচ এয়োয় গায়ে হলুদ দিতে এইচি। বুঝলে? নে তোরা শাঁখ বাজা, উলুদে।

(শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

কমলা। তাই নাকি? বে ত করব না। জীবন থাকতে নয়। কে এ বেব জোগাড় করেচে? কি মা? আমি যে হাজার বার বলিচি—করব না আমি বে।

মাতা। বলে থাকিস বলিচিস্। তাতে হয়েচে কি? রাজার মত বর ঘর—তোর ভাগ্যি ভাল বুঝলি? তোরা এত গুলো লোক—পারবিনে? ধরনা ওরে চেপে।

কমলা। কোন লাভ হবে না বলচি। যদি অজ্ঞান করেও বে দাও—ফাঁক পেলেই জীবন শেষ করে ফেলব।

সরকার গিন্নি। ধব ত চেপে—পারি কি না একবার দেখি—বাজা শাঁখ দে উলু।

(ধস্তাধস্তির ফলে সরকার গিন্নি মেজের ওপর পড়ে গেলেন—হাটুতে লাগল খোঁড়াতে লাগলেন)

(কমলাব দিকে মুখ বিকৃত করে)

"বোষ্টম টৌম টৌম টৌম টৌম
ঝুলার মধ্যে মাংস রেখে পাঁটা খাবার যম।"

(কাঁদতে কাঁদতে কমলা একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে দরজা বন্ধ করে দিল—ধস্তাধস্তিতে তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিইছিল)

এ মেয়ের আবার চং করে বে দিতে যাওয়া কেন ? সে কাজ হয়ে গেছে। যাও এয়োরা তোমরা বাড়ী যাও। ঝকমারি কাণ্ড। (এয়োদের প্রস্থান) উঃ! একটু বসি। (বসে হাঁটু দেখা—কমলার মা Iodine নিয়ে এলেন)

(সরকার গিন্নির নাতনী কমলার ঘরের জানালা ফাঁক করে)

নাতনী। ও কমলী মাসি!

"যাও যাও ফিরে যাও তোমার মন বাঁধা যেখানে
পরের প্রাণ তুমি কেন এলে এখানে ?"

ও মাসি আর শুনবে ? যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী
কাঁদে রাধা বিনেদিনী কাঁদে রে শ্যামসোহাগিনী।"

সরকার গিন্নি। বুড়ো দাদুর আর কাজ নেই—ঐ সব নাতনীকে শিখান হচ্চে। চল সই বাড়ী চল। পেঁপুল বেশ ডেঁসে উঠেচে তোমার। চল্লাম—শোন পালিত গিন্নি! আজ রাত তোমাদের ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি। খুব সাবধান। দরকার হলে ডেকো। গায়ে হলুদ ওই হয়েচে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(কমলার অন্ধ পিতা একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছেন)

(কমলার মাতার প্রবেশ)

মাতা। শুনেচ, তোমার মেয়ে বে করবে না—জোর করে বে দিলে ফাঁক পেলেই জীবন শেষ করবে। গায়ে হলুদের বাটী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েচে। সরকার গিন্নি হিমসিম খেয়ে গেলেন, শেষটা এমন একটা আপসান দিল তাঁকে উঃ! হাঁটুটায় যা লেগেচে।

পিতা। আহাহা! পরের উপকার করতে এসে এই শাস্তি! সে বেটি করচে কি?

মাতা। কোনের ঘরে স্যাঁতার ওপর অন্ধকারে মুখ গুজে পড়ে—পন্নে একটা চিকুটি—আর চুলগুলো ছত্রাকার হয়ে রয়েচে যেন মন হুচ্চার কাঁচা কয়লার গুড়ো দিয়ে তার মাথা ঘাড় পীঠ ঢেকে রেখে গেছে। এখন উপায়!

পিতা। (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) উপায় বলব আমি! মা নও তুমি তার? নালিশ করতে এসেচে অন্ধ বাপের কাছে মা। যাও বুকে করে নিয়ে এসো। চুল বেঁধে দাও শীঘ্র। তার পর লাবণ্যমার সেই বেনারসীটা—

মাতা। বল্লে কি তুমি ভীমরতি, বাবা হয়ে ওর। ঐ সর্ব্বনেশে অলক্ষীর শাড়ীর নাম করলে তুমি?

পিতা। বেশ করিচি লক্ষ্মী ফক্কী নেই। তোদের ঐ অলক্ষ্মীই আমার লক্ষ্মী! তবু যদি অকল্যাণের ভয় থাকে, বেশ আমিই আবার আশীর্ব্বাদ করচি—ও মেয়ে আমার রাজরাণী হবে—সাবিত্রী কন্যা আমার ও, আমি পিতা ওর অন্ধ রাজা বিশ্বপতি!

মাতা। বটে, এই যে ইনি এসেচেন—বাবা বাঁচলাম।

পিতা। ইনি কেবে মাগি! ইনি? আমি যে অন্ধ!

কাজল। আমি বাবা!

পিতা। ওঃ কাজললতা! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলি নাকি হে মা? কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কাজল। সে যেখানেই থাকি—শুনুন আজ কাজের বাড়ীতে কাজল কাজল করে চেঁচাবেন না। কালো হতে পারি আমি কিন্তু আমার চেয়ে তিনপোঁচ সরেশ, আমারই বান্ধবী, তার নাম—চাঁপা।

পিতা। আচ্ছা, আচ্ছা মা, গৌরী! কালো কি ধলো আমার ত

কিছুই জানা নেই—শোন মা তোমার ছাত্রী .বে করবে না বলে·বেঁকে বসেচে! কাজল! চাঁপা!

কাজল। ও মা কি হবে! তারা যে এল বলে! ৫টী হাজার টাকার গয়না তৈরী। এক গাদা খাবার দাবার চৌষটি রকমের, তারা আনচে সঙ্গে সব হয়ত রাস্তায়! এমন ঘর বর অপছন্দ! এখন—এই শিরে সংক্রান্তি করে?

পিতা। বেশ বর আসুক। এ আর মাগীর পাল নয়। মরদ! দরজা ভেঙ্গে ওকে বার কদ্দে Chlorofoım করে দে ৭ পাক খাইয়ে। শোন—ও কাজল, চাঁপা—যাও ওঁদের বাড়ী—বলগে দাঁড়িয়ে থেকে বে দিয়ে যান। এ নেমক হারাম গলায় বস্ত্র দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। যা মা কাজল একবার!

কাজল। যাই তবে—কি বিভ্রাট রে বাবা! আপনি গৌরী কথাটি মনে করে রাখবেন। (প্রস্থান)

পিতা। কমল, কমল, মা আমার!

(কমলার দ্রুত আগমন ও বাপের গায়ে হাত)

কমলা। এই যে আমি বাবা। আমি আইবুড়ো থেকে মাষ্টারি করে সংসার চালাব, তুমি ভেবনা বাবা। সকল গাছে ফল হয় না, সকল মেঘে জল হয় না। তাতে কি, মুখ তোমার হাসবেনা- -তোমার রক্তে জন্ম যে আমার! তাদের লুকিয়ে বা তাদের বলেও এ নেমক হারামি কোবোনা বাবা, অজ্ঞান করে বে দিলে জ্ঞান হতেই এ জীবন শেষ করে ফেলব নিশ্চই!

মাতা। নচ্ছার বেটি!

পিতা। চোপ্। তালে একবার নিক্তিতে চড়িয়ে দেখি। (ঐ ভাবে বাম হাত উঁচুকরে ধরা) একদিকে চাকরি করবে—তারপর অভিভাবক আমরা মলে—উত্তাল তরঙ্গময় নরপশু সমুদ্র মধ্যে জীর্ণ তরী। বাপ! নিক্তির ওদিকে কি চমৎকার! সম্পদ বাড়ী গাড়ী মর্য্যাদা আধা বয়সী বর উদার

উচ্চশিক্ষিত ।"এই ধারটা ঝুলে পড়ল। তবু এই দৃঢ়তা! দাড়াও টাল খাচ্চে ঝুঁকচে ঝুঁকচে পরম বুদ্ধিমতী মেয়ের এ দৃঢ়তা—গূঢ় কারণ বিদ্যমান! যাঃ "না" র দিকেই জগদ্দল!

কমলা। ঠিক তাই বাবা! (কমলার সেই ঘরে আবার গমন ও সেই মত শয়ন)

মাতা। ওরে কে আছিস্ তোরা এই ভীমরতিকে অজ্ঞান করে ফেলে রাস্তায় রেখে আয়।

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। আমি গৌরী এসেচি বাবা!

পিতা। গৌরী! কে বলদিকি? কে গৌরী রে?

কাজল! পড়াতাম কমলাকে আমি।

পিতা। ওঃ! ওঁরা কি বল্লেন মা কাজল? 'কাজল! (কাজল ক্রোধে চুপ করে আছে) চলে গেলে নাকি? ও কাজল! কাজল লতা, মা গেলি কোথায়? কি বল্লেন ওঁরা বল।

কাজল। দস্তুর মত বিপদে পড়বেন আপনি বলে রাখচি আমার নাম খ্যাস্তা করে গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচালে। ওরা ভাই বোনে এখনই আসচেন টাকা কড়ি নিয়ে—বলে দিলেন।

পিতা। টাকা সে কি? না না টাকা আর না।

কাজল। চুপ্ চুপ্ বর বরযাত্র এসে পড়ল যে? বসবার জায়গা? দে উলু বাজা শাঁখ! লোকই নেই।

মাতা। ঐ দিকের দুটো ঘরে বসবার জায়গা। (বর ও বরকর্ত্তা ও বরযাত্রের প্রবেশ)

বর। (শাঁখ হাতে কাজলকে উলু দিতে দেখে) কি রকম dual capacity দেখচি। কখন শঙ্খ কখন উলুধ্বনি।

পিতা। কাজল ? ও মা কাজল লতা ? এলেন নাকি ওঁরা। উলুর গুতোয় কিছু শুনতে পাচ্চিনে যে। কাজল লতা !

কাজল। হাঁ এসেচেন—বরকর্ত্তা আর ১৫।১৬ জন বরযাত্র। কিন্তু কি হয়েচে আপনার ? গৌরী গেল কোথা ?

পিতা। তা ত জানিনে। ওঃ! ভীমরতিই বটে—গৌরী। আর সে চাঁপা! তালে ওঁরা এলনা! কেন আসবে? নেমকহারামের মুখ দেখব কেন ? তাহলে ত নিরুপায়। ও মশায়! বরকর্ত্তা মশায়! ও বর বাবাজি! এদিকে একবার আসবেন ?

মাতা। কাজল! দে ওর মুখে ন্যাকড়া গুঁজে—চল ধরা ধরি করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসি।

পিতা। আয়না কে ফেলবি তোরা! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গচি!

কাজল। না না, বল্লেই হবে—বহুদিন থেকেই মাথা খারাপ।

পিতা। মাথা খারাপ আমার! এ জিভ কেটে ফেলব, উপড়ে ফেলব আর যদি স্নেহের বশেও একটা অসত্য উচ্চারণ করে। (বর বর-কর্ত্তা ও ২।১ জন যুবকের প্রবেশ)

মাতা। আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধর মা কাজল।

পিতা। কাজল নয় ও চাঁপা, না না গৌরী।

(কাজল রাগে ফুলতে লাগল)

বরকর্ত্তা। কি বলতে চান আপনি ? চলুন ত—এখানে হবেনা দেখচি ঐ দিকে চলুন।

বর। ইনি অন্ধ! ধরত ভাই ওঁর হাতখানা।

পিতা। তাই—তাই যাই। ধরুন হাত আমার।

মাতা। পাগল পাগল বদ্ধ পাগল ও! সর্ব্বনাশ হল! কেউ নেই আমার আর। (বসেপড়া)

বর। হোন পাগল। (২।৩ জনের সঙ্গে সভায় গমন)

চতুর্থ দৃশ্য

সভা মধ্যস্থলে কমলার অন্ধ পিতা।

(বর, বরযাত্র ও বরকর্ত্তা, পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি)

বরকর্ত্তা। বলুন ঠাণ্ডা হয়ে, কি বলতে চান।

পিতা। ঠাণ্ডা একবারেই হব। মশায়—বে করবে না আমার মেয়ে মশায় হলদ গায়ে ছোযাতে দেয়নি! মুখ গুঁজে পড়ে আছে ঐ ঘরে সঁ্যাতার ওপর। বে দিলে জোর করে, সে মরবে বলচে।

বরকর্ত্তা। একখানি চিজ্! ওস্তাদ লোক! বে করবে না মেয়ে? —ধাগী মেয়ে বলেনি কেন গোড়ায় সে কথা—আপনি কেন এ কাজে নেমে ছিলেন? সাধু!

পিতা। আমরা চক্রান্ত করে ওকে জানতে দিইনি মশায়! কাজলের কাকা সেজে বরবাবাজী ওকে দেখতে এসেছিলেন মশায়।

বরকর্ত্তা। কাজলটা কে?

পিতা। ঐ গৌরী না চাঁপা—ওকে পড়াত। ৩০৲ টাকা মাইনে মাসে।

বরকর্ত্তা। নিজে পান না খেতে! ৩০৲ টাকা দিয়ে মাষ্টার?

(মাতার প্রবেশ)

মাতা। এই যে ও বাড়ীর ওঁরা এসেচেন। বুঝলে? (স্বামীর গায়ে হাত দিয়া)

পিতা। এসেচ তোমরা! আশ্রিত বৎসল! দয়া হয়েচে—এত বড় নেমকহারাম আর দেখেচ কোথায়? যাক্ অসহায়তার চাপে ভেতরের অন্ধকার-নীরেট হয়ে উঠেছিল—তরল হয়ে আসচে এবার! ওঁরা ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণ।

বরকর্ত্তা। তার পর বল্লুম না।

লাবণ্য। আমি বলচি। অমোদের মত আছে—পিতা মাতার মত আছে। এখন পাত্রীর মত—

বরকর্ত্তা। পাত্রী আবার কে? পীঠ মড়া করে বেঁধে ৭টা পাক খাইরে খাঁচার ভিতর পুরি আগে। তার পর দেখে নেব—অনেক বেটিই suicide করে অমন।

দুইতিন জন যুবক বরযাত্র। এই মামা! ভদ্রতার সীমা পেরিয়েচেন আপনি। খসে পড়তে পারেন। বরেয় খাতির পর্য্যন্ত করব না। পাত্রী ভগ্নি আমাদের। তিনি নিজে এসে বলবেন—সম্মত্তি আছে কি না। পীঠ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে এসে বে দিতে হবে?

বর। অন্যায় কথা। মত থাকে ভাল, না থাকে নেই—কারণটা বলে—

যুবকগণ। না•শশাঙ্ক বাবু। That would be very unfair, ভগ্নিব অপমান সেটা। Ask no question and have no lies.

বর। তবে তাই!

বরকর্ত্তা। তাই! তাই তাই তাই—মামার বাড়ী যাই। মামা দেবে কলাপোড়া কপকপিয়ে খাই। ১৩ বছরে attorney বাড়ী ঢুকে এই ৭৭ বছর চলচে। এতে কি করতে হয় দস্তুর মত জানা আছে। চিরদিনের মুখ চোরা গবেট ওটা। কি রকম তাকাচ্চে দেখনা! দিদির পেটের মামদো ভূত!

বরযাত্রগণ। বেরুন আপনি—বেরুন—নয়ত গায়ে হাত দিতে হবে!

বরকর্ত্তা। Rightly served very rightly served পরী দেখে বড় যে মেতিছিলি। যাচ্চি—খবরের কাগজে— (দ্রুত প্রস্থান)

বর। আচ্ছা নিয়ে আস্থন পাত্রীকে কে আনবেন!

লাবণ্য। আমি যাচ্চি। সে আমাব বড় বাধ্য। (লাবণ্যর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(কমলার ঘরের সম্মুখ)

লাবণ্য। এই কমলি! মরণ আর কি! ওঠ বলচি। দরজা খোল!

কমলা। তা খুলচি। কিন্তু আজ আর কমলি কারও খাতির রাখবে না—দিদিরও নয় দিদির দাদারও নয়। (দরজা খোলা)

লাবণ্য। ইস্ দেখিস্। নে কাপড় ছেড়ে আয় সভায় যেতে হবে। সকলের সামনে বলতে হবে এ বিয়েয় তোর সম্মতি আছে কিনা।

কমলা। আমাকেই বলতে হবে স্বয়ং? বেশ চল। কাপড় আবার কি ছাড়ব। আস্ত কাপড় ছেঁড়া ত নয়।

লাবণ্য। বিশ্রী ময়লা যে রে! ছাখ—পাত্র যা দেখলাম—অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত উদার; বুঝে কথা বলবি।

কমলা। The die is cast my dear! বুঝবার কিছু নেই।

লাবণ্য। কমলি! আয়ত! (মুখচুম্বন) ও মা! তোর গা পুড়ে যাচ্চে যে রে।

কমলা। বুকের ভেতরও কেমন করছে—আর বড্ড শীত লাগচে। গা কাঁপচে—পা টলচে। একটু ধরবে ত আমাকে? জয় হিন্দ! জয় হিন্দ! চল। জয় হিন্দ! আস্তে ধীরে ধীরে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সভা।

(লাবণ্যর মাহায্যে কমলার আগমন ও নমস্কার)

একজন যুবক। (যুক্তকরে) ভগিনি! কর্ত্তব্য বোধে বড় কষ্ট দিলাম। অপরাধ নেবেন না। এ বিবাহে সম্মতি আছে কিনা—হাঁ কি না এই মাত্র বলে চলে যান। কারণ দেখাতে হবেনা। ইনি কি অসুস্থ?

লাবণ্য। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্চে। বসবি ?

কমলা। না। (করজোড়ে) ধোরো ! দিদি ! এ বিয়ের কথা বাবা মা আমার কাছে গোপন রেখেছিলেন—জানতে পেলে বারণ করতাম। উঃ ! বড় শীত। অন্ধ পঙ্গু বাবা মা আমার ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনে।

বর। যদি সে ব্যবস্থা করা যায় এক সঙ্গে থাকার ?

যুবক। You know the psychology of human mind. শুধু বলুন হাঁ কি না—কৈফিয়ত চাই না।

লাবণ্য। চেয়ে দেখ—উনিই পাত্র (কমলা দেখল না)

কমলা। ঈশ্বর জানেন তবু পারিনে। ওঁর মহানুভবতায় আমি ওকে পিতৃস্থানীয় বলে মনে করি। তাই ওঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি আমি।

(কাঁপনি বাড়ল)

বর। (উঠে এসে) তবে কন্যারই মত তুমি আমার। পিতার মতই প্রার্থনা করি ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হোক কন্যা—সুখী হও তুমি। এই আদর্শ দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হোক ভারতের যুবক যুবতী—সঞ্চারিত হোক এই কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ভারতীয় জাতির প্রতিরক্ত বিন্দুতে ! নিয়ে যান ! নিয়ে যান ! শুইয়ে দিয়ে আপনি আসবেন ফিরে।

(লাবণ্য ও জোড় হস্তে প্রণাম করে— কমলার প্রস্থান)

যুবক একজন। Perhaps an episode of unconquerable. love !

(লাবণ্যের আগমন)

পিতা। ওরে অন্ধ ! এক নিমিষের জন্যও যদি দেখে নিতে পারতিস চারদিকটা তোর চোখ ফাটিয়ে ফেলে ! যাযা শুনচি তারা যে রূপ নিয়ে জটলা করচে আমার চার দিকে—দেখতে পারচ্ছিনে ! দেখতে পারচ্ছিনে !

লাবণ্য। পাবেন দেখতে সবই কাকাবাবু ! তবে এ দৃশ্য বড় বিরল !

বর। দেখুন—সব পাতা করে বসিয়ে দেওয়া যাক্। রাত হচ্চে।

পুরোহিত। আমি ত বসবনা! জলগ্রহণও করব না। তালে আর কেন? দুর্গা দুর্গতিহারিনী মা! কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম! বটে! ভোর বেলা সেই ম্যাথরটা এসে ডাকাডাকি করছিল।

লাবণ্য। কত টাকা দক্ষিণে আপনার?

পুরোহিত। ৮৲ টাকা।

লাবণ্য। এই নেন ২৫৲ টাকা। ম্যাথরের মুখ দেখে ওঠার এই ফল ভুলবেন না জীবনে।

পুরোহিত। তাই বটে! (প্রস্থান উদ্যত) না খেয়েই যাই। বেশী দেরিত নেই।

নাপিত। এখন এই পরামাণিকের ওপর একটু চক্ষুদান দিলে হত যে। ও ঠাকুরের মা ঠাকুরুণ ত বাঁজা। আমার যে একপাল ছেলে!

লাবণ্য। বেশ তুমি নাও এই ৫০৲ তোমার খরচ বেশী। আর খেয়ে যেও।

বর। আপনাকে কিন্তু বসতে হবে।

লাবণ্য। আমি যে ভাই বামুণের ঘরের বিধবা।

ঐ যুবক। আপনিই কি·লাবণ্য প্রভা?

লাবণ্য। তোমাকেও আমি দেখিছি কলেজে। তুমি একজন কৃতী ছাত্র। ভারতের যুবক! ভাই আমার! সকল কাজেই এমনি করে এই স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভাবে ন্যায় ও বিচারের পথে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চল ভাই। দুষ্ট আকর্ষণে অর্থহীন অথচ অকল্যাণকর গতানুগতিকতার মোহ যেন কারোও আড়ষ্ট করে না রাখে। স্বাধীন ভারতের আশার মুকুল! এক ঈশ্বর, এক জাতি একই দেশ এই Trinityকে সাম্য শান্তি শক্তি মৈত্রীর যুক্ত সিংহাসনে বসাও তোমরা। আর শশাঙ্কবাবু! এবিয়ের বর কনে শূন্য গাড়ী নিয়ে

ফিরবেনা। যার চোখ আছে সে বুঝবে বর চলেচেন আজ মহামহিমান্বিতা জয়শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে মুমূর্ষু জাতির মঙ্গলময় অমরত্বের পথে চূর্ণ করে তার বন্ধুবেশী চিরশত্রু স্বার্থসৃষ্ট অচলায়তন। জয়হিন্দ।

সকলে। (দাঁড়িয়ে) জয় হিন্দ্!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(লালবিহারীর জন্মভূমি নদীয়া জেলার গ্রাম্য-পথে নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য দুইখানি cycleএ চলেচেন। পাশে নদী—খেওয়া ঘাট—একটি গরু—ওপারেই লালবিহারীর গ্রাম—সভার প্রকাণ্ড সামিয়ানা এ পার হতেই দেখা যাচ্ছে। কয়েকটী বালক অঙ্গভঙ্গি করে গান গাচ্চে। নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য সেই সময় উপস্থিত হলেন—বেলা প্রায় ৪টে।

একটী বালক। ইঃ ঠ্যালা! দেখচিস্ যন্তর খানা (revolvor) কোমরে যা ঝোলচে সাইবির! ওর একে গুলিতি হাতি সাবড়ে দিতি পারে, জানিস?

২য় বালক। আর কপ্‌চাতি হবে না—চুপ্‌ মার দিকি। কনটোলের গানটান শোনবা? ও মেম সাহেব!

লাবণ্য। শুনব বৈকি ভাই।

ঐ বালক। দেখলি! খুসী করতি পাবি ত মোটা মারব—না পারিত পীবির দিব্যি কচু দিও। গারে গা—

গীত

আগ করেচে লতুন বউ মোর, মুখ করেচে হাঁড়ি।
ধুতি পো'রে শোবেনা বউ, ও চাই কস্তা পেড়ে সাড়ী॥
ও বউ, পাব কনে, ভাবনা মনে—ও তোর কন্‌টোলেরে ক'।
চোরা বাজার হাজার হাজার ত্থাশে পেইরে দিল দ॥
যে পইসাতে প্যাতাম হাতি, তায় ফড়িং জোটচে না।

যত ফ্যান খেগীর বেটা করল কোটা—সরকারের মুখে লেইক রা
তাও ছেলো কনটোল বাপের ঠাকুর—আজ কোথায গেলি বাপ ?
তোরে কবর দিতি খোড়লাম মাটী—তোল্‌লাম কেউটে সাপ্‌ ।
ও'বউ তোদের ঘবের মেসো ও যে, মোদের ঘরের পিসে !
সেই পিসে মশায় মারল পিষে, বাঁচব বল আর কিসে !
তা'লে কানতে কানতে হাস পরাণ, মোর বদন পানে চেয়ে
দ্যাশের মাথা খেয়ে দিল, যত গোদা অলপ্পেয়ে ॥

লাবণ্য। বটে !

একজন বালক। যা বটে তা রটে। লাগা রে লাগা।

গীত।

ও মোদের জন্মভূমি বঙ্গ !
তোমার হিসেব নিকেশ করতি গেলি
শিউরে উঠে অঙ্গ।

ফস্‌কে যদি ভাগ্যে কারও ওজ দুবেলা ভাত।
যত মাগুর ভায়ের মাথায় অমনি কড়াৎ বজ্রাঘাত ॥
হেথা জগা খুড়ো ক্ষ্যাপেন যদি লম্বা টিকি নেড়ে।
নাকি তাঁর শাঁপের ঘায়ে মরবে মানুষ ছাগল ভেড়া এঁড়ে !
জগার পিসি দাঁতে মিসি মাথায় বাঁধা ঝুটি।
কাণ ফুঁকিয়ে বেড়ান দেবী সুঁদরি কাঠের খুঁটি ॥
হেথা পথের ট্যাকে বসেন সাধু চোখ ঠিকরে যান।
বাগে পেলি ম্যায়ে মানুষ আস্ত গিলে খান ॥
মোরা সেই বাংলা দ্যাশের মানুষ।
নোড়া জোঁকা পীলে রে ভাই প্যাট করছি ফানুস ॥

মোবা মুকিব কথাই কেল্লা উডাই মাবি উজিব আজা।
বাজে কাজে খ্যালাই মাথা আসল কাজে গাঁজা॥
আশে পাশে খাচ্চে সবাই নওলা সাহেব মুড়ো।
মোবা খে'যে খেযিই কর্তি পাবি ভাই ব্যাটা আব খুড়ো॥
পবদেশীযা মোদেব খ্যাযে নাদুস্ নুদুস্।
ঘন ভুদিব মাচ্চে ফলাব হাপস হুপুস॥
—মোবা বাড়া আঙ্গুল চুষতি খাকি হুমনা তব হুঁস—
মোবা টাকা প্যাল ব্যাচতি পাবি খাস শউবিব বেটী
পাবি নিজিব পাযিব মাবতি বউল ব্যাচতি দ্যাশেব মাটি॥
মোব বক ফুইলে দাড়াই [illegible] চাইনে তলাব দিকি
যেথা ঘবঘবিযে ওঠে পা ন,— ক্যাবল ভুবাত আছে বাকী।
মোদেব টিপ টিপ্ টিপ চলচে পদাম এক দমকায় ফস॥

নির্ম্মলেন্দু। Really most encouraging

লাবণ্য। Much of the spade work has already been done ঠেঁবে, এসব গান বাঁধে কেনে?

একজন। ক্যানো—মোবা' বাঁধতি জানিনে?—

মোবা প্যাপুল পাকা ছেলে—
মুকিব মদ্দি জমেবে দই তেঁতুল তলায় গেলে

অন্যবালক। সাউকুডি মাত্তি হবে না। না ম্যাম সাহেব, হাদে ঐ ফতেপুব মোষখালিব পবয হালদাবকে চেন? কংগ্রেস কবে বেড়াত? পুলিসির গুলি খেয়ে সেবার—সে এখন ঠ্যাং ভাঙ্গা বুড়ো। ব'সে ব'সে চবকা ঘুবোয—শুয়ে শুয়ে গান বাঁধে আর কাঁদে। আব আত থাকতি বাস্তায় আস্তায় ভজন গেয়ে বেড়ায়। সে ভজন গাইতি হলি যে যেখানে আছে সবাই কি গাইতি হবে। সে কিবে দিয়ে দিয়েচে হালদাব।

অন্যবালক। সে পারব না—ম্যাম সাহেব। আজা আমমোহন না কি বলে। জাত শোনবা তার? চাঁড়াল। এ·যা দেখচ সায়েব এদিকির গাঁ গুলো সব ছোট্ট লোকের গাঁ—জল চলে না। ভদ্দরও আছে ঐ সব গাঁঙের কোলে কোলে!

লাবণ্য। আচ্ছা তোমাদেব ঐ পরেশ হালদারের দেখা পাওয়া যায় না?

একজন বালক। আজই দেখতি পাবা। ঐ গাং পাবে দেখচ ঐ পেল্লায় সামিয়া টেইঙ্গেচে—ঐখানে হবে সবা। সে বুড়ো খোঁড়া মরতি মরতিও আসবে।

নির্ম্মলেন্দু। তোরা সব কি জাত?

একজন বালক। মোবা পাঁচ ফলির সাজি। ঐ শালা চাঁড়াল—আব ঐ সুনুন্দি জেলে—আব সব কামার, কুমোব, নাপিত, গয়লা ময়লা কিনা হাফ ছোট নোক।

অন্য বালক। কিনা হাফ ভদ্দর নোক। কথা দিয়ে ভুইলে রাখচ নাকি?

লাবণ্য। না না এই নাও ২৲।

একজন বালক। (রোদে নোট পরীক্ষা করে) লে ৮ জনে ৵০ করে ১৸০, থাকল ৷৹ ৮ কাপ চা—হল ।৵০ আর ৵০ র পান বিড়ি।

লাবণ্য। ছি ভাই চাও ভাল নয়—আর বিড়ি কি খেতে আছে? ওতে পেট ভরে না ভাই—শরীরও খারাপ হয়।

একজন বালক। নাখ কথার এক কথা, যা কয়েচ! কিন্তু আজ আব এক বাণ্ডিলিব কম সানাবে না। সবা টবা ভাঙ্গতি সেই ল'টা!

(দুটি আঙ্গুল ঠোটের উপর রেখে বিড়ি টানার ভঙ্গিতে সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভাস্থল।

(নমস্কার পূর্ব্বক নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য সভামধ্যে সভাপতির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাছে বসলেন সকলের মধ্যে)

(পরেশ হালদার বয়স প্রায় ৭০—খোঁড়া লম্বা, পাকা চুল গোঁফ দাড়ি)

পরেশ। (উঠলেন-ঘন করতালি।) থাক্ থাক্ ভাই! মোষখালির বুড়োটাকে তাহলে ভোলনি তোমরা! পুলিসের লাঠি হরদম হজম করে শেষটা গুলিতে ঠ্যাংই হারাল কিন্তু মল না পরেশ তোমাদের। কেন জান? ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্টের অভূতপূর্ব্ব মিষ্টি হাওয়া এই ভাঙ্গা বুকের মধ্যে প্রাণ ভ'রে টেনে নেবে বলে, আর দেখবে বলে হাজার হাজার বছরের পুরোনো এই চোখ দুটো মেলে মায়ের আমার এই নতুন রূপ। অতীত দিনের বীর সঙ্গীরা, ভাইরে! সন্দেহের জ্বালা নিয়েই চলে গেল—এ দেখা হল না তাদের। নেতাজি ' নেতাজি! বড়ই রগ ঘেঁসে গিয়েচে তোমার—হায়! হায়! হায়! (ঘন করতালি) কিন্তু ইংরাজ ত গেল। এখন দেখচে যে দুনিয়া ঐ দাড়িয়ে, কতকগুলো আগুন-খেগো দেশ পাগলার বিড়ম্বনা, দেশদ্রোহী স্বার্থপর কুলাঙ্গারদের হাতে, এই জগতজোড়া গুতোগুতির দিনে, যখন রাতারাতি গড়ে তুলতে হবে একটা দুর্দ্ধর্ষ জাত আমাদের নীরেট নীরেট, জাতের মত জাত, যাতে, ছুঁতো নাতায়, থাবা মেরে কেড়ে নিয়ে না চড়াতে পারে এ লাড্ডুর মালসা ভোগ ঐ ভণ্ড ভক্ত বাবাজীর দল। ইচ্ছে হয় একবার কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে দুর করে ফেলি এ জঞ্জাল! গড়ে তুলি আসমুদ্র হিমাচল—না না পারব না—

অনেকে। পারবে তুমি হালদার—পারবে।

পরেশ পারব না—সে নীরেট জাত গড়বার ভিত, সে নীরেট

সমাজ কৈ ? চাঁড়াল মাড়াল কায়েত বদ্দি কারও সাধ্য সেই সে সমাজ পাতিয়ে দেবার। যাদের কাজ তারা যদি তা না করে, মনে রেখো এই ১৩৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট আর অতীতের সে থানেশ্বর পলাশীর তফাত এক চুলও নয়—ফলেন পরিচীয়তে। তাই এই রকম একটা সভার গন্ধ পেয়ে খোঁড়াতে খোড়াতে এসেচে গোলাম তোমাদের, মাথা খুঁড়ে মরতে তাদেরই পায়ে, যদি এখনও দয়া করে তারা, এই সমাজের চাকাটা একবার ঘুরিয়ে দিত।

(বসলেন আবার উঠে)

আসল কথাই বলা হয়নি। বড় ব্যথার আমার এই দেশবাসী ভাই বোনেরা, আজকার এই সভায় সভাপতি করব কাকে বলে ভাবতে হত কত, কিন্তু ঐ দেখ ব্রাহ্মণ কুলতিলক মহাপণ্ডিত দার্শনিক শ্রীশ্রীঅদ্বৈতানন্দ স্বামীজী মহারাজ যাঁরা এই জেলারই শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি নিজেই আজ উপস্থিত।—অনাহুত, অপ্রত্যাশিত। (করজোড়ে) মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা—আপনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন।

একজন। আমি সমর্থন করি। (স্বামীজী মহারাজ সভাপতির আসনে বসলেন—জয়হিন্দ ধ্বনি)

সভাপতি। আমার অনুরোধ, কলিকাতা বাসিনী উচ্চ শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা মাতা তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ দ্বারা এই শতধা বিভক্ত সুতরাং দুর্ব্বল হিন্দু সমাজের সংহতি, শক্তি ও সমৃদ্ধির পথের নির্দ্দেশ দিবেন। (সভাপতির পাশেই যুক্ত করে লাবণ্যপ্রভা)

(বালক বালিকাগণের অভ্যর্থনা গান—পরেশ হালদারের সাহায্যে)

এসো কল্যাণি! তমোনাশিনি! চাই আলোক ধারা।
দলিত শত লাঞ্ছিত যত ডাকে সন্ধ্যা হারা।
যাতনা কাল অতীত নেমেচে সেই যে আঁধার রাত্রি,
আছে ... কল্যাণদায়িনী চলেছে অন্ধ যাত্রী

অমৃত ভ্রমে পেয়েছি গরল—অসাড় অঙ্গ সার।
লাখে লাখে ভাই করেছি বিদায় আপনে দিহান কোল,
তাই উঠেছে গরজি দক্ষিণে বামে মৃত্যুর শত রোল,
রাখ গো সৃষ্টি, দাও গো দৃষ্টি—মন-প্রাণের ভার।

লাবণ্য। বড় ব্যথায় অধীর হয়ে এসেছি ছুটে মা, তোদেরই মধ্যে ভাই, শুধু বলো—বোবা মানুষ হ।

সভাপতি। স্বামীজি মহাশয় সমবেত—দ না ভু নিবে।

(মহাত্মা ও নেতাজীর আলোক চিত্র)

আসুন একবার আমরা প্রাণভরে ঐ ছবি দুটির পানে চেয়ে, চোখ বুজে থাকি কিছুক্ষণ—মন নির্মল আর নির্ভয় হবে। (সকলে তাই করলেন)

আচ্ছা, দেখুন, আজ ভারত আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। [illegible] রাষ্ট্র। ভারত সমাজ আর এ রাষ্ট্রের চোদ্দ আনাই হিন্দু তার [illegible] হিন্দু সমাজ। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজে আমাদের ... একটা বিশাল রাষ্ট্র ধারণের আর রক্ষা করবার যোগ্যতা আছে কি, এই নিত্য সংঘর্ষের দিনে?

এই সময় বলে রাখি—যা স্বতঃসিদ্ধ সত্য তা নিয়ে আশা করি কেউ বিতণ্ডা তুলবেন না। আবার আমার মীমাংসাও কেউ অবিচারিত চিত্তে গ্রহণ করিবেন না। অন্ধ বিশ্বাস আর চিন্তাহীনতার বিরুদ্ধেই আমার মর্মান্তিক অভিযোগ। আমার পূর্ণ অভিভাষণ ছাপিয়ে এনেছি—পরে পড়বেন। (অনেক গুলি পুস্তিকা সভাপতির টেবিলে রাখা)

জনৈক প্রবীন ব্রাহ্মণ। এই বক্তৃতার মধ্যেই স্থলবিশেষে আমরা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি চাই।

সভাপতি। তা অবশ্যই পাবেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

ঐ প্রবীন ব্রাহ্মণ। আচ্ছা ক্ষমতা নেই, এ কেমন কথা?

লাবণ্য। ঐক্যই ক্ষমতা। বিশাল রাষ্ট্রের আবশ্যক মত, অবস্থা

নিরপেক্ষ, সহজ ও স্থায়ী ঐক্য-শক্তি হিন্দু সমাজে কখনও ছিল না, এখনও নেই এবং হওয়া অসম্ভব।

জনৈক ব্যক্তি। এর উত্তর দেব আমি—একজন শূদ্র কায়স্থ ; এতে আপনি (প্রবীন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া) কথা কবেন না। এই ঐক্যের নিঘ্‌ঘাত প্রমান এই সব রাজনৈতিক আর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় পাওয়া যায়নি ? হেঁ !

ঐ ব্রাহ্মণ। বা ভায়া—মখ্‌খম ঘা দিয়েচ।

লাবণ্য। প্রবল বন্যায়, ভাসচে এমন একটি কাঠের গুঁড়ির ওপর, সাপ বাঘ মানুষ হরিণ আর ভাল্লুকের থাকাটা ঐক্য নয়। দরকারের সময়টা কাটলেই তারা যে অবস্থায় ফিরে আসে সেটা অনৈক্য—আর দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই অনৈক্যই দেশের স্বাধীনতার দুষমন।

অনেকে। বলিহারি জবাব। বা-বা-বা- !

লাবণ্য ! এখন বলুন ত যে ঐক্য জাতীয় শক্তির প্রাণ, সভ্য অসভ্য সকল জাতি ও দেশের মধ্যে সহজ অবস্থায় যেটা প্রচুর, হিন্দুরই অস্থি মজ্জায় তার লেশমাত্র নেই, কেন ? সমগ্র ভারতের অতীত পরাধীনতার ইতিহাসই ত তার সাক্ষী।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। অবস্থাগত পার্থক্যে ঐক্যসম্ভব হয় না।

লাবণ্য। কি কথা বলচেন ? পার্থক্য প্রাকৃতিক আর অর্জ্জিত। এই দুই রকমেরই হুড়োহুড়ি জগতের সর্ব্বত্র। তবুও কোথায়ও জাতীয় ঐক্যের অভাব নেই। সুশ্রী-কুশ্রী, দুর্ব্বল-বলবান, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সৎ-অসৎ, জগতের নেই কোথায় ?

অনেকে। জবাব দাও না মশায়।

লাবণ্য। এর জবাব জগতের কোন সমাজেই হিন্দু সমাজের মত

অবিচারের বহ্নিদাহ নেই। রূপে, গুণে, শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায়, চরিত্রে অর্থে শ্রেষ্ঠ হলেও—তাকে, ঐ সব দিক থেকে অতি হেয় নিকৃষ্ট যে, তার জুতোর তলায় বেঁধে রাখার কায়েমী ব্যবস্থা জগতের কুত্রাপি নেই যা আছে আমাদের এই হিন্দুসমাজে।

অনেকে। জয় তমোনাশিনী মাতাজী জি কি জয়!

ঐ প্রবীণ কায়স্থ। সভাপতি মশায়! বন্ধ করে দেন সভা। হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার অসহ্য। আচ্ছা বলি ও মাতাজী তমোনাশিনি! হিন্দুর জন্মান্তর বাদটা—ছোট জাতের সুকর্ম্ম দ্বারা বড় হবার পথ কি খোলা রাখেনি?

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। হাজার হোক কায়েত বাচ্চা ত! ওঃ বলিহারী চাপান!

লাবণ্য। আচ্ছা ভাই! ইংরেজ যদি বলত তোরা এ জন্মে আমাদের গোলাম হয়ে জন্মেছিস গোলামই থাকবি—ভাল কাজ কর; মরে বড় হোস্। তা'লে আমরা শুনতাম? সনাতন জাতি ভেদ এ জিনিষ ত নয়। গুণ ও কর্ম্ম ভেদে মানুষ মোটামোটি এই চারিটী শ্রেণীর যে কোন একটার আসামী হতে বাধ্য। তবে চঞ্চল মন নিয়ে সেই গুণ কর্ম্মের ভিত্তিতেই কোন একটার মধ্যে সামান্য ক্ষণও কেউ থাকতে পারে না। এ ভাগ শুধু হিন্দুর জন্য নয়—মানুষ মাত্রেই এই নিয়মের অধীন। ভগবানই ত তা বলেচেন! এ একটা মানুষের চরিত্রগত সত্য মাত্র। আর কিছুই নয়।

কায়স্থ ভদ্রলোক। এর একটা economic value নেই? এই বৃত্তি বিভাগের?

লাবণ্য। থাকলেও তা একছটাক কিন্তু disruptive আর destructive effect ১০ মণ। শিল্প জগতের মুকুটমণি পাশ্চাত্য সমাজে

এই জবরদস্ত বৃত্তি বিভাগের অভাবে ক্ষতিটা কি হয়েচে বলুন? আবার ধরুন এই কাশ্মীরের চিরদিনের শাল শিল্পীরা এক ঢালা মুসলমান ভিন্ন কোন খাস কামবার ঢুকে পড়েচে কি? ঐ দার্শনিক তত্ত্ব কথাটী আমাদের এই হতভাগ্য দেশে না বল্লেই ভাল করতেন কঞ্জী মহারাজ।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। বটে, ভগবানকে নিয়েও উপহাস।

অনেকে। ঠিক ঠিক—ঐ কথাটা বলবেন না।

লাবণ্য। শেষ পর্য্যন্ত শোন আমার কথা ভাই। আমি ও হিন্দুর মেয়ে। তিনিই যে বলেচেন অর্জ্জনকে—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাশং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥"

অর্থাৎ আমরা সবাই জন্ম-মৃত্যু পথের পথিক। তবে তিনি অদ্বৈত তত্ত্বস্থ ব্রহ্মরূপে তাবই মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ ক্রিয়ার কথা বলচেন মাত্র।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। স্বয়ং ভগবান যিনি লীলাময় তিনিই হলেন যদি হুবহু মানুষ তাহলে দেবদেবীগুলো ত এই পরম হিন্দু কন্যার মতে একেবারেই অশ্বডিম্ব।

লাবণ্য। লীলার কথা তুলবেন না—ওটী বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভগবানের জাত মারা হবে বা অস্তিত্বই থাকবে না। আচ্ছা দেবদেবী গুলোকে আপনিই ত অশ্বডিম্ব বলে ফেল্লেন। ঠিকইবলেচেন কিন্তু। ওগুলি ঐ রকমই অবাস্তব, কল্পিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" তাহলেই বুঝুন। গোড়ার কথা আপনারাই ভুলে যান, মনে থাকে না। আমাদের জাতটাই যে বড্ড কল্পনা বিলাসী। আবার এ রূপকের মূলে—সাধকের হিতের ত কথাই নেই ঐহিক স্বার্থের তাড়নাও কম ছিল না। সবই জানেন! দেখেচেন? ইতিমধ্যে গান্ধী কোলে ভারতমাতা বাজারে বেরিয়েচে, পারেন কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকাণ্ড ঐ রকম একটা

ছবি তাঁর বৈঠকখানায় টাঙ্গিয়ে রাখতে? কেন পারেন না? ও দুটোর কোনটাই ত অশ্রদ্ধার পাত্র নয়। আসলে ঐ রূপকেই আপত্তি। খুব প্রকাণ্ড একটা শিবকালী বা ওলাবিবি টাঙ্গাতে পারেন? বাপ বাপ ঠেকে কিনা? সত্য বলুন না বুকে হাত দিয়ে। হায়, হায় দুটী হাজার বছর ধরে এই রূপকের জঙ্গলে এই আমরা ন্যায় সাংখ্য বেদান্তের উত্তরাধিকারীগণ কত যে সময় শক্তি সাধনা ও অর্থের অপচয় করিচি তা ভাবতেও দুঃখ হয়। শুধু তাই। এই রূপ-কল্পনার প্রভাবে সাধকের কি ক্ষতি হয়েছে জানেন? প্রত্যেক সাধকই ব্রহ্ম পথ ভ্রষ্ট হয়েচেন কেবল বোধ হয় রূপকের ঐ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেও কাঁচা মাথা নিয়ে একজনই বেরিয়ে আসতে পেরেচেন। তিনি পরমহংসদেব। কল্পনাটাই বাস্তবের—সেই ব্রহ্মের—বাবা হয়ে দাঁড়িয়েচে।

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। ভাঙ্গবে সভা ভাঙ্গ। বক্তাবক্তি হয় হোক।

একজন। কেন গো দাঠাকুর! মা ঠাকরুণ ছোট জাতের চে... [illegible] দিচ্চেন, তা সহ্য হচ্চে না?

অন্য একজন। ব্যাটা নাপতে বলে কি। দে না ব্যাটার মাথা ভেঙ্গে।

নাপিত। হোঃ। এই নাপতে ব্যাটা রাত পোয়ালি কলমা পড়ালই তখন—"দেবে মিয়া সাহেবকে একখান কুরসি দেবে"—কি বল? বলি আমাদেরই ঘরের ব্যাদ না কি বলে পর্ডাতি গেলিই তার কাঁচা মাথা চিইবে খাবা—কৈ, মিয়ারা ত কোরাণ পড়তি মানা করে না!

জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক। আচ্ছা, আমাকে ত চেনেন আপনারা—তারাডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য বংশ। ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত তীর্থ উপাধি পেইচি। পিতা মাতা, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় স্বজনের চাপে এতদিন স্বাধীন চিন্তা লব্ধ জ্ঞানটুকু আমার দমবন্ধ হয়েই ছিল—নিজে

একটা কানা মাছির মতই ঘুরে বেড়াতাম। আজ একটু সাহস পেয়েই বলচি—মায়ের কণ্ঠ নিসৃত ঐ অমৃতধারা হিন্দু! তোমার মৃতসঞ্জীবনী, ধন্বন্তরী রস্—একবার প্রাণ ভরে জয়হিন্দ বলে আকণ্ঠ পান করে স্বপ্রতিষ্ঠ হও।

অনেকে। জয়হিন্দ! জয়হিন্দ! জয়হিন্দ। (বহুক্ষণ ব্যাপী করতালি)

প্রবীণ ব্রাহ্মণ। তোর কাল ঘনিযে এয়েচে বে গবা পাগলা। যা যা কলমা পড়গে যা, বেটা।

সভাপতি। বক্তব্য তোমার শেষ কর মা। আব না।

লাবণ্য। শেষই কবলাম আর একটা কথা—দেখুন এ সংসাবেব সমস্ত সম্পদ বিপদ মনে বাখতে হবে মনুষ্য মাত্রেরই সমান অংশে নিজস্ব সম্পদ বিপদ। বাজা, প্রজা, মালিক, মজুব সব সমান—সবাই মানুষ। তবে ভাল মন্দ জ্ঞানী অজ্ঞান সুশ্রী কুশ্রী কতকগুলো প্রাকৃতিক আব অর্জ্জিত প্রভেদ থাকবেই। সেগুলো উড়িয়ে দেওযা যায না। আলস্য, স্বার্থপরতা অপব্যয, অতি সঞ্চয এসব বাষ্ট্রদোহিতা। সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনেই সকল সমস্যাব সমাধান হয। অলমেতিবিস্তরেন। (উপবেশন)

(জয়হিন্দ ধ্বনি)

অনেকে। ভাবি মজা হয়েচে—জমিদার সা বাবুদেরও জড়িযেচে।

সভাপতি। কন্যা ত প্রথমেই বলেছিলেন—অবিচাবিত চিত্তে আমার মীমাংসা গ্রহণ কববেন না—আর স্বতঃসিদ্ধের ওপরও বিতণ্ডা তুলবেন না। তিনি ত বলেছিলেন—অন্ধ বিশ্বাস আব চিন্তা হীনতার বিরুদ্ধেই আমাব মর্ম্মান্তিক, অভিযোগ। অনেক কথাই বলবার ছিল—এই সভাপতিত্ব স্বীকার করেছিলাম কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত ভেবে একটা দুশ্চিন্তা আর ব্যথা নিয়েই চল্লাম। সব ছেড়ে ছুড়ে ভবঘুরে হইচি, কোনও

ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের ওপর কোন আকর্ষণই নেই তবু দেশটার ওপর বেশ আছে দেখচি—জয় স্বামীজি বিবেকানন্দ ! (উপবেশন)

পরেশ হালদার। হয়েচে কি ? এই ত কলির সন্ধ্যে এখন ভেঙ্গে না পড়ে—হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে না পড়ে ! বড় সাধের ঐ অশোকচক্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আমাদের উড়িয়ে ত বসলাম বিষম ভারি একটা গম্বুজের ওপর কিন্তু তলা যে ফাঁক। কোন কায়েমী গাঁথুনি নেই—আছে গোটা কতক সেরা সেরা পাকা খুঁটি। কড়ি বরগায় চোখা মাল জুটান বড় দায়। যাক্ এখন সুরু হবে superstructure এর কাজ সবার শেষে foundation ! সবই উলটো হয়ে প'ল। রামমোহন বিবেকানন্দ এও কোংর আমলেই যদি কবা থাকত এই ভিত্ ! হাঃ হাঃ হাঃ তাহলে সায়েবদের সঙ্গে এতখানি কামড়াকামড়িও চলত না আর এই Partition এর প-ও কেও শুনতে পেত না আজ। (যুক্ত করে উর্দ্ধমুখে) মহাত্মা'জী কি বলেন ? হায় রে ! একীভূত বিরাট শক্তি সম্পন্ন হিন্দু সমাজ সৃষ্টি ! হাঃ হাঃ হাঃ ! খবরদার গোঁড়া ভাই ! তাহলে সর্ব্বনাশ হবে তোর। সকলের আগে 1st person singular number ! তোতে মোতে এই যুদ্ধে, যদি ন্যায়ের খাতিরে তোর ওপর সবাই বিমুখ হয়, ঐ পাশের Camp থেকে—ঐ যে জাঁদরেল বাড়িয়ে দেবে হাত তোরই দিকে একটু ইসারা পেলেই। হাঃ হাঃ হাঃ ! হায় রে—strange bed-fellows in common disaster ! কি বল ? গোঁড়া ভাই রে আমার। তোর মত পণ্ডিত মূর্খ কোন দেশেই জন্মায়নি আজও ! যাক্। (লাবণ্যর প্রতি) বা রে মেয়ে ! নিতান্তই খোঁড়া না হলে এই বুড়ো ছেলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে নাচত আজ। যাতে এই চোখ খেগো দেশের ভাল হয়, বেপরোয়া ক'রে যাস্ মা। এ লোকসানের কারবার নয় ! চুটিয়ে ক'রিস যদি তাহলে ঐ উঁচু ওঃ ভারি উঁচু আমার নজর চলেনা ! ওই খানে বোধ হয় দঙ্গলে

মিশে যাবি—লিঙ্কন গান্ধী, কানাই, সুভাস আছে সবাই সেখানে—হায় হায় হায় রে।

গীত

জয় রাজা রামমোহন, রবীন্দ্র, স্বামীজি বিবেকানন্দ,
সত্যানন্দ জয়, সুভাস দুর্জ্জয়—অন্ধ ভারত-বন্দ।
বন্দ দীনহীন জগতবন্ধু গান্ধী আত্মানন্দ,
বন্দ মৃত্যুজিৎ অযুত শহীদ—অম্লান অরবিন্দ!

(মোটা খদ্দর কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ২।১ পা গিয়ে আবার ফিরে নমস্কার করে গাইতে গাইতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সার জে, জে, মুখার্জ্জির বাড়ী—কলিকাতা—সন্ধ্যা।

(গঙ্গেশ ও দীনতারিণী বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর বারান্দার দিকে যাচ্ছেন)

রেণুকা। Hallow, you fath r and mother—আর সব কৈ? Lft. Banerjee আর আমাদের Jowel লাবণ্যদি?

সার মুখার্জ্জি। Very good. কি সৌভাগ্য!

লেডী মুখার্জ্জি। খুব সামলে গেছি যা হোক আগে ভাগেই কি একটা বলে সম্বোধন করে ফেলেছিলাম আর কি!

রেণুকা Good God! you are catting practical jokes.

গঙ্গেশ। (স্ত্রীকে) বলনা 'সে ত আমাদের বড় ভাগ্যের কথা! রেণুকার সুখ্যাতি দুই ভাই বোনের মুখে আর ধরেনা!

রেণুকা। A news to Renuka!

সায় মুখার্জ্জি। Speak in your mother tongue please. বাংলায় বল। ছেলে মেয়েরা এলনা?

সঙ্গেশ। নদীয়া জেলার একটা পল্লীগ্রাম—

সার মুখাৰ্জ্জি। I see.

রেণুকা। Hot bed. Benign type বেশী হলেও pernicious type not rare!

গঙ্গেশ। কি জানেন সার! একটা কথা—আমাদের চেয়ে স্তরটা আপনাদেব খুবই উচ্।

সার মুখার্জ্জি। By no means মোটেই না।

রেনুকা। Hallo. এই সমাজের জুতোর তলায় যারা তাদের জুতোর ধুলো powder করে মাখতে পারি এই মুখে। I haven't the slighest aristrocratic buffoonery in my being I swear.

সার মুখার্জ্জি। Exactly If you are really serious Mr. Benerjee আমরা কিন্তু এ বিষয়ে বাড়ীতে কথা কইচি। I propose an exchange. No harm.

গঙ্গেশ। পরিবর্ত্ত বলচেন? অসম্ভব।

সার মুখার্জ্জি। আমার মেয়েই দেখেছেন ছেলে দেখেন নি এই ত! Come in my boy you জীবন তরঙ্গ। মুখার্জ্জী ও লেজুড়টি এই ছেলেদের generation থেকে drop করা গেল—লেজ পরে ঢের বাঁদরামি করা গেছে—No more of that.

(জীবন তরঙ্গেব প্রবেশ)

জীবন। Yes father.

রেনুকা। এই যে Mr. Ups and downs of life.

জীবন। Shut up you naughty girl.

সার মুখার্জ্জী। সেই accident এর father and mother Mr. & Mrs. Benerjee.

জীবন। জয় হিন্দ্‌! বড ভদ্রলোক আপনারা আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। শুনিচি Lit. Benerjeeর কথা। So tall, manly and lovely. আর বোনটি—a picture of beauty Universityর brightest jewel. To be frank রেণুকার consent নিয়েই বলছি এ accidentএ ও চেয়েথিল তাঁর সেবা করতে। chance পায়নি। তাই চায় সেবা করতে চায় for life as a wife—সেইটা আপনারা বিবেচনা করবেন।

গঙ্গেশ। এ ত আমাদের ভাগ্য।

সার মুখার্জ্জি। ঐ সঙ্গে my boy chartered accountant হয়ে এসেছে। He is worth 50 lakhs and daughter 20 ঐ সঙ্গে আমি জীবনের জন্যে চাই আপনার কন্যাকে। চমৎকার match হবে।

(গঙ্গেশ নীরব)

দীনতারিণী। (গঙ্গেশকে) একটা জবাব দেবে ত?

গঙ্গেশ। কি আর মাথা মুণ্ডু জবাব দেব বলনা? Sir Mukherjee লাবণ্য আমাদের বাল বিধবা।

সার মুখার্জ্জী। Is it? But whats the harm? We don't care. দেখুন মানুষ বড় জোর জীবনের এদিকটার ভালমন্দর বিচার করতে পারে, পরলোকের দোহাই দিয়ে কচি বিধবার বিয়ে অচল করা অথচ বিপত্নীকের হরদম বিবাহ এটার motive হচ্ছে beastly selfish and one of passion pure and simple.

জীবন। দেখুন I am not at all perticuler about the girl. তবে বলতে চাই যাঁদের যা ideal হাওয়া বুঝে সেটা revise করা উচিত!

আদর্শ বা ideal স্থির করবার সময় utility বাদ দেওয়া যায় না। যা মানুষের মধ্যে পরস্পরের আসল স্বার্থ-বিরুদ্ধ নয় অর্থাৎ সকলের বা অনেকের কল্যাণজনক সেটা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক যাই হোক সেইটাই মানুষের যুগে যুগে আদর্শ। আপনারা half an hour সময় দেন আমাকে I believe I can win you over আমারই মত আপনারা নিতে বাধ্য হবেন।

গঙ্গেশ। আজ আর নয় বাবা। (একজন পইতে ধারী ব্রাহ্মণ চা, সন্দেশ ও ফলাদি ও একজন মগ বাবুর্চি কোকো চা মাখন বিস্কুট ডিম ইত্যাদি লইয়া উপস্থিত।)

সার মুখার্জ্জি। চলবে ত? একদম আলাদা ব্যাপার। চলবে ত বেয়ান?

গঙ্গেশ। বিলক্ষণ খুব চলত সন্ধ্যা আহ্নিক যে সারা হয়নি বেয়ান।

লেডী মুখার্জ্জি। তা বটে।

সার মুখার্জ্জি। অমনি বলে ফেল্লে তা'বটে!

লেডী মুখার্জ্জি। Silly fellow. কি করে হবে? এক ছটাক গঙ্গা জল, কোষাকুষি. ফুল চন্দন, ঠাকুর দেবতার পট, আসন, শঙ্খ, ঘন্টা ছাই বলতে এ বাড়ীতে কিছু নেই। সন্ধ্যা সারবার একটা জায়গা পর্য্যন্ত নেই এই বড় বাড়ী খানায়।

সার মুখার্জ্জি। দেখ দশবিশটে জামা গায়ে দিয়ে injection নিতে গেলে needle টা গা পর্য্যন্ত পৌছয় না। অনন্ত স্থান পড়ে আছে, চাই এখন সেই শক্তি আর মন! And all the rest are but obstructions in mature life.

লেডী মুখার্জ্জি। বাজে বোকোনা এক কোপে কেউ একটা পুকুর কাটতে পারেনা। ওঁরা যান। একটু ভাবতে ওঁদের সময় দাও।

সাব মুখাজ্জি। All right We want a full house next time

দীন। আপনাবা কি ভঙ্গ ?

সাব মুখাজ্জি। Yes বেযান we are broken. ভেঙ্গে গেছি একদম।

গঙ্গেশ। তাই, তাই হবে। তাহলে নমস্কাব।

সকলে। নমস্কাব জয় হিন্দ।

(গঙ্গেশ ও দীনতাবিণীব প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(নদাব বাবেব Bunglow লাবণ্যব বাসস্থান। বাত ৯ টা।

Night School ও অনেকগুলি পুরুষ ও স্ত্রী লাক।

লাবণ্য। আজকাব মত পাঠ শেষ। আবাব কাল যা শিখবে ঠিক সেই মতন কাজ কববে। সত্য কথা বলবাব সাহস বেখো সর্ব্বদা। আচ্ছা এইবাব ২।০ টা কথা জিজ্ঞাসা কবি। গণপতি বল কলেবা কি কবে হয় ?

গণপতি। চোখে দেখা যায়না একবকম পোকা যা কলেবা বোগীব বাহ্যে বমিতে থাকে তাই কোনও বকমে পেটে গেলে ঐ বোগ হয়। মাছিতেই প্রায় ঐ বিষ ছড়ায। অনেকে বোগীব কাপড চোপড় পুকুবে কাচে খাবাব জিনিষ আলগা রাখে যেখানে সেখানে ময়লা ফেলে, তাবা খুনে বিনা মানুষ খুনকবে।

লাবণ্য। চাবা মাছ ফলাদি সম্বন্ধে কি বলতে চাও গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। ঐ গুলো বিশেষ কাবণে দবকাব না হলে নষ্ট কবতে নেই—কাবণ বড হলে অনেকেব পেট ভবাতে পাবে। সমস্ত জাতটাকে ভাবা উচিৎ যেন একটা একান্ন পবিবাব।

লাবণ্য। বিশ্রামেব সময় কি কবা উচিত ব্রজকান্ত ?

কৃষ্ণকান্ত। শরীরের রক্ষার জন্যই বিশ্রামের দরকার—কাজে বিশ্রাম হচ্চে কুড়েমি—সেটা সামাজিক পাপ। বিশ্রামের সময় যাতে সবারই ভাল হয় এমন হালকা কাজ করা দরকার।

লাবণ্য। আচ্ছা কাত্যায়ণী তুমি আমাকে দুটো জ্ঞানের কথা শিখাও।

কাত্যায়ণী। ভাতের ফ্যান গালা ভাল নয়—তবে ফ্যান গরুকে খাওয়ালে একেবারে সেটা নষ্ট হল না। তরকারি বিশেষ খোঁসা ফেলতে হয়। বেশী ভাজলে জিনিষের শক্তি নষ্ট হয়—সিদ্ধ ভাল। ফল ভারি উপকারী। বাড়ীতে হাঁস মুরগী পোষা দরকার। ঠাকুর ঠাকুর করে ছুটে বেড়িয়ে কোনও লাভ নেই। সারা দুনিয়াটাই ঠাকুর নিজেকে যেমন ভাল বাসি এই দুনিয়ার সব জিনিষকে তেমনি ভালবাসলেই ঠাকুর পূজোর কাজ হয়। বাইরের মানুষ টেন পাক আর না থাক নিজের মনটা যেন নোংরা না হয়।

লাবণ্য। কাতু মা আমার কাল রবিবার আমরা রাজাপুর, হরিশনগর গেদে ঘুরব। সঙ্গে থাকতে পারবে? আর সঙ্গে থাকবে নেতা, গোকুল আর মহাদেব। আচ্ছা যাও তোমরা।

কৃষ্ণকান্ত। নেতাই কামার?

লাবণ্য। বেশ নেতাই থাকবে। কামার বোলোনা বাবা, নিজের দরকার বা যোগ্যতা মত সবাই পেশা বদলাচ্চে। বিশেষতঃ অতীত চেয়ে বর্ত্তমান পরিচয়ের বরং একটা মানে হয়।

কৃষ্ণকান্ত। আচ্ছা মা। আর এ কাজ হবে না।

লাবণ্য। তাহলে আজকার মত—জয় হিন্দ্।

সকলে। জয় হিন্দ্। (প্রস্থান)

(Office bell বাজান ও Clerk নয়নতারার প্রবেশ)

লবণ্য। পিসি, মণ্ডল কি করচেন?

নয়নতারা। ঘুমিয়ে পড়েচে। রাত ১০টায় কলকাতার গাড়ী মালপত্র ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েচে বিকালে। ১১টায় খেয়া পার হয়ে cycleএ চলে যাবে।

লাবণ্য। আচ্ছা এবার বাড়ী এসেছিলেন কেন পিসি?

নয়নতারা। শোননি বাছা? বে করতে। সে ত এসেই ভেঙ্গে দিল। বলে এম কোনদিন গুলি খেয়ে মরতে হবে, আমার আবার বে! তারাও পিছিয়ে গেল—নয়ত ও ছেলে কেউ ছাড়ে বাছা। জলপানির পর জলপানি সোণার চাঁদ ছেলে গো। মেয়েটিও মা জুটেছিল—খাসা গোল গাল খাটি খোট—যেন হলদে পাখীর বাচ্চা গো—বয়েস ১২।১৩ এরই মধ্যে ৫।৬ খানা বই শেষ ছোট লোকের ঘরের মেয়ে মা—ঐ খুব। যদি লড়ায়ে না জান ত ঐ খানেই হবে।

লাবণ্য। আচ্ছা পিসি ঘড়ি দেখে ১১টার ১০মিনিট আগে তুলে দিও। আমি ততক্ষণে শুয়ে পড়ব। আজ আর ত খাওয়া দাওয়া নেই।

নয়নতারা। কেন মা—এই মরিচি আজ যে তোমার একাদশী—আহাহা বাছা কি করলাম! দুধের বাচ্চার জন্য একটা লোক একটু দুধ নিতে এসেছিল মা—তখন সব দুধ বিলি হয়ে গেছে—কেবল তোমার আধসের পড়েছিল।

লাবণ্য। কত দূরে থাকে তারা—ঠিকানা জেনে নিয়েচ।

নয়নতারা। না মা।

লাবণ্য। [illegible] পিসি কোন দিনই আমার জন্য আমার কথা ভেবোনা

(হঠাৎ [illegible] যুবকের প্রবেশ)

[illegible] কলকাতায় গিয়েছে না?

[illegible] কাঁদে বে!

[illegible] কে?

নয়নতারা। লেপ্টেন্যাণ্ট লাল বিহারী মণ্ডল।

ঐ ব্যক্তি। (লাবণ্যকে) কেমন আছিস্? অনেক কথা তোর সঙ্গে, মাইরি।

মাঝ দরিয়ায় ফেলিচিস্ চাঁর্
ঘাঁই মেরেচে কাৎলা—
অগাধ জলে চুবন্ দেবে
পাবিস্ যদি সাম্লা।

নয়নতারা। কে রে তোরা? তিনকুড়ি বছর এই গাঁয়ে কাটালাম নয়নতারাকে চেনে না কে? কোন গাঁয়ে বাড়ী রে তোদের? ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচে মুখে?

ঐ ব্যক্তি। চুপ শালি বুড়ি?

অন্যজন। ও শালা বেহেড হয়ে পড়েচে—এই যে আমি ঠিক আছি।

নয়নতারা। তুমি ঠিক আছ—তাই দেখছি—কথা টতা কও; দেখি এ ডালটা এখনও ঘুমোচ্চে নাকি? (প্রস্থান)

ঐ লোকটা। বলি বামুন শূদ্দুর সব একসা ক'রে বসেচ—ঠাকুর দেবতা সব গাঁজা রাঁড় ছুঁড়িদের সব ধরা বাঁধা এটা ক'রে কাড় কাড়তে শেখাচ্চ, বড়লোক আর জমিদারের ওপর ল্যালাচ্চ ডালকুত্তো—কি বাবা [illegible]। খুব দেখেচ—এই যে ফাঁদটাও দেখ— (গলা চেপে ধরতেই)

[illegible] জন। কে মারচে! (মুখোস পরা লালবিহারী revolver [illegible] করতেই)

[illegible] ওরে বাবারে [illegible] রে! [illegible] শালা।

(উভয়ের প্রস্থান)

লালবিহারী। সাধ মেটেচে ত?

[illegible] না কেবল ধরিয়েছি মাত্র।

লালবিহারী। No time to waste. ঐ petrolএর গন্ধ—পুড়িয়ে মারবে। ভীষণ ষড়যন্ত্র—কেবল আমার চলে যাবার প্রতীক্ষায় ছিল—উঃ! বহু লোক জমায়েত হয়েচে—কোন ভয় নেই—এই খিড়কীর পথ—revolver ঠিক আছে—পিসি বাড়ী যাও—আমরা সব কলকাতা—এলো—শোন ঐ ঐ— (বেগে প্রস্থান)

(২।৩ জনের প্রবেশ)

২।৩ জন। কৈ রে শালারা? পাখী উড়েচে—দূর শালারা!

(৪।৫ জনের প্রবেশ)

৪।৫ জন। খিড়কী দিয়ে—ঐ খিড়কীর পথে যাঃ! পালা—পালা—জলে উঠেচে। (লাঠি হাতে বহু চাঁড়াল ও অন্যান্য ছোট জাত)

সকলে। জয় মাইজীকি জয়! মা যদি মরে থাকে আজ—জান কবুল—

২ জন। জলেচে—উঃ—কি ধোঁয়া! মা! মা! মা! (ঘরে প্রবেশ ও ছটফট করতে করতে বাইরে আসা)

ঐ দুজন। মা ঠিক পালিয়েচে—জয় মাইজীকি জয়!

বহু লোক। চালা লাঠি! জাগরে চাঁড়াল—জাগরে চাঁড়াল—জাগ ছোট লোক! মার, ভাসা লাস গাঙ্গের জলে!

অনেকে। চাঁড়াল শালারা তৈরী ছিল—মোছলমান পাড়ায় খবর দিসনি শালারা। (৩।৪ জন মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল)

মুসলমান। যাও যাও মশায়! অত সস্তা নয়! মেয়েটা ছিল গরিবির মা বাপ। হেঁদু মোছলমান বাছত না। ওনার ও যেমন ভুতি পেইছিল তাই এই নেমকহারামদের আসে ভাল করতি। যাদের খোদা মেরে রেখেচে মানুষ তাদের কি করবে? ও মশায়!

৩।৬ জন। কি বলচ ভাই সাহেব? দেখলে ত? চাঁড়াল শালারা নিজেদের ঘরেই আগুন দিয়ে মামলা খাড়া কচতে চায়।

মুসলমানগণ। কি বলিস ফজের ভাই—কাল পুলিশ এলি সবই মালুম হবে। এই যে সাহা বাবুদের দরওয়ান।

(দুজন হিন্দুস্থানী দরওয়ানের প্রবেশ)

দরওয়ান। শালা লোকসে খিড়কীকা পাহারা মাঙ্গলিয়া হাম। বস্ কোন বাঁচায়া হাজাসে হামকো ?

পঞ্চম দৃশ্য।

(বাংলোর সামনেই খেওয়া ঘাট—সেটা ত্যাগ করে সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে শ্মশান—সেটাও ছাড়িয়ে আরও আধ মাইল দূরে একস্থানে নদী খুব অপ্রশস্ত। অন্ধকারে দুজনে একই cycleএ অতি দ্রুত বড় সরকারী রাস্তা দিয়ে এসে cycle থেকে নামলেন—ও অন্যপথ দিয়ে শ্মশান পার হয়ে সেই আঘাটায় এলেন—cycle সেখানে রেখে)

লালবিহারী। বসুন বসুন। দাঁড়ালে—

লাবণ্য। বুঝিচি—সহজেই নজরে পড়তে হবে। (দুজনে বসলেন)

লালাবিহারী। আর দেরী করা নয়—এখনই পার হতে হবে—গাড়ীর সময়ও হয়ে এল। সাঁতার জানেন নিশ্চয়!

লাবণ্য। নিশ্চয়! আপনি ভাবলেন কি করে? প্রায় মোটেই যে জানিনে! না বুঝে এ বালাইকে নদীর ধারে এনে, কি বিপদেই পড়লেন, বলুন ত? তা ছাড়া, রাত পোয়ালেই police case. তদন্তের সময় আমাদেরই যে তলব হবে সকলের আগে!

লালবিহারী। জানেন না বাবাকে আমার—অসাধারণ প্রতিপত্তি তাঁর এ অঞ্চলে। ফরিয়াদি আমরাই; আমাদেরই Bunglow গেছে—অথচ খুনটুন কিছু হয় নি—বাবা কোন মামলাই হতে দেবেন না—তিনি জানেন এতে feelings আরও খারাপ হবে—সংস্কার কার্য্যই ব্যাহত হবে।

আপনাকে নিয়ে পালিইচি— কারণ আপনার জীবন এখন আর নিরাপদ নয়—আপনি কি বলতে চান, এনেছিলাম আমি আপনাকে মাথায় করে, এই তেপান্তরের মাঠে বিসর্জন দিয়ে যাবার জন্যে! উঃ!

লাবণ্য। কিন্তু মরতে ত হবেই একদিন—আজ যদি পারতাম মরতে, আমার হিন্দু ভায়েরই হাতের দেওয়া আগুনে, তাহলে হয়ত সেই রকম অনুভূতিই হত মরণের মুখে, যা জগতের শ্রেষ্ঠ মানবের হইছিল শেষ ৪০ মিনিট! কি না পারি আমরা, তাই ভাবি।

লালবিহারী। বিপদ কাটেনি মোটেই—উচ্ছ্বাসের সময় নয় এ। এই স্থানেই নদী অত্যন্ত অপ্রশস্ত—কিন্তু নদী গভীর ও খরস্রোতা! সাঁতার জানেন না আপনি! বেশ। পিছন দিক থেকে বগলের মধ্য দিয়ে হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকতে পারবেন? জলে গা পিছল হবে হয়ত ভয়ে হাত ঢিল হয়ে যাবে- কিন্তু শেষ এক মিনিট। বলুন নয়ত আঁচল দেন—পিঠের সঙ্গে কসে বাঁধি।

লাবণ্য। ভয় কিসের আবার আমার ব্যর্থ জীবনে! না, হাত ঢিল হবে না। এক মিনিটই ত!

লালবিহারী। ভালো ধরুন কসে—ফস্কালেও ডুবতে দেব না—তবে planটাই বদলাতে বাধ্য হব। সেই হাত খুলবে—সটান বুকের এই তক্তার ওপর শুইয়ে বগলে চেপে রেখে—চিৎ সাঁতারে, শুধু পা আর এক হাতেই পার হয়ে যাব। না হয় মিনিট দুইই জোর লাগবে। এই জলে নামলাম কোমর জলেই ঠিক! একবার ধরুন কসে।

লাবণ্য। ধরেছি—জয়হিন্দ! চলুন!

লালবিহারী। জয়হিন্দ! (সাঁতার আরম্ভ ও শেষ ও ডাঙ্গায় পা ঠেকল।)

লাবণ্য। এই দেহ আর মন, প্রথম শ্রেণীর সৈনিক পুরুষেরই যোগ্য

বটে। চমৎকার! একটা mental depressionএর ওপর এই ঠাণ্ডা জল আর কনকনে হাওয়া যেন কম্প হচ্ছে। সবারই তাই।

লালবিহারী। হাপর বসেছে আমার প্রাণের ভেতর। দেহ থেকে আগুন ছিটকাচ্ছে। [illegible] দেহই মানুষের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। (ক্রমশঃ ওপারে ওঠা) একবার ওপারে উঠে কাপড় নিংড়ে চোট পায়ে চলুন দেহ গরম হবে। স্টেশনে সব ব্যবস্থা আছে। হঠাৎ torchএর আলো পড়ল ওপারে, শীঘ্র ঐ ঝোপটার পাশে। চলুন Camouflage! Camouflage! [illegible] বুঝি দরকার একখান থেকে। (আবার আলো) Enemy [illegible] letterতেই [illegible] দেখেছে - The [illegible] is not [illegible]

[illegible] জানতে চায় [illegible] চাই তাকে ত।

লাবণ্য। Make sure before you fire please

৭।৮ জন। লালদা আমরা। (টর্চের আলো ফেলে) এই দেখ, মোহন, মাণিক, [illegible], [illegible], বটা—৮ জন আমরা। ঐ গেল ওরা তিন জন পারে— শান্তি, নরা আর নতুনদা। শুকনো জামা কাপড় নিয়ে গেল। আর ৮ জন [illegible] খুঁজছে পারঘাটার উল্টো দিকে। (জল থেকে তিনজন উঠে)

একজন। নাও, শাড়ীও মার জন্য একখান জোগাড় হয়েছে। বেশ মিঠে হাওয়া যাচ্ছে দেখেছ।

লালবিহারী। খুনটুন হয়নি ত রে?

অন্যজন। হোতো—যার ভালমন্দ কিছু হলে যা হবার ত ভালই হত। গাঁকে গাঁ ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বাংলো খানা ত গেল যাচ্ছি আমরা—cycle নিয়ে যাব। ফিরচ কবে? মাকে পৌঁছে দিয়েই ত।

লালবিহারী। সে হবে, যা তোরা। বাবা, মাকে প্রণাম দিস—গৌরেটাকে বলিস যেন ভাল করে লেখা পড়া শেখে। যা জয়হিন্দ! জয়হিন্দটা ভুলিস নে। আর এতদিন তমোনাশিনী যা যা শিখিয়েছেন তাই যেন করে সবাই। যা জয়হিন্দ!

৩ জন। জয়হিন্দ! জয়হিন্দ! জয় মা তমোনাশিনীকি জয়।

(প্রস্থান ও জলে লাফিয়ে পড়া)

লালবিহারী। ওরে পরেশ হালদারের শেষ জীবনে, কোন কষ্ট যেন না হয় দেখিস।

৩ জন। দেখব। জয়হিন্দ! (নদী গর্ভ হতে)

লালবিহারী। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" কাপড় ছেড়েনেন অমা-চতুর্দ্দশী। তোয়ালেয় বেঁধে পুঁটলি করে নেব।

(আলাদা হয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত)

লাবণ্য। বুদ্ধ যীশু চৈতন্য গান্ধী এরা অহিংসার অবতার! এলেন গেলেন, মানুষেব ধারা বদলাল কৈ? ভগবান এলেন কুরুক্ষেত্রের যুগে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করতে—তাই বা কোন এমন phenomenal success হল even at the cost of a terrible carnage. ধর্ম্মের গ্লানি হলেই আসবেন word দিয়েছিলেন তারপর তাহলে নিশ্চয় ভীষণ ভীষণ গ্লানির দিনে তিনি এসেচেন—কিন্তু হয়ত সংস্কৃতে কথা কননি! Pshaw man is essentially a brute! কি ভাবচেন আপনি! "'ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"!

লালবিহারী। Exactly প্রকৃত সৈনিক পুরুষের বর্ত্তমান ও পর-জন্মেব ব্যবধান তিলমাত্রও নেই। কিন্তু. আছে কি জন্মান্তর? মৃত্যু কি নিদ্রা? Oh! I am so sleepy.

লাবণ্য। ঐ ত distanl signal! Green করে দিয়েচে। গাড়ী আসছে তালে।

লালবিহারী। কলকাতায় চলেচেন, তারপর?

লাবণ্য। Deluge দিগন্তে মিশেচে।

লালবিহারী। মানেন আপনিও জন্মান্তর?

লাবণ্য। যার কামনা আছে তার মেনেও সুখ—নিষ্কামের শুনলেই ভয় হয়! একদিন একজনকে বলেছিলাম যে যা মানে না তার কাছে সেটা নেই। জীবের কিন্তু এ পুনর্জন্ম ভিন্ন গতি কি? জীব আপনি, জীব আমিও।

লালবিহারী। I see (ষ্টেশনে উপস্থিত ও গাড়ীতে ওঠা)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কলিকাতা—গঙ্গেশের বাড়ী।

(পূজার ঘরে সন্ধ্যাগতে প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তির সম্মুখে—জপে বসেছেন দীনতারিণী)

(গঙ্গেশের প্রবেশ।)

গঙ্গেশ। নাঃ! তালে জঙ্গলে যেতে হয়! গেরস্তর ঘরে এ সব বাড়াবাড়ি। দাঁড়াও হচ্চে! (নাকে কাটী দিয়ে হাঁচা)

দীনতারিণী। (চোখ বুজেই) কি উৎপাত!

(গঙ্গেশের পরিক্রমণ ও চাপা হাসি)

গঙ্গেশ। বেশ মশা হয়েছে দেখচি। মায়ের জন্য একটা ফরমেসে মশারী এনে খাটাতে হবে দেখচি।

(নিজের গা চাপড়ান—মশা মারা হচ্চে)

দীনতারিণী। (ঐ অবস্থাতেই) মাথা খাটাতে হবে তোমার!

(গঙ্গেশের অঙ্গ ভঙ্গি পূর্ব্বক পরিক্রমণ ও একটা কাগজের টোঙ্গা ফাটান)

গঙ্গেশ। জীবন পটক। মানুষের ফোঁপে গুঠাব মুখেই এমনি করেই ফটাস করে।

দীনতারিণী। জ্বালাতন!

(এবার ক্রোধভরে চেয়ে আবার চোখ বুজলেন)

গঙ্গেশ। (এবার হাতে তাল দিয়ে গান—শ্যামামায়ের সম্মুখে পরম ভক্ত।)

গীত।

অগাধ সলিলে মাগো! হাবু ডুবু খেয়ে মলি।
কান ধ'রে তোল মা কালি! কানের মাথা খেয়ে বলি॥

দীনতারিণী। কি হয়েছে তোমার. বলত? আবার ("খেয়ে মলি" —মলি কি?)

গঙ্গেশ। মায়ের কাছে সবাই খোকন—যে গো! আধ আধ ভাষা: আমার আবার হবে কি? পরীক্ষা হল আজ তোমার। জপে বসলে—বাপরে; দেখলাম ভক্তি সাগরের তলায় যে আঁটুলে পাঁক—সেই পাঁকে কি রকম জমে যাও—একটা বুড়বুড়িও ছাড়না—তবে রক্ষে—গায়ে মাখেনা পাঁকালটীর মত ফস করে বেরিয়েও আস। ভাল ভাল. তবু ভাল।

দীনতারিণী। ভাল না ছাই। আবার এ বেলা পটোল চাই সের খানেক, ধোপা তোমার জরি পাড় শান্তিপুরের একখানা দেয়নি, বিকেলের দুধটায় কি গুড়ো আর রং মিশিয়ে নেমখারাম ব্যাটা ঘন গাই দুধ বানিয়েচে—তারপর বামুনের বাড়ী—কেউ কোথায়ও নেই ত গো—কুলীন পুত্তুর এসেচেন—নড়বার নামটি নেই—হলই বা খোকার বন্ধু—এ বেলা থেকে ঐ সস্তা পেচো ঘিই চালাব—এই সবেরই জপ হচ্ছিল। তারপর—বদ ছেলে পিলের পড়তে বসলে যা হয়—খাটুনির—দেহ মায়ের আমার কালো ভাব মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসতেই—যত রাজ্যির হাঁচি, চটাস, দুম পটাস,

শেষ কালী কালীর তাল ঠুকতে লাগলে।। কমলিটে দূর হ'য়ে অবধি তবু যা হোক মনটা স্থির হ'য়ে আসছিল। হুঁ তারপর ?

গঙ্গেশ। বলচি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি ?

দীনতারিণী। শ্যামে কুলে ঠোকাঠুকি লাগলে কি রাখতে হয় শ্রীরাধা ত তা দেখিয়ে গেছেন গো! শ্যাম ব'লে শ্যাম—বিশ লাখ! এ শ্যামের কাছে আবার কুল ?

গঙ্গেশ আরে না, কত বড় প্যাঁচে ফেলেচে তা ছাই বুঝেচ! বল্লাম না হাবুডুবু খাচ্ছি যে ?

দীনতারিণী! সর্ব্বনাশ! বুঝিচি, বুঝিচি। ও ঠিক বলবে ওরা! বলবে মেয়ে দেন ত—মেয়ে নেব।

গঙ্গেশ। [illegible]। আর ঠিক এখানেই ১০ হাত জলের তলায় [illegible]!

দীনতারিণী। সোয়াস্তি নেই কিছুতেই। (কালী মূর্ত্তির প্রতি) মাগো মা! এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা।

গঙ্গেশ। (করজোড়ে) মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারিণি! মাগো! ভেঙ্গে চুরে উদ্ধার নয় মা। গড়ে তোল! গড়ে তোল।

(দীর্ঘকাল ধরে চোখ বুজে প্রণাম)

দীনতারিণী। হোলো? চল যাই শুনিগে—ঠাকুর ঘর বন্ধ করে যাই —চল ?

(ঠাকুর ঘর বন্ধ করা ও উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

গঙ্গেশের বাড়ী—নীচের ঘর।

(গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

গঙ্গেশ। তাহলে কি হ্যাক থু করে সরে দাঁড়াবে? আঃ রাখতে যদি মেয়েটাকে কুনো ব্যাং করে—যা ঋষি তুল্য প্রাচীনেরা বরাবর করেচেন—তালে কি এই কাণ্ড হত? লেখাপড়া শিখে পাঁচ জায়গায় হটহট করে বেড়াচ্চে, আর কাটের পুতুলের মত মন্দর পাল হাঁ করে থাকচে ওর পানে চেয়ে। তোমার পেটের সন্তান। ওরা যে কুশ্রী হ'য়ে জন্মাতে পারেনি। এই সেদিন আঁচড়াচ্ছিলে চুল গো বড় আরসির সামনে দাঁড়িয়ে। পাশ থেকে হটাৎ দেখেই চমকে উঠিচি—এ আবার কেরে—শেষটা দেখি—আমরই নবীন তপস্বিনী।

দীনতারিণী। ধনুদ্ধরের আমার কত গুণ! আহা! এখন এ ৭০।৭৫ লাখের শোক!—এ জ্বালা জুড়োবে কিসে?

গঙ্গেশ। আমরা এ পাপের ভাগী হতে যাই কি দুঃখে? কাশী চল, হাফ স্বাধীনতার চাপেই ত জাত ধর্ম্ম একরকম দমবন্ধ হয়ে উঠেচে, পূরো চাপে এ ধুকধুকুনি টুকুও থেমে গিয়ে কাঠ মড়ায় দাঁড়াবে। ইংরেজের আমোলে যে গুলো নেহাৎ খুনে ব্যাপার সেই গুলোই হইছিল বন্ধ—আর সব যেমনটি তেমনটিই বজায় ছিল। নব্যতন্ত্র বলে এই খানেই ইংরেজের শয়তানি। তবে মুখুয্যে বাড়ী যা শুনে এলে—বলনা বুকে হাত দিয়ে—তার কাটান আছে? আমরা অবিশ্যি মুখে নরম হতে পারিনে—তাই বলি চল বাবা শ্রীবৃন্দাবন। জয় রাধে বল্লেই দুমুঠো জুটে যাবে; আর যমুনার কূলে কূলে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই প্রেম ধোয়া জল খেয়ে 'বেড়াব। এরা এদিকে স্বাধীন ভারতের ভিৎ গাড়তে থাক।

দীনতারিণী। বেশ কথা—ছেলে মেয়ে দুইই চান তাঁরা ৭০।৭৫ লাখ! তুচ্ছ কথা নয়। আর সত্যি হু হু ক'রে দেশের হাওয়া বদলে চলেচে—ছেলে মেয়েকেই জিজ্ঞাসা কর ঘুরিয়ে তাদের মতটা।

(লালবিহারীর জন্য কতকগুলি জিনিষ নিয়ে নির্ম্মলেন্দু ও লাবণ্য)

নির্ম্মলেন্দু। নাঃ। মণ্ডলটা আবার পালটেচে! হিন্দু সমাজ সংস্কার থাকল পড়ে যুদ্ধেই যাবে ও।

দীনতারিণী। আজকাল কার ছেলে বাবা—যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আচ্ছা হেঁরে মুখুয্যেরা কি ম্লেচ্ছ একেবারে নাস্তিক?

লাবণ্য। মোটেই না—সে বরং তোমরা। অর্থহীন, সামঞ্জস্য হীন, যুক্তিও মানবতার বিরোধী ব্যবহার তোমাদেরই।

দীনতারিণী। বটে! ও সাহেব বাচ্চাটী আবার বিধবা ভিন্ন বেই করবেন না। ম্লেচ্ছ আবার কারে বলে।

নির্ম্মলেন্দু। স্বাধীন ভারতে হিন্দু সমাজেএর জোর প্রচলন দরকার। সে সব রাজনীতি তোমাদের মাথায় ঢুকবে না।

দীনতারিণী। আচ্ছা বাবা, স্ত্রীলোক কি তার স্বামীর কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে?

লাবণ্য। তা কি পারে? ওরা যে অবলা। পুরুষ হচ্ছেন বলবান—স্ত্রীর স্মৃতি পটাপট মুছচেন—ছোঁড়ারা যেমন শেলেট মোছে—আর নতুন বউ ঘরে আনচেন, যমের সঙ্গে চুক্তি ক'রে! মনে রে'খ "কা তব কান্তা'র মধ্যেই আছেন কঃ তব কান্ত!"

নির্ম্মলেন্দু। মনে কর এই তোমাদের লাবণ্য! এমন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি—যোগ্য পাত্রে আবার বে দিতে যদি ৪।৫ টা অন্ততঃ জাদরেল মেধাবী হিন্দু এসে এ আধমরা জাতকে তাজা করে তুলত কিনা—স্বাধীন

ভারত তাই চায়—দরকার হয়েচে তার। এত রাজনীতি। মানবতার দিক থেকেও কি অস্বীকার করতে পার?

গণেশ। বেশ ভালে কর তোরা পরিবর্ত্তবে। ৭০।৮০ লাখ!

লাবণ্য। দেখলে দাদা! ঐ দেখ father mother caught red-handed ৭০।৮০ লাখের টান! বাপদাদের আমার সনাতনীর ছেকল ছিঁড়ে খান খান! এ চোরা কারবারে তুমিও ত ভাগীদার জননি!

দীনতারিণী। হুঁ আমি ভাগীদার ত আছিই। তোরা কর বে তাহলে।

লাবণ্য। করবই ত? তবে এবার আর তোমাদের খাতির রাখচিনে। নিজে খুঁজে বার করব এবার আদর্শ একখানি। গরীবের ছেলেটি হবে, পল্লী মায়ের আঁচল ধরা খাস চাপ মারা, আভাঙ্গা গুঁপো খোকন। স্বদেশী Casabianca মায়ের হুকুমে ঠ্যাঙ্গাবে ধরে আমাকে আর বাল-বিধবা ননদকে—আমরা তবু হাসি মুখে কাঁদব—চাকি ডুবলে সাত জনের খাব পাত কুড়ান—উঠব একপোর রাত থাকতে গোবর কুড়োবো, তিন পোর রাতে ঢুকব চোরের মত সোয়ামীর সেবা করতে তাঁর ঘরে—ছেলে হবে বছর বছর অক্কা পাব বছর বছর—শেষটা চেলে দেব এমন ননীর দেহখানি শুকিয়ে-মুকিয়ে মড়ি ঘাটে—আবার শুভদিনের ঘণ্ট নেড়ে নতুন বউ আসবার আগে কেঁদে বেড়াবে সোয়ামী আমার ঘাটে মাঠে গান গেয়ে গেয়ে
(ছুটে হারমোনিয়ামের পিছনে বসে)

গান

কি বাথা! কি ব্যথা।
সবই কি হারাতে হয়?—মায়া না মমতা।
আনন্দ ঐ মাঠের হাওয়ায় বিশাল ঐ বটের ছায়ায়
আর ত আসিবে না, আর ত হাসিবে না—কইবে নাক কথা।

আঁকা বাঁকা পথের ধারে, ঐ বইছে নদী—নদীর পারে ;
জানি নাই সে, তবু যাই যে,—একি স্মৃতির মাদকতা।
বাঁধলাম বাসা কি মাথামাখি, লাগল আগুন উড়ল পাখি,
কেঁদে কেঁদে গগনে, তাই গগনে কান পাতা—
মনের কানে সকলখানে, সদা, বাজে সে বারতা।

নির্ম্মলেন্দু। আহা কি করুণ !

লাবণ্য। দেখ ত দাদা এতদিন ভাত কাপড় দিয়ে পুষে শেষটা অকুলে ভাসিয়ে দিতে চায়—মোটা টাকার লোভে ? মায়ে ?

(গঙ্গেশের প্রস্থান)

দীনতারিণী। আর তুই ? বাপের এক ব্যাটা, তুই কি করবি ?

নির্ম্মলেন্দু। ভয়ানক রকম বে করব। অর্থাৎ কিনা ধনীর মেয়ে, যার জন্য লাখ লাখ পাত্রের বাবা ওত পেতে বসে আছেন, আমার সেটী চলবে না। বুদ্ধিমতী হবে নম্বর ওয়ান, লম্বা, যণ্ডা, মোলায়েম চোখজুড়োন চেহারা সেটা ফাউ—তার ওপর চাই নিরুপায় বাপ মা—তা জাত অজাত কুমারী—বিধবা, যাই হোক—

লাবণ্য। অর্থাৎ—

গীত

দার্জ্জিলিংএর আমদানী তিনি
মিছে কেন মুখে বলা
মাঝের আখর বাদ দিলে তাঁর
হ'য়ে যান তিনি কলা।

নির্ম্মলেন্দু। তোমার পাগলাকে তুমি ঠাণ্ডা কর—আমি বাপু চল্লাম।

দীনতারিণী। তোদের স্বাধীন ভারতে আমার অচল—ছেড়ে ছুড়ে কাশী যাই—তোরা যা ইচ্ছা কর

(লালবিহারীর প্রবেশ)

লালবিহারী। আবার মা চল্‌লাম সেই কাশ্মীর। Banerjee ছাড়ান পেল অনেক করে ঐ accidentএর জন্ত—আমাকে ত যেতেই হত। দেশের মধ্যে সমাজের কাজ করার ইচ্ছাটা খুবই হইছিল—কিন্তু চাড়ালের পোর তা অসাধ্য। বামুণের মেয়ের খোয়ার দেখেই চৈতন্ত হয়েচে। I go for a taxi, Banerjee.

দীনতারিণী। তাই ত! সাবধানে থেকো বাবা! (প্রস্থান)

নির্ম্মলেন্দু। ঘরেই গাড়ী, তুজনে পৌছে দেব—taxi কি হবে? এই টুকুই বা একাটী যাবে কেন?

লালবিহারী। না আর ত একা নই—সঙ্গী পেইচি ভারি জবর এবার। দ্বিধাশূন্য নিঃসঙ্কোচ পরিপূর্ণ মন আমার—has flooded my flight with heavenly light. Theosophyর কতকগুলো বই নিলাম; Miss Besantএর "Death and After". সোহংস্বামীর সোহং গীতা এই সব। আপনি (লাবণ্যকে) জন্মান্তর মানেন?

লাবণ্য। আমার মনে হয়—নিভাঁজ যুক্তির দিক থেকে এই personal God যেমন অচল—জন্মান্তর তেমনি অপরিহার্য্য।

লালবিহারী। But that is not the whole question you know. Banerjee, Good bye. Good bye. (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

কাশী—গঙ্গেশের বাড়ী। (শীর্ণ দেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত লাবণ্য ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেলা ৯ টা)।

লাবণ্য। (স্বগতঃ) "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
নন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

জন্মান্তর বাদ এখানে সুস্পষ্ট। সেই কৃষ্ণ মহারাজই হয়ত বর্ণচোরাটি হয়ে বেমালুম এই দঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্চেন। যাক, শ্রীভগবান এখন কোন ঘাটের জল খাচ্চেন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্চিনে। তবে ঐ কথাটি হয়ত নিখুঁত ভাবে বলতেই পারেননি তিনি। কাপড় না হয় জীর্ণ হলেই আমরা ত্যাগ করি। কিন্তু দেহ? লাখ লাখ পাটঠা জোয়ান—তাই বা কেন? আনকোরা নতুন কাপড় ভাঁজ খুলতে না খুলতেই ইস্তোফা দিতে হচ্চে। জীর্ণ হতে পাচ্চে কৈ? তালে ত বাসাংসি জীর্ণানি এই খানেই ফাঁক! তবে কি নিয়তির চক্ষে জীর্ণ? কে জানে কোন মল্লিনাথ এর কি ব্যাখ্যা করবেন? মোটের ওপর জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত!

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। দিদিমণির দুধ আর সন্দেশ গো।

লাবণ্য। ঐ যে, রাখ। যাও। (ঝির প্রস্থান)

বেশ মৃত্যু হল। জন্মও হবে। কিন্তু কি রকম জন্ম? ইচ্ছা মত? Automatic Telephone? Operator dispensed with? তালে সবাই ত রাজা হতে চাইবে এ কামনার বাজারে। অসম্ভব। তবে কি কর্ম্মই নিয়ন্তা? Operator acting? আর হরদম No' response please? বিরাট জগাখিচুড়ীই বটে।

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। ওমা, যেমনকে তেমনিই পড়ে আছে!

লাবণ্য। আজ আর যে আমার ক্ষিদে নেই দিদি। আচ্ছা তুমি নিজে কখনও এই রকম গরম দুধ আর সন্দেশ এক সঙ্গে খেয়েচ?

ঝি। না দিদিমনি—একসঙ্গে কখনও খাইনি। সে যাই বল, তোমার মুখের জিনিষ ও আমি পারব নি।

লাবণ্য। ক্ষিদে নাই যে—অসুখ করবে খেলে।

ঝি। দেখ দিনি! (দুধ সন্দেশ লইয়া প্রস্থান)

লাবণ্য। জন্মান্তর নেই যাঁরা বলেন—তাঁদের কথা—মানুষ ভালমন্দ কাজ করে যেমনি মরল, অমনি cold storageএ packed up হয়ে রইল কাজ স্বর্গ কার নরক সে বিচার adjourned sine die. Case open হবে Eternityর চুল পাড়ের একেবারে রগ ঘেঁসে। যাকে বলে রাম খিচুড়ি—প্রভুর এমন কি pressure of other works যে বেচারীদের টাঙ্গিয়ে রাখবেন অনন্ত কাল! এদিকে ত ভুলেও আগুনে হাত দিলে তখনই হাত পোড়ে—একই প্রভুর কাণ্ড! না হয় department আলাদা! আবার শুনি "নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ"। সবজায়গায় মার খেয়ে অগত্যা তালে এইটাই মেনে নিতে হয়। সাংখ্য মহারাজও পাশ কাটিয়ে বিগড়ে রই-লেন। কিন্তু ঐ সোহংএর প্যাঁচে পড়ে মায়ার বাচ্চা জীবাত্মার যে দফা রফা! আমার সমস্যা যে ঐ নিয়ে জীবাত্মা আর জন্মান্তর।

(বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্ব্বক প্রসাদ ও চরণামৃত লইয়া গঙ্গেশ ও দীনতারিণীর প্রবেশ)

দীনতারিণী। একলাটি ঘুরে বেড়াচ্চিস—কিছু খেয়েচিস? মুখখানা ত শুকিয়ে একরত্তি হয়ে গেছে।

লাবণ্য। খাইনি কে বল্লে? এই আমি আমিই খেইচি—"সর্ব্বং পশ্যন্নাত্মানং সর্ব্বত্রোংসৃজ ভেদজ্ঞানং"। (শুষ্কমুখে হাসির ঘটা)

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। ও মা কি হবে? ক্ষিদে নেই বলে আমায় দিয়ে খাওয়ালে যে মা।

লাবণ্য। শোনরে মূর্খ নার্য্যাধম! মনে কর্ কচি ছেলে কোলে বেরুলি ভিক্ষায়। পেলি মাত্র একমুঠো ভাত—ছেলেটাকে খাওয়ালি তা—তবু তোর পেট ভরল কিনা? এইবার তোর ছোট্ট বাচ্চাদিয়ে ঘেরা ছোট্ট গণ্ডীটাকে টেনে লম্বা করে ঘিরে ফেল সারা বিশ্বের উপুষে ছারপোকাগুলোকে। তখনই দাঁড়াবে "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম। বেরো পোড়ার মুখি! (স্বগতঃ)

অদেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥

গঙ্গেশ। তোর কি ক্রমশঃ মাথা খারাপ হয়ে আসচে?

দীনতারিণী। পা দুটি বেশ করে ঢেকে এই চরণামৃত সকল গায়ে ছিটিয়ে এক গণ্ডুষ পান কর দিকি সকল দুঃখ জল হয়ে যাবে।

লাবণ্য। তোমাদের লাখ খানেক টাকা যদি হঠাৎ ভুষ হয়ে যায় চরণামৃতসাগরে ডুবলে জ্বলুনি সারবে?

গঙ্গেশ। কাশীতে এবার এত মাছ সস্তা তবু একদিন আঁশ মুখ করে না কেউ—নেহাৎ একাদশীর দিন এয়েস্ত্রী মানুষ—সেও আমার ভয়ে লুকিয়ে শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করে মাত্র।

লাবণ্য। ইচ্ছা কর তোমাদের চরণামৃত দিতে পার—তবু ওর একটা মানে হয়। যারে পাগলী! নিয়ে আয় এইবার সেই ছাতুটুকু—জল আনিস এক গ্ল্যাস গলাটা বড্ড শুকিয়ে উঠেচে।

দীন। আহা একি বলচিস মা? চমচম্ এনেচি, তাই চারটে খা।

লাবণ্য। পার তোমরা সন্দেশ মোণ্ডা খেতে দীনহীন ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে সামনে রেখে?

গঙ্গেশ। আবার পাগলামি করচিস্? কৈ তোর ক্ষুধার্ত্ত শিশু?

লাবণ্য। দেখতে চাও—তালে চোখ বোঁজ। তাকিয়ে যতটুকু দেখতে পাও চোখ বুজে দেখলে দেখতে পাবে তার হাজার গুণ—চোখ কি দেখতে পায় মন যদি না দেখে? দেখনি অনেক সময় চেয়েই আছ অথচ কিছুই দেখচনা। দেখ দেখ ঐ যে কত লাখ লাখ ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মা চুপ করে বসে আছে হাড়ি চড়ল না। ও দেখে ছাতুর বেশী আর মুখে তুলতে পারা যায় বল? কোনও দিন তর্ক কোরোনা আমার সঙ্গে।

গঙ্গেশ। কখন নির্জ্জলা একাদশী, অমাবাস্য, পূর্ণিমা, কোনও দিনান্তে একটি ফল, একঢোক দুধ—এমনি করেই জীবনটা শেষ করে ফেলছিস্?

(ঝির প্রবেশ)

ঝি। ওগো মা, দাদাবাবু ঐ ঘরে মুখ ঢেকে বসে কানতিছে গো আমার কিছু বলতে সাওস হোলোনি গো মা।

দীনতারিণী। সে কি! খোকা?

(দীনতারিণী গঙ্গেশ দ্রুত ও লাবণ্যর ধীরে গমন)

নবম দৃশ্য

(নির্ম্মলেন্দু চেয়ারে বসে রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদচে)

দীনতারিণী। খোকা। কি হয়েচে বাবা?

গঙ্গেশ। এ পোষাকে কেন রে? তোকে ত exempted করিইছি!

(লাবণ্য মুখের রুমাল সরাতেই নির্ম্মলেন্দু লাবণ্যর মুখ পানে চেয়ে বালকের মত কেঁদে উঠল)

নির্ম্মলেন্দু। "জন্মান্তর মান?" দারুণ অভিমান ভরে যে জিজ্ঞাসা করেছিল এই প্রশ্ন এই সেদিন আর সে নেই আজ। He now belongs

to the ages. Perhaps already in new form with entire past completely submerged or what? ভারত গভর্ণমেণ্ট তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কি করব বাডা (লাবণ্য বসে গড়িয়ে পড়ল—মূর্চ্ছা) বসে? আমিও যাই। লাবণ্যটা মূর্চ্ছা গেল—মরবে এইবার। কি শরীর হয়েছে ওর!

দানতারিণী। নে, ছেড়ে ফ্যালদিকি তোর ও পোষাক টোসাক। দেখলে ভয় করে।

নির্ম্মলেন্দু। ওটা ভুল মা, ওটা ভুল। চালাকি করে এক মুহূর্ত্তও ওটিকে এড়িয়ে থাকা যায় না। একজন (ব্যাগহাতে একজন ডাক্তারের প্রবেশ card দিলেন)

গঙ্গেশ। (পড়িতেছেন) Dr. M. Chatterjee.
M A M. B. F. R. C. P.

ডাক্তার। ঝি আপনাদের ছুটে গিয়ে বল্লে কার মূর্চ্ছা হয়েচে এই বাড়ী?

গঙ্গেশ। ঐ যে ঐ। মূর্চ্ছাই বোধ হয়।

(ডাক্তার পরীক্ষা করলেন)

ডাক্তার। A case of extreme malnutrition. শুকিয়ে মারা যাচ্চে মেয়েটা। কে এ আপনাদের? যদি বাঁচাতে হয় chicken broth—

গঙ্গেশ। ও সব ত হবে না।

ডাক্তার। ওতে খরচা আছে rather costly মাগুর মাছের ঝোল আর ঐ সঙ্গে fish milk যতটা হজম করতে পারে—heartটাও বেশ weak হয়ে পড়েচে—রোগ কিছু নেই।

নির্ম্মলেন্দু। ওটী আমার 1st Class M. A., Ph. D. কন্যা

মাত্র ২৩—বাসরেই বিধবা—১৩ বছর বয়সে—আমরা কুলীন গোঁড়া বামুন।

ডাক্তার। হিন্দু! কি মা, ওসুধ খাবে? আমার বাড়ীও অপুত্রক বিপত্নীক আমি—তোমারই মত তিনটী আছে—কন্যা আমার। পিতা আমি তাদের! হিন্দু!

লাবণ্য। ওষুধ খাবনা—সামলিচি। (ডাক্তার প্রস্থান উদ্যত)

গঙ্গেশ। ফি টা সার?

ডাক্তার। (গঙ্গেশের প্রতি অবাক হয়ে চেয়ে) চলি মা তবে!

(প্রস্থান)

গঙ্গেশ। (ঝিকে) কে তোবে সাত তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে বলেছিল?

দীন। নে ওঠে বোস, লাবণ্য!

নির্ম্মলেন্দু। ম'ল না যেখানে—বসবেখুন।

লাবণ্য। শোন দাদা। আমার মাথায় হাত দাও। (হাত দেওয়া)

নির্ম্মলেন্দু। এই দিলাম।

লাবণ্য। আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবে পরশু বল।

নির্ম্মলেন্দু। তাই হবে—তোকে না মেরে আর নড়চিনে।

লাবণ্য। আবার আসব মা—কাশী।

দীন। আসবি বৈকি।

লাবণ্য। কি যে এলোমেলো দৃশ্য এই টুকুর মধ্যেই দেখলাম। মানুষের মন যে কি পদার্থ! আবার যেন কেন জলে পড়িচি। পীঠে নয়, এবার পাশে পাশে সাঁতরাচ্চি। নদী নয়—নীলজল—নিস্তরঙ্গ মহা-সমুদ্র হঠাৎ একটা Sea plane বাজ পাখীর মত ঝপ করে পড়েই মণ্ডলকে নিয়ে উঠল—ডাকলাম ওপর দিকে চেয়ে—মণ্ডল আর বলতে

পারল না কিছু শুধু চেয়েই রইল। তারপর ওপর থেকে টান হারিয়ে আমি ডুবলাম। অবশ অসাড় ভারি দেহ নিয়ে গভীরে অতলস্পর্শ অন্ধকারে।—তার পর ক্ষীণ আলোক রশ্মি পড়ল চোখে—মানুষের আওয়াজ কাণে গেল—"আমরা গোঁড়া বামুন।"

নির্ম্মলেন্দু। ও রকম হয়—হয়ত তাই "Coming events cast their shadows ahead."

দশম দৃশ্য।

কলিকাতা—গঙ্গেশের বাড়ী। সন্ধ্যা।

(লাবণ্যর প্রবেশ)

লাবণ্য। আজ আবার বুকটা দিন বুঝে বড্ড ধড়ফড় করচে। আরে বাছা একেবারে থেমে গেলেই ত পার। চক্ষু লজ্জার ধার ত ধার না কোন খানেই। তবে? ললিতে! ও ললিতে! সবাই জুটেচে অন্দর মহলে যেখানে রং চং। Thats hum:n nature, ও ললিতে!

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। কি দিদিমণি!

লাবণ্য। আবার যেতে হবে সেই-বাড়ী। এবার গিয়ে সেই দিদিমণিকে নিয়ে আসতে হবে তার বাবার সঙ্গে। এখনই খুব জরুরি।

ললিতা। যাই। বাবাটা ভাল মানুষ যারে বলতে হয়—তোমাদের কথায় অজ্ঞান। মেয়েটা বড় একটা কথা কয় না। গিন্নি বল্লই ত—ঐ মেয়েই হয়েচে এখন কাল। গাদা গাদা সম্বন্ধ আসে—দেখাই দেয় না। ও জানি দিদি ঠাকরুণ! বেশী নেকাপড়া শিখলে মেয়েদের মরণ হয়। তিন মাস আগে যে বাড়ীতে ছেলাম না—সে বাড়ীর আবার ঐ রকম মেয়েগুনো—ও মা গো—ন্যাংটে পরে কুস্তি শিখতে যায় সরকারী আখড়ায়।

লাবণ্য। আবার প্যান প্যানানি জুড়ে দিলি যা ময়না—এখনই হয়ত faint করব। তর্ক, সমালোচনা, প্রশ্ন গোলমাল, অত্যধিক আনন্দ, দুঃখ, বীভৎস দৃশ্য কিছু সহ্য হচ্চে না। কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল যে হয়, বলতে লজ্জা করে।

কমলা। ইচ্ছে করেই প্রাণটা বার করচ—হয়ে ত এসেচে।

লাবণ্য। তাতেই যদি আমার ভাল হয়—তোর তাতে কি? শত্রু আমার তুই? যা ঐ suit caseটা নিয়ে bath roomএ—কাপড় চোপড় গয়না সব বাগিয়ে পরে, আরসির সামনে দাঁড়িয়ে নিখুঁতটী হয়ে বেরিয়ে আসবি। মাথাটা দেখি। (দেখা) Yes this will do ছোট খাট statoeর রাণী হওয়া চলবে। ছাখ—বুকে হাত দিয়ে—কি রকম palpitation হচ্চে—হয়ত হ্যালা ফ্যালা করে সাজবি আগে থেকে এই ভেবেই বুক ফেটে গেল। যা যা বলচি সামনে থেকে, বেরো।

কমলা। (হা দিয়ে) তাই ত। তুমি স্থির হও—আমার দ্বারা যা হয় তার ক্রটি হবে না। এই এক রোগ দেখ—(suit case নিয়ে bath roomএ গমন)।

লাবণ্য। (পরিক্রমণ, পূর্ণ আবেগে)—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

আরে সে ত বুঝলাম। আত্মা অমর। বলি আশা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত যে জীবাত্মা দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি সে জীবভাব মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মায় পরিণত হয়? (পরিক্রমণ, কিছুক্ষণ চিন্তা)—হতে পারে না।

(কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য। বাঃ! সদ্য শিশির স্নাত পদ্মের মতই দেখাচ্চে। না না ছাথ রাণী ঠিক নয়—বিয়ের কনের মত কনে-চন্দন পরে আয় কপালে শরৎর জ্যাঠার অরক্ষণীয়া সেজে। তারপর আলতা। যা যা শীগ্‌গির যা!

কমলা। কিন্তু।

লাবণ্য। সলাম, সলাম, প্রতিবাদ! প্রশ্ন! কি সুন্দর দেখাচ্চে তোরে রে! I nod to thee oh Venus incarnate!

কমলা। নমস্ত তে দেবী Minerva. ঠিক বলিচি কিনা? মাষ্টার রেখে পড়িইছিলে তারই আজ examine হল বুঝলাম! কেউ এসে পড়বে না ত?

লাবণ্য। না না কেউ আসবে না—দে তবু বন্ধ করে ঐ দরজাটা! মনে আছে আজও সে গানটি রে? (সুর করিয়া) বাঁশী বলে ওগো দুটী প্রাণের—গোপন গাঁথাই প্রাণ যে গানের। সঙ্গী হীনের ভুবনে তাই গানের অবসান। কেন গাইব বল গান?

(দরজা বন্ধ করা)

কমলা। মনে নেই আবার?

লাবণ্য। আর দেখ ওরই মধ্যে ২০৲ টাকার ছোট্ট একশিশি Essence আছে সবটা ঢেলে দিবি গায়ে যেন চতুর্দ্দশ ভুবন তোর অমরার গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। মুকুটটা পরিস। আর সব মনে পড়চেনা। দাঁড়া বড় হাঁফ লাগচে। যা যা o' o৩ again finishing touchesগুলো সব দিয়ে নিবি। (কমলার গমন) (পরিক্রমণ—পূর্ণ আবেগে)—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।

তা ঠিক। কিন্তু জীবটি জীবভাব মুক্ত হবে কেন? তালে যে পুনর্জন্ম বানচাল হয়ে যাবে। No equillibrium is attanied in death Individuality is itself a creative energy here and there and every where. That's all right.

(কমলার প্রবেশ)

লাবণ্য। বাহবা কি বাহবা! উঃ মরিচি রে মরিচি! চণ্ডী হাসে গেল বুঝি! ব্যাটা ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছিল। এই কমলি রামীর রূপের আলোয় দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েচে।

(সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ান—দেখা আর গান)

গীত।

কিবা সদ্য শিশির স্নাত কমল জিনিয়া বদন ভাতি।
কিবা কুন্তল-দল নিবিড় কৃষ্ণ অযুত ভ্রমর পাঁতি ।।

কমলা। সত্যি মাথা খারাপ হয়েচে তোমার?

লাবণ্য। চোপ্! (মুখ উঁচু করে ধরে)

গীত।

কিবা দীর্ঘ কাজল চারু ভ্রূযুগ অতনুর শরাসন
তায় জোগায় নয়ন ত্রস্ত ভুবন, যবে খর শর ঘন।

কমলা। তাই নাকি? বাপরে! সাবধান! (কটাক্ষ)

লাবণ্য। চো—প্!

গীত।

কিবা রক্ত কমল অধর যুগল মাঝে মতির মালা।
মালা জ্যোতি বিছুরি খেলে লুকোচুরি-ব্রীড়াশীলা ব্রজবালা ।।

কমলা। কি জ্বালা। হাসিয়ে ছাড়লে। (হাস্য)

লাবণ্য। কিবা শোভার যুগল কনকগণ্ডে ফলেছে আপেল কাশ্মীরি

কমলা। বাবারে! (কমলা দুইহাতে মুখ ঢাকিলা)

লাবণ্য। এই দিনান্তে ঐ সামন্তে সন্দূব রেখা সুন্দরি।

কমল। ঠিক করে বলন, বলন। খলে দিদিমণি!

গীত।

লাবণ্য। আহা এ তিন ভুবনে এমন রতনে

কার না বাসনা চিতে

তাই দিদিমণি চোরে চায় ফল ডোরে

হাতে হাতে বেঁধে দিতে।

কহে নব চণ্ডীদাসে মুচকীয়া হেসে

ফাঁদে পা দিয়েছ মিতে।

কমলা। যাই কর, আর যাই বল—কমলা কিন্তু বদলায়নি তা জেনে রেখো।

লাবণ্য। নেমক হারাম কোথাকার। চল এবার বাড়ীর ভেতর—এই দরজা খুলে। শাঁখ বাজাতে উলু দিতে কেউ আমায় তা জানিস্—মনুর ভরম। চ শাঁক। চ।

কমল। বাড়ীর ভেতর কে বুড়ো মাগী, এই বেশে? কে আছে সেখানে?

লাবণ্য। তোমার বর

কমলা। আমার বর?

লাবণ্য না আমার। মলাম বুঝি আজই—ডাক্তার বারণ করে দিইছিল গান গাইতে। চ চ।

কমলা। তুমি একটু বসো একটা কথা—জীবনে আর একদিন তোমারই হাত ধরে এমনি করে দশের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জানিনে—কিন্তু আবার বলি—মরেনি কমলা, মরবে না সে, যুগ যুগান্তর বেঁচে থাকবে—বুঝে নিয়ে চল।

(মুখচুম্বন পূর্ব্বক)

লাবণ্য। জানি তা পোড়ার মুখ, জানি। বুঝেই নিয়ে যাচ্ছি—চির সুখী হোয়ো সাবিত্রী সতী বোনটি আমার।

(দরজা খোলা -বিবাহ সভায় বরবেশী নির্ম্মলেন্দুকে দেখে
কমলার অবনত মুখ।সভায় নেতৃবর্গের ছবি।)

লাবণ্য। সভাস্থ ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ! স্বাধীন ভারতের শুভেচ্ছু ব্যক্তিগণ হিন্দু সমাজের নির্ভীক উদার অকৃত্রিম বন্ধুগণ। এই দেখুন পাত্রী আমাদের কায়স্থ যুবতী কমলা পালিত আর পাত্র আমার সহোদর অগ্রজ শ্রী নির্ম্মলেন্দু কুলীন ব্রাহ্মণ—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আজ হতে এ স্বাধীন ভারতে ভ্রাতা আমার পরিচিত হবেন নির্ম্মলেন্দু ভারতীয় নামে আর ভ্রাতৃজায়া কমলা ভারতীয়া।

Gramophone record বাজিল—

"ভারত মোদের রাষ্ট্র, গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিময়
সাম্য, শান্তি, শক্তি, মৈত্রী, ভিত্তি তাহার চতুষ্টয়"

হিন্দু সমাজ সংগঠন সমিতি হতে আচার্য্য কে এসেচেন?

পুরোহিত। আমি মা—করুণাময় ভারতীয় বেদান্ততীর্থ।

জনৈক প্রবীন ভদ্রলোক। করুণাময় আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ইতিহাসের প্রথম শ্রেণীর M. A ইনি M. A. Oxon. আমেরিকায়ও বহুদিন অধ্যাপনা করেছেন। বয়স মাত্র ৪৫।

করুণাময়। তাহলে কার্য্য আরম্ভ করি। নির্ম্মলেন্দু! আপনি এই বিবাহের পাত্র। (একখণ্ড লিপি দিয়া) এই অঙ্গীকার পত্র পাঠ করে যদি সম্মতি থাকে তাহলে এই অঙ্গীকার সর্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করুন।

নির্ম্মলেন্দু। ভারতীয় জাতির মর্য্যাদা শক্তি ও সংহতির জন্য, গার্হস্থ্য আশ্রম প্রতিপালন দ্বারা দেশ ও জাতির সেবার সঙ্কল্পে পরম আনন্দে আমি তোমাকে জীবন সঙ্গীনী স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম। কায়মনোবাক্যে এ সঙ্কল্পের পবিত্রতা রক্ষা করব। আশা করি আমার এ আত্মদান গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করবে।

নির্ম্মলেন্দু ভারতীয়।

৩ রা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ১৩৫২।

করুণাময়। আপনিও সম্মত কমলা? তাহলে আপনারও অঙ্গীকার বুঝে আপনি ঘোষণা করুণ। এই লিপি!

(লিপিদান ও পাঠ পূর্ব্বক)

কমলা। আমি নিজের ভাষায় বলচি। প্রিয়তম! আমি স্বেচ্ছায় পরম আনন্দে আপনাকে পতিরূপে গ্রহণ করলাম। বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা কায়মনোবাক্যে এ দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রক্ষা করব। আমাকে আপনি স্ত্রীর সন্মান দান করেচেন—আমরা উভয়ে যেন জাতির সন্মান রক্ষায় জীবন উৎসর্গ করতে পারি। কমলা ভারতীয়া। জয়হিন্দ্।

সকলে। আমরা এ বিবাহ অনুমোদন করলাম।

লাবণ্য। এস দাদা আর বৌদি ফুলের মালা দিয়ে তোমাদের হাত বেঁধে দিই। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়! আমি বিধবা—অকল্যাণ হবে না ত?

আচার্য্য। কল্যাণি! তোমার উদার অকলুষ স্পর্শে অকল্যাণ!

(হঠাৎ ছুটতে ছুটতে রেনুকার প্রবেশ)

রেণুকা। Hallo. May the unseen hand above bless

the happy pair! you ভগ্নী তিলোত্তমা! You have the prize. I am the runner up in the race—আয়েষা! তাই হীরার হার দিলাম উপহার তোমায় ভগ্নি! (হার প্রদান ও নমস্কার পূর্ব্বক গ্রহণ) And you the hero জগৎ সিংহ এই diamond ringটা পরবেন। (গ্রহণ ও নমস্কার) বাপমার সঙ্গে সুখে বসে গাড়ী হাঁকিয়ে যাকে এক দিন ছিটকে ফেলে দিইছিলাম উঃ! That terrible scene haunts my soul day and night. I love you still and am stillbeing hated I know. Amen. Good bye.

(চলবার পথে লাবণ্যকে বসিয়া থাকা দেখিয়া)

Hallo! Is it you sister changed beyond recognition! Budding rose fading and pining away! M. A. Ph.D I wish you death this very moment! Oh! মৃত্যু! কি সুখ! Good bye. (দ্রুতপদে গমন)

লাবণ্য। (উঠিয়া ধরিতে যাওয়া দৌড়িয়া) রেণু! রেণু! রেণু!

(পতন)

রেণুকা। Renu is dead and no more! (দৃষ্টির বাহিরে)

যবনিকা